# চম্পা-দ্বীপ

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস
প্রণীত।

সোল এজেণ্ট :—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মাঘ—১৩৪০

জানুয়ারী—১৯৩৪

দাম দেড় টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার,
৫৪।১ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎ কুমার হোড়,
শ্রীগোবিন্দ প্রেস
১।১, ভীম ঘোষ বাই লেন,
কলিকাতা

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম, এ,

অশেষশ্রদ্ধাভক্তিভাজনেষু—

সেনেট-হাউস,
কলিকাতা।

—রমেশ—

# চম্পা-দ্বীপ

## গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

সাগরিকা ( প্রথম খণ্ড )
সাগরিকা ( দ্বিতীয় খণ্ড )
পরীরাণী
রতনচুর
অজ্ঞাত দেশ
কাজল রেখা
চম্পা-দ্বীপ
বনে-মানুষে
মাদার-ইণ্ডিয়া (সমালোচনা)
ম্যাক্সিম্ গর্কি ( ঐ )
প্রেম ও প্রতিমা ( কবিতা )

## এক

সেবার আশ্বিন মাসের গোড়াতেই কলিকাতার স্কুল, কলেজ, আফিস সব বন্ধ হ'তে আরম্ভ হয়েছে, কারণ পূজা এবার আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহেই। বাঙ্গালীর মহাপূজা সাম্‌নে, তার উপর শরৎকালের বিচিত্র শোভা আকাশে বাতাসে জলে স্থলে চারদিকেই ঝল্ মল্ করছে। বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই মনে খুসির আনন্দ আর ধরে না।

শরৎকালের এমনি একদিন সকালে বালিগঞ্জ অঞ্চলের এক সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীর মধ্যে জিনিষপত্রের বাঁধাবাধি ও গোছানোর মহা হুলস্থুল লেগে গেছে। বাড়ীর উপর নীচে, বারাণ্ডায়, হল্‌ঘরে চারিদিকেই মহা ব্যস্ততার ভাব। বড় বড় বাক্স, ট্রাঙ্ক, হোল্ড-অলে নানা জিনিষ পত্র ভর্ত্তি করা হচ্ছে। চাকর বাকর খানসামাদের সেদিন আর নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় ছিল না। কাজের তাড়ায় সকলেই গলদঘর্ম্ম।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। বাড়ীর মালিক মিষ্টার সুশীল সেন সপরিবারে স্বাস্থ্যান্বেষণে কয়েক মাসের জন্য বিদেশে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন জানো? যাচ্ছেন সেই সুদূর সাগর পারে অষ্ট্রেলিয়ায়। মিষ্টার সেন সাহেব মানুষ, তাই তিনি স্বদেশের এত জায়গা থাকতে চলেছেন একেবারে অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নে সহরে। মিষ্টার সেনের স্ত্রী পার্ব্বতী দেবীর ইচ্ছা ছিল বিলাতের ও দিকে কোন অঞ্চলে যেতে, কিন্তু যৌবনকালে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য তিনি একবার বিলাতে গিয়েছিলেন ও ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরে এসেছিলেন। তাই স্ত্রীর ইচ্ছা হলেও তিনি আর বিলাতে না গিয়ে সোজা অষ্ট্রেলিয়ায় চলেছেন। আর অষ্ট্রেলিয়াও নিতান্ত খারাপ দেশ নয়। ওখানকার জল হাওয়া তো বিলাতের চেয়েও ভালো, তার উপর নূতন দেশ। অষ্ট্রেলিয়ার ভিতরকার জায়গাগুলি মরুভূমির দরুণ প্রচণ্ড গরম হলেও, সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহরগুলি নিতান্ত চমৎকার। শীতকালেও সেখানে ইউরোপের মত দারুণ শীত পড়ে না;—আর যাবার কিছুদিন পরেই শীতকাল আসছে, তার উপর তুষার পাতের কোন বালাই নেই। অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নে, মেলবোর্ণ, ব্রিস্‌বেন, এ্যাডলেড, পার্থ প্রভৃতি সহরগুলি তো এক একটি অমরাপুরি। তার উপর নব আবিষ্কৃত দেশের নূতন মোহ। সেখানকার সবই নূতন ও অদ্ভুত। ও দেশের ক্যাঙ্গারু, হংস-চঞ্চু, ডিঙ্গো, এমু, ওম্বাট্‌ প্রভৃতি জন্তু পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। ইউক্যালিপটাস্‌ গাছেরও অনেক গুণ; তার উপর 'কড়ি' ও 'জাড়া' গাছগুলি এত উঁচু যে তার মাথা আকাশে কোথায় গিয়ে মিশেছে তা আর শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

মিষ্টার সেন মহাধনী মানুষ। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের তিনি এ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার, মাইনে পান দুই হাজার টাকা, এ ছাড়া উপরীর তো কথাই নেই। বিলাতের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করে এসে তিনি এই বড় চাকরী পান। বিলাতে থাকার কারণ ও সর্ব্বদাই সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশার দরুণ তিনি চাল চলনে একেবারে সাহেব বনে গেছেন। মিষ্টার সেন লোকটি মোটের উপর খুবই ভালো, ধীর স্থির ও কাজে-কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক; শরীরখানিও পাথরের মত শক্ত, তার উপর ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া অন্যান্য বিদ্যায়ও তিনি বেশ পারদর্শী। অবসর সময়ে তিনি ডাক্তারি ও বোটানি শাস্ত্রের ও চর্চ্চাদি করে থাকেন।

আগেই বলেছি মিষ্টার সেনের স্ত্রীর নাম পার্ব্বতী দেবী। তিনিও বড় লোকের কন্যা ও লরেটোয় অনেক বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখেছিলেন। কিন্তু অত বড় লোকের কন্যা ও অত বড় লোকের স্ত্রী হয়েও তার মনে কোন অহঙ্কার নেই। নিতান্ত সাদাসিদে মানুষটি; সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তিনি থাকেন না। তার উপর এদানীং তাঁর স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হয়েছিল। দিনের বেশীভাগ সময় তিনি হয় শুয়ে না হয় বই পড়ে কাটান। ডাক্তারেরা তাঁর স্বামিকে পরামর্শ দেন স্ত্রীকে নিয়ে স্বাস্থ্য লাভের *জন্য* জেনেভায় বা নেপল্‌সে যেতে। কিন্তু স্বামী চল্‌লেন অষ্ট্রেলিয়ায়—অবশ্য এতে ডাক্তারদের কোন আপত্তিই ছিল না।

সংসারে এত সুখ ঐশ্বর্য্য, কিন্তু পার্ব্বতীদেবীর জীবনে কোন সুখ নেই, মনে কোন শান্তি নেই। তাঁর বড় মেয়ে দশ বৎসর বয়সে মারা যায়। মেয়েটীর নাম ছিল চম্পা। চমৎকার সুশ্রী মেয়ে! দেখতে ছিল সে

গোলাপফুলের মত সুন্দর, আর পড়া শুনায় সে ছিল ক্লাশের সব চেয়ে ভালো মেয়ে। স্কুলের ও বাড়ীর সকলেরই সে ছিল আনন্দদায়িনী। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে, অত অল্প বয়সে অত ধীর স্থির, পশু পক্ষীর প্রতি অমন দয়া মায়া, প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। মেয়টী ছিল পার্ব্বতীদেবীর প্রথম সন্তান। সেই মেয়ে মারা যাবার পর হতেই পার্ব্বতীদেবীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তাঁর আরো চারটি ছেলে মেয়ে আছে—তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বড় ছেলেটীর নাম সুবীর, বয়স চৌদ্দ পনেরো বছর, সেণ্ট্ জেভিয়াসে জুনিয়ার কেম্ব্রীজ পড়ে। এই ছেলেটীকে পেয়ে সেন-দম্পতি অনেকখানি দুঃখ ভুলেছেন। ছেলেটীর যেমন সুন্দর সবল চেহারা, বুদ্ধিও তেমনী তার প্রচুর। চলচল কালো দুটি আয়ত চোখ হ'তে বুদ্ধি যেন উপ্ছে পড়ছে,। মুখে এমন একটী পবিত্র সুকুমার ভাব যে দেখ্‌লে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। সে দেখতেও যেমন সুদর্শন, মনের জোর ও সাহসও তার তেমনি। একবার ট্রেনে যাবার সময় একটা মাতাল গোরা তাদের কামরাতে উঠে গোলমাল করছিল বলে সে একাই তাকে মেরে গাড়ী হতে নামিয়ে দেয়। কতবার মিষ্টার সেনের সঙ্গে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে সে শিকার করে বেড়িয়েছে। নিজে বন্দুক চালিয়ে সে এমন অব্যর্থ সন্ধানে কাদাখোঁচা, ডাউক, বিল্, হাঁস, বক ও শিয়াল মারতো যে মিষ্টার সেন শুদ্ধ অবাক হয়ে যেতেন। সংসারে সে নিজের জন্য কখনো সুখ বা আরাম খুঁজ্‌তো না। বাপ মাকে সে যেমন ভালবাসতো, ভক্তিও তেমনি করত। মার মনের দুঃখ সে বুঝেছিল, তাই সর্ব্বদাই সে চেষ্টা করত মাকে খুসী করবার জন্য। সুবীর কোন দিন মাকে হাস্‌তে দেখেনি—এতে তার দুঃখের অন্ত ছিল না।

সুবীরের পর একটি মেয়ে, বয়স তার বছর দশেক হবে। মেয়েটীও দাদার মত ঠাণ্ডা, কিন্তু বড় লাজুক। নিতান্ত দরকার ছাড়া সে কথা কয় না; তার উপর কেন জানি না সে বাপকে বড় ভয় করত। পারত পক্ষে সে বাপের নিকট যেত না, সর্ব্বদাই মায়ের কাছে কাছে ঘুরত। মিষ্টার সেন কিন্তু মেয়েটীকে খুব ভাল বাসতেন। মাসের মধ্যে কতদিন কত খেলেনা, কত পুতুল, কত জামা কাপড়, কত রকমের বাজনা কিনে এনে মেয়েকে দিতেন, কিন্তু তবুও তিনি মেয়ের ভয় ভাঙ্‌তে পারতেন না। মেয়ের অমন ভীতু স্বভাব দেখে মিষ্টার সেন আদর করে তার নাম রেখেছিলেন সেলিনা। বাপ ডাক্‌তেন—সেলিনা, কিন্তু মা ও আর সকলের কাছে সে শেষ পর্য্যন্ত লীনা হয়েই ছিল।

লীনার পরেই একটী ছেলে—নাম তার মাণিক। বয়স তার সাত আট বছরের বেশী হবে না, কিন্তু অমন আদুরে ও দুর্দ্দান্ত ছেলে আর দুটী দেখা যায় না। তার যখন যা খেয়াল চাপ্‌ত সে তাই কর্‌ত; সে খেয়াল না মেটাতে পারলে কেঁদে সে বাড়ী মাথা করবে। সর্ব্বদাই সে একটা না একটা গোলমাল বেধে বসে আছে। কখন সে যে কি অনিষ্ট করে বসে সেই ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। পড়া শোনায় তার মন ছিল না কিছু। তার উপর সে পেটুক ছিল ভীষণ; দিনে ও রাত্রে সে যতক্ষণ জেগে থাক্‌ত ততক্ষণ তার মুখ চল্‌বার কিছুমাত্র কামাই ছিল না। এর জন্য সে প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগত। মাণিকের পরেই পার্ব্বতী দেবীর একটী কোলের শিশু, বয়স তার এখনো এক বর্ষ পূর্ণ হয়নি। বেশ সুন্দর সবল নধর শিশুটী—এখনো তার নামকরণ হয়নি, তাই সকলেই তাকে খোকা বলে ডাকে।

আগেই বলেছি পার্ব্বতীদেবীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো নয়। ছেলে মেয়েদের দেখ্‌বার জন্য বিশেষতঃ কোলের ছেলেটির ভার নেবার জন্য, তাদের বহুদিনের পুরাণো এক নেপালী ঝি ছিল। নাম তার পাহাড়ী। বয়স এখন তার প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যে সে এখনো পূর্ণবয়স্কা মেয়ের মত শক্তিপূর্ণ। অনেকদিনের বিশ্বস্ত ঝি, দেশে তার আপনার বল্‌তে কেউ ছিল না, তাই সে এখন একরকম সেন-পরিবারের মেট্রন গোছের লোক হয়ে উঠেছে। পেরাম্বুলেটরে করে সে রোজ বৈকালে খোকাকে বালিগঞ্জের ময়দানে, গরিয়াহাট রোডে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়। সেখানে তার জাত ভাই অন্যান্য আয়ারাও এসে জোটে। এমন সুন্দর সে বাংলায় কথা বল্‌তে পারে যে মুখ না দেখ্‌লে তাকে বাঙালী বলেই ভুল হয়। অন্যান্য চাকর বাকরের উপর পাহাড়ীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সেন-দম্পতিও পাহাড়ীকে নিতান্ত আপনার লোকের মত দেখেন।

মিষ্টার সেনের বাড়ীতে রাঁধুনি বামুনের বালাই নেই। রান্নাবান্না করবার জন্য আছে দুটো বাবুর্চ্চি, একজন খান্‌সামা, দুজন বয়। বাড়ীতে তাঁর গরু ছাড়া আর সবই চলত। মিষ্টার সেনের তো ফাউল-কারি ও ও পর্ক না হলে খাওয়া হোত না; তার উপর নানা মদের ব্যবস্থা তাঁর ছিল। সাধারণ পোর্ট ও হুইস্কি হ'তে মূল্যবান স্যাম্পেন, মারাস্কিনো ( maraschino ), কুরাসোয়া, ও চেরী-ব্র্যাণ্ডি তাঁর আহারের টেবিলে শোভা পেত। কিন্তু জীবনে কখনো তিনি মাতাল হন্‌নি। একে সাহেবী মানুষ, তার উপর অসুরের মত তাঁকে খাট্‌তে হোত, এইজন্য কেবল ঔষধের মাত্রায় তিনি ও সব খেতেন। ছেলেরাও পর্কের রাঙা

বাঙা হ্যতো হ্যতো মাংস পেলে আর কিছুই খেতে চাইত না। স্বামীর পীড়াপীড়িতে পার্ব্বতী দেবীকেও ওসব খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে হয়েছিল। তার জন্ত আমরা তাঁকে কিছুমাত্র দোষ দিতে পারিনা।

# দুই

যাক্, এইবার আমরা যা বলতে বসেছিলাম তাই বলতে আরম্ভ করি।

মিষ্টার সেন সপরিবারে অষ্ট্রেলিয়ায় চলেছেন, অর্থাৎ তিনি, তাঁর স্ত্রী পার্ব্বতী দেবী, সুবীর, মাণিক, লীনা, খোকা ও তাদের নেপালী ঝি পাহাড়ী। ভোর বেলা খিদিরপুর ডক্ হতে জাহাজ ছাড়্বে, তাই সকলে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় জাহাজে উঠেছে। মিষ্টার সেন পীড়িতা স্ত্রীর সুখ সুবিধার জন্য অনেক জিনিষ সঙ্গে নিয়েছেন; নানা রকম ঔষধের কেস, বইএর দু তিনটা বাক্স, যৎসামান্য চেয়ার, টেবিল, ইজি চেয়ার, সিড্নে-প্রবাসী এক বন্ধুর জন্য বাংলাদেশের নানারকম ফসলের বীজ পরিপূর্ণ একটা বাক্স ও অন্যান্য হরেক রকমের জিনিষ।

জাহাজের নাম এস্ম্যারেল্ডা ! ছোট্ট সুন্দর অথচ মজবুত জাহাজখানি। এখানি সাধারণ যাত্রীজাহাজ নয়। ষ্ট্রেট্স সেটলমেণ্ট, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে মাল নিয়ে বেড়ানোই এর কাজ। তবে দু' চারজন যাত্রীও মাঝে মাঝে নেয়। মিষ্টার সেন সাধারণ যাত্রী জাহাজে না গিয়ে ইচ্ছা করেই এই মালবাহী জাহাজে চড়েছিলেন, যদিও এই জাহাজে অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুতে প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে। তাঁর ইচ্ছা মহাসমুদ্রের টাট্কা হাওয়ার মাঝে তাঁর স্ত্রী যতদিন থাকতে পারেন ততই ভালো। আর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর জাহাজে করে ঘুরে বেড়ানোর মত আনন্দ দায়ক বুঝি জীবনে আর কিছু নেই। অমন স্বচ্ছ শান্ত অসীম সমুদ্র পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তার উপর চারিদিকেই ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপের উপর অমন ঘননিবদ্ধ নারিকেল কুঞ্জ ও কলাগাছ আর কোথায় আছে? মধ্যাহ্নকালে সেই নারিকেল কুঞ্জের ছায়ার তলায় তলায় সমুদ্রের ধারে ধারে যে একবার ঘুরে বেড়িয়েছে সেই জানে সে কি অপূর্ব্ব আনন্দ! মাথার উপর প্রখর সূর্য্যের কিরণ, অথচ নারিকেল গাছের ঘন পাতার দরুণ সে প্রখর রৌদ্র গায়ে বিঁধে না। সেই ছায়া-শীতল রৌদ্রকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নগুলি কি অপূর্ব্ব সুন্দর! সমুদ্রতীরের অসীম-বিস্তীর্ণ বালুকাময় বেলাভূমির কি অগাধ রূপ! মনে হয় যেন স্বর্গের মায়াপুরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এইসব প্রবালদ্বীপের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়েই সুলেখক রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন্ স্বদেশ ছেড়ে এইখানে বাসা বেঁধেছিলেন। এই সব ছোট্ট ছোট্ট প্রবাল দ্বীপের চারিদিকের সমুদ্রে যেমনি হাঙরের উৎপাত তেমনি অসংখ্য মুখরোচক কচ্ছপ ও মাছের প্রাচুর্য্য। এ সব দ্বীপের সবই ভালো! সবই

সুন্দর, শুধু একটা বড় ভয়ঙ্কর ভয়—এখানকার অসভ্য নরখাদক লোকগুলি। তবে এই যা আশা, মিশনারীদের কল্যাণে ও ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এরা ক্রমশই সভ্য ও মানুষ হয়ে উঠছে।

এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজ খিদিরপুর হ'তে সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, জাভা হয়ে সোজা সিড্‌নে যাবে। এই সুদীর্ঘ সমুদ্রপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় হাজার মাইল! কতদিন বাদে জাহাজ অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুবে, এই সুদীর্ঘ সমুদ্রপথ তাদেব কেমন ভাবে কাটবে, পথে ঝড় জল হ'বে কি না, প্রভৃতি চিন্তায় সেন-দম্পতির মন উঠছে ভারাতুর হয়ে। ছেলে মেয়েদের কিন্তু মনে আর খুসি ধরে না। তারা জাহাজের ডেকের রেলিং ধরে কলিকাতা নগরীর বিদায় দৃশ্য দেখতে লাগল। জাহাজ ক্রমশঃ জেটী ছেড়ে মাঝ গঙ্গায় এসে পড়্‌ল ও ক্রমশ দক্ষিণে চল্‌তে লাগ্‌ল। দূর হতে হাইকোর্টের চূড়া, মনুমেণ্টের মাথা, ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল্ হলের উপরকার পরীমূর্ত্তিটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। জাহাজ অন্যান্য ষ্টীমার ও নৌকাদের মাঝে পথ করে চল্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে শালীমার, রাজগঞ্জ, বোটানিকেল গার্ডেন পার হয়ে, বজ্‌বজ্‌, ফল্‌তা অতিক্রম করে বৈকালের কিছু আগে জাহাজ ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছুল। এখানে গঙ্গা বেশ চওড়া,—কলিকাতার গঙ্গার ডবল। তারপর সন্ধ্যার সময় কুল্‌পি এলো। কুলপি হতেই হুগ্‌লি নদী প্রশস্ত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এখান হ'তে গঙ্গার আর এপার ওপার দেখা যায় না। জলেও বেশ বড় বড় ঢেউ, জলের রঙও বেশ কালো, কলিকাতার গঙ্গার মত হলদে নয়। তারপর নন্দীগ্রাম, খেজরী, রঙ্গফল, সান্দিয়া দ্বীপ অতিক্রম ক'রে

রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ মনসাদ্বীপ ও সাগরদ্বীপ পার হয়ে বঙ্গোপসাগরের নিবিড় গভীর কালো জলে গিয়ে পড়লো।

তারপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে চল্‌তে লাগল। এই সমুদ্রের আর একটি নাম কালাপাণি, বড় ভয়ঙ্কর এই সমুদ্র! বছরের সব সময়েই এখানে ঝড়, জল, বজ্রাঘাত লেগেই আছে। যাই হোক্ এ্যাস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজকে সে সব ঝঞ্ঝাবাত বড় বেশী পেতে হয় নি। তবে সমুদ্রের প্রবল ঢেউ ও ঝোড়ো বাতাস খেতে হয়েছিল। এ ঝড়ের কথা পরে বল্‌ছি।

দশদিনের পর জাহাজ পেনাং বন্দরে এসে পৌছুল। ষ্ট্রেট্‌ সেটল-মেণ্টের ঢোকবার মুখেই পেনাং দ্বীপ। পেনাং একটি বিখ্যাত বন্দর। ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের সঙ্গে ইহার নানা ব্যবসা বাণিজ্য চলে। মালয় উপদ্বীপ টীন, রবার ও নানা মশলার জন্য বিখ্যাত। এখানে যত টীন খুঁড়ে বার করা হয় সমস্তই পেনাং দিয়ে চালান্ দেওয়া হয়। পেনাং হতে দুটা রেল-লাইন দুদিকে গেছে—একটা গেছে উত্তরে ব্যাঙ্গকক্ সহরে ও অপরটা গেছে দক্ষিণে সিঙ্গাপুর বন্দরে। এখানে জাহাজ দুদিন দাঁড়াল ও নানা সামগ্রী বাক্স বাক্স জাহাজে উঠতে লাগল।

## তিন

জাহাজ এখন পেনাং দ্বীপে দুদিন দাঁড়াবে, ততক্ষণ আমরা দেখি সেন-পরিবার এস্‌প্ল্যাবেন্ডা জাহাজে কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন। মিষ্টার সেন সুবীর ও মাণিক দিনের বেলার বেশীর ভাগ সময় জাহাজের ডেকের উপর বেড়িয়ে কিম্বা ডেকের রেলিং ধ'রে সমুদ্রের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে দিন কাটাতো। মাণিকের কথা বলছি না, কারণ সমুদ্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার বয়স এখনো তার হয়নি। সে কেবল যা নূতন জিনিষ দেখে তারই সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলে সুবীর ও মিষ্টার সেনকে বিরক্ত করে তোলে। জাহাজের যিনি ক্যাপটেন তাঁর নাম রথউড্ সাহেব। ক্যাপটেন রথউডের দুটো পোষা কুকুর ও একটা মাদী কুকুর ছিল—তাদের নাম ছিল যথাক্রমে বাঘা, জ্যাক ও মলি। এই তিনটা কুকুরকে বিরক্ত

ক'রে মাণিকের যেন আশ মিটত না। সে কখনো তাদের ল্যাজ ধরে টান্‌তো, না হয় ল্যাজের সঙ্গে খালি বিস্কুটের কৌটা বেঁধে দিয়ে মজা দেখত। মাণিকের হাতে সদাই থাকৃত একগাছা ছড়ি, আর বেচারী কুকুরদের উপর ছড়ির সদ্ব্যবহার করতে সে ভুলতো না। কুকুরগুলো ছিল নিতান্ত ভালো, তাই তারা কিছু বল্‌ত না। সুবীর চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের ছেলে, কিন্তু সেই অল্প বয়সেই তার মন প্রকৃতিরাজ্যের বিচিত্র বিপুল জীবনলীলার রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। সমুদ্র দেখে সুবীরের যেন আশ মেটেনা। যত দেখে ততই তার দেখবার সাধ বাড়ে। সাগরতলের অসীম রহস্যের কথা ভেবে ভেবে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে, সমুদ্রতলবাসী অমিতবলশালী জন্তুদের কথা মনে করে তার দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। অনুভূতির অনুরাগে সে স্বীয় কল্পনাকে নানা বিচিত্র রঙে রঙীন করে তোলে। সমুদ্রের চারি দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার হৃদয় কি এক অননুভূত ভাব-বৈচিত্র্যে উদাস হয়ে যায়! তার আর ইচ্ছা করত না আবার কলকাতায় ফিরে যেতে, আবার সেই পড়াশুনা ও দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে, স্কুলের ফাদার রেক্টর ও ফাদার প্রিফেক্টর সেই নিষ্করুণ কঠোর আদেশ মেনে চল্‌তে। যদি সে জীবনে এই রকম এক জাহাজের নাবিক হতে পার্‌ত, তা হলে তার জীবন কত না সুখের হত। ভাবতে ভাবতে তার কিশোর দেহের প্রত্যেকটি রক্তকণা উদ্দাম চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজে সুবীরের এক প্রাণের বন্ধু জুটে গিয়েছিল। সে হচ্ছে সেই জাহাজের সেকেণ্ড মেট্ শোভান। শোভান চাটগাঁয়ের এক ভদ্র মুসলমানের সন্তান। সে স্কুলে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ ক'রে

দশবৎসর বয়সেই বাপ মাকে না বলে বাড়ী হতে পালিয়ে এক সদাগরী জাহাজে উঠে কলম্বো যায়। সে জাহাজের ক্যাপটেন ছিল বড় নিষ্ঠুর। তার নির্দ্দয় ব্যবহারে আধমরা হয়ে শোভান শেষে কলম্বো হতে অন্য এক জাহাজে বয় হয়ে কেপ টাউনে যায়। সেখান হ'তে সে সেই জাহাজে, তারপর অন্যান্য বহু জাহাজে বয় এর কাজ করে পৃথিবীর নানা দেশে ঘোরে। কত বার কত স্থানে কত রকমের বিপদে পড়েছে, কত ঝড় জল তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, শত্রুদের হাতে সে কতবার বন্দী হয়েছে, কতবার মৃত্যুকে সামনে সুনিশ্চিত দেখেও সে অদ্ভুদভাবে জীবন রক্ষা করেছে। সে সব আজ বহু বৎসরের কথা। আজ শোভানের বয়স হবে প্রায় ষাটের কাছাকাছি। দৃঢ় বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। এই পঞ্চাশ বৎসর কাল নাবিকের কঠোর জীবন যাপন ক'রে তার শরীর প্রায় ভেঙে পড়েছে, চুল অর্দ্ধেকের বেশী পেকে গেছে, জলে ভিজে রোদে পুড়ে মুখখানা একেবারে ঝামা হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও শারীরিক সামর্থ্য ও মনের বল সে একবিন্দুও হারায় নি। এখনো সে আঠারো বৎসর যুবকের মত চটু পটু কাজ করতে,ছুটাছুটি করতে ও দিনভোর পরিশ্রম করতে পারে। বুয়োর যুদ্ধের সময় সে দিন কতক যুদ্ধেও কাজ করেছিল। তারপর অনেক বৎসর যুদ্ধের জাহাজ ও সাবমেরিণেও কাজ করে। এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরে সে নাবিক জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। বাঙ্গালী বলে সে আজ জাহাজের ক্যাপটেন হতে পারে নি, তা না হলেও সে স্বচ্ছন্দে একখানা বড় জাহাজ চালাতে পারে। একজন বড় ইংরাজ ক্যাপটেনের চেয়ে সে কিছু কম জানে না। তা ছাড়া সে অল্প স্বল্প ইংরাজী, বাঙলা, হিন্দী ও উর্দ্দু লিখতে পড়তেও জানে। নিজে

চাটগাঁয়ের বাঙ্গালী মুসলমান হলেও বৎসরের সব সময়েই তাকে ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা বলতে হয়। জাহাজে সে আর স্বদেশবাসীদের পেত কখন? তাই আজ বহুদিন পরে জাহাজে বাঙ্গালী যাত্রী পেয়ে, বিশেষতঃ সুধীরের মত ছেলেকে পেয়ে তার মন খুসিতে ভরে উঠেছিল। কি সুন্দর বুদ্ধিমান ছেলে! সমুদ্রের নানা কথা জানবার জন্য তার কি অসীম কৌতূহল! চোখে তার কি তীব্র অনুসন্ধিৎসা! যেন মিলায়েস্ অঙ্কিত সার ওয়াল্‌ট্যার র‍্যালের বাল্যকালের ছবিখানি!

শোভানের অবসর সময়ে সুধীর কতদিন সকাল বিকাল ও সন্ধ্যায় তার কাছে বসে সাগরের অদ্ভুত জীবজন্তুর কথা, কত ঝড়জলের গল্প, কত যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী সে শুনত। শোভানের সে-সব অপূর্ব্ব কাহিনী সে যেন তার সমস্ত দেহ মন দিয়ে গিলতে থাকত। এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজ যখন বঙ্গোপসাগর দিয়ে আসছিল তখনি বেশ প্রবল ঢেউ ও ঝোড়ো বাতাসের বেগে সকলকেই রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল। জাহাজখানা খুব বড় নয়, তার উপর সেই বড় বড় ঢেউ ও ঝড়ের প্রচণ্ড দাপট, সুতরাং জাহাজ বেশ দোল খেতে লেগেছিল। সুধীর, মাণিক, লীনা ও পার্ব্বতী দেবীর বেশ বমি ও অসুখ করতে লাগল। মিষ্টার সেন ও পাহাড়ীর শক্ত দেহ—তাই তাদের কিছুই হয় নি। সমুদ্রের সেই প্রবল ঢেউএ ছোট জাহাজখানা মোচার খোলার মত হেলতে দুলতে ডুবতে ডুবতে চলেছিল। কখনো জাহাজের পিছন দিক জলে ডুবে যায় ও সামনে উঁচু হয়ে ওঠে, কখনো বা দুই দিকে দুটো বড় ঢেউএর মধ্যে পড়ে জাহাজখানা প্রায় ডুবু ডুবু হতে থাকে। কিন্তু ছোট্ট হলেও এসম্যারেল্ডা বেশ শক্ত জাহাজ, তার উপর জাহাজের চালক ক্যাপটেন

রথউড বেশ প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে জন্য সেই সামান্য ঢেউএ জাহাজের কোন ক্ষতি হয় নি।

ক্যাপটেন রথউড খুব অমায়িক ভদ্রলোক। জাহাজের ক্যাপটেন মাত্রই ভদ্র সন্তান হ'লেও ভদ্রোচিত ব্যবহার করতে জানেনা। তারা প্রতি কথায় গাল ও মুখ খারাপ না করে থাকে না। ক্যাপটেন রথউড তেমন ধারা বর্ব্বর নন্। নাবিকদের সামান্য দোষের জন্য তিনি তাদের গুরুতর শাস্তি দেন না। তাঁর মুখে হাসি যেন সর্ব্বদাই লেগে আছে। মহা বিপদের মাঝে পড়লেও তাঁর প্রশান্ত মুখের উপর ভয়ের চিহ্ন পড়ে না। ক্যাপটেন রথউড জাতিতে ইংরাজ। তাঁর পরেই মরিসন্ সাহেব, তিনি জাহাজের ফাষ্ট মেট। জাতিতে তিনি স্কট। তাঁর পদ রথউডের নীচে হলেও কাজে কর্ম্মে কথাবার্ত্তায় এমন ভাব দেখান, যেন তিনিই জাহাজের সর্ব্বে-সর্ব্বা। তার উপর মেজাজ ও স্বভাব তাঁর বড় ভয়ঙ্কর। নাবিকদের সামান্য ত্রুটী হ'লে তিনি হয় ঘুসি না হয় লাথি চালাবেন। শারীরিক শক্তিতে যেন একটা অসুর। মরিসন সাহেব ক্যাপটেনকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই করে উঠতে পারতেন না।

মরিসনের তলাই শোভান। এরা তিনজন ছাড়া জাহাজের নাবি-কের সংখ্যা ছিল প্রায় জন পনেরো। সেন-পরিবার ছাড়া জাহাজে আর কোন যাত্রী ছিল না।

এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজ যখন বঙ্গোপসাগরের বড় বড় ঢেউ খাচ্ছিল তখন একদিন বৈকালে সুবীর শোভানের কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে তখন নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

একটা প্রকাণ্ড সুদীর্ঘ ঢেউ ফুলতে ফুলতে তখন জাহাজের নিকট অগ্রসর হচ্ছিল। সেই ভীষণ ঢেউ দেখে সুবীরের বুক কেঁপে উঠ্‌ল, সে তখন শোভানের হাত ধ'রে সেই ঢেউএর পানে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—"শোভান, দেখ দেখ, কি ভয়ঙ্কর একটা ঢেউ আস্‌ছে। জাহাজ আমাদের ডুবে যাবে না ত?"

শোভান একটু হেসে বল্‌লে—"না সুবীর বাবু, জাহাজ অত সহজে ডোবে না, ঐ দেখ, ঢেউটা এসে পড়ল বলে—ঐ দেখ জাহাজের এক দিক উঁচু হয়ে আর একদিক নীচু হয়ে কেমন সহজে জাহাজ ঢেউটা পেরিয়ে গেল। কিন্তু সব সময়েই যে ঢেউ এমন করে জাহাজের তলা দিয়ে চলে যায় তা নয়, অনেক সময় বড় বড় ঢেউ জাহাজের ডেকের উপর আছড়ে পড়ে' সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে বড় ভয়ঙ্কর। তখন খুব চেপে জাহাজের রেলিং ধরে না দাঁড়ালে ঢেউএ ভেসে যেতে হয়। বড় বড় ঢেউ এর ঝাপটে এ রকম কত লোক সমুদ্রে তলিয়ে গেছে!"

শোভানের কথা সুবীরের স্নায়ুগুলিকে উচ্চকিত করে তুল্‌লো। সে বল্‌লে—"সমুদ্রের ঢেউ দেখে মনে হয় সমুদ্র যেন একটা ভয়ঙ্কর জীব বিশেষ; এর প্রাণ আছে, রাগ আছে, বুদ্ধি আছে, ভাষা আছে। দেখছ না, আমাদের এই ছোট্ট জাহাজ খানাকে ডোবাবার জন্য কি রকম লাফালাফি করছে। ডোবাতে পারছে না বলে যেন নিস্ফল ক্রোধে ফুঁসে উঠেছে।"

শোভান বল্‌লে—"তা করছে বটে, কিন্তু ও সামান্য ঢেউএ আমাদের জাহাজের কোন ক্ষতি হবে না।"

সুবীর বল্লে—"কিন্তু যদি সত্যি সত্যি জাহাজ ডুবে যায় তা হলে আমাদের কি হবে ?"

শোভান বল্লে—"তা যদি ভগবানের মনে থাকে তো কেউ রক্ষা করতে পারবে না। প্রতি বছরে কত জাহাজ ডুবছে কত লোক মরছে। ভগবানের উপর সর্ব্বদাই বিশ্বাস রেখো সুবীর বাবু, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারি না জানবে; সর্ব্বদাই তাঁকে মেনে চল্‌বে। আমি জাতিতে মুসলমান, কিন্তু জাতিভেদ আমি মানি না। ছুনিয়ার সমস্ত লোককে আমি নিজের ভাই বলে মনে করি। আমি জানি আমরা সকলে সেই এক ভগবানের সন্তান।"

জাহাজের আশে পাশে এক রকম ছোট ছোট পাখী উড়ে বেড়াচ্ছিল। সেই দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে সুবীর জিগ্‌গেস করলে—"শোভান, ওগুলো কি পাখী ?"

শোভান বল্লে—"ওর নাম পেট্রেল, ওরা হচ্ছে ঝড়ের পাখী, ঝড়ের সূচনা দেখা দিলেই পেট্রেল দেখা দেয়। এ পাখী ডাঙ্গার উপর দেখতে পাওয়া যায় না, এরা থাকে সমুদ্রে। ঝড়ের সন্ধান বলে দিয়ে নাবিকদের বহু উপকার করে; তা না হলে আচম্‌কা ঝড়ে কত জাহাজ ষ্টীমার মারা যেত তা বলা যায় না।"

সুবীর জিগ্‌গেস করলে—"পেট্রেল পাখী যখন দেখা দিয়েছে তখন ঝড় আস্‌বে কি বল ?"

শোভান বল্লে—"তা আস্‌বে ঠিক, সে আজ না হোক্, ছুদিন পরেও হতে পারে।"

সুবীর বল্লে—"দেখ শোভান্, স্কুলে আমাদের রবিনসন্ ক্রুশো বলে

একখানা বই পড়তে হয়। সেই বইখানা পড়্‌তে আমার খুব ভালো লাগে। রবিন্‌সন্ ক্রুশো নামে একটা লোক জাহাজ ডুবি হয়ে মহাসাগরের এক নির্জ্জন দ্বীপে পড়ে, সেইখানে সে একলা অনেক বৎসর ছিল।"

শোভান্ বললে—"তুমি তো শুধু বই পড়েছ সুবীরবাবু, আমার জীবনেও এমন দিন গেছে যখন আমি সঙ্গীহীন হয়ে নির্জ্জন নিষ্পাদপ দ্বীপে বাস করেছি। সে দুঃখের কাহিনী একদিন তোমায় বল্‌বো।"

শোভানের কথা শুনে সুবীরের দু'চোখ কৌতুকের আভায় নেচে উঠ্‌ল। কিন্তু তখন ঘনায়মান সন্ধ্যার কোমল ম্লানিমায় চারদিক ছেয়ে গেছে ও মা তার জন্য ভাব্‌বেন বলে সে কেবিনে ফিরে গেল।

উপরি-উক্ত কথোপকথনের দুদিন পরে জাহাজ পেনাং দ্বীপে গিয়ে পৌঁছিল। পেনাং এর কথা আমরা আগেই বলেছি।

## চার

আজ বৈকালে জাহাজ পেনাং দ্বীপ ছাড়্বে। তাই নাবিকদের মধ্যে যাত্রার আয়োজনের হুলস্থুল লেগে গেছে। টীন, রবার ও মশ্লার বাক্স জাহাজের ডেকের উপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সব একধারে গুছিয়ে রাখা, জাহজে খাবার জল নেওয়া, ইঞ্জিনের আগুন ঠিক করা প্রভৃতি কাজে সকাল হতে নাবিকেরা খুব ব্যস্ত ছিল। বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় জাহাজের নোঙর তোলা হল ও জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠ্ল।

আকাশের কোল তখন ঘন কালো মেঘে ভরে উঠেছে। পূর্ব্বদিক হ'তে প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইতেছিল, কিন্তু সে সব কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজ পেনাং দ্বীপ ছাড়্ল।

জাহাজ এখন মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে চলেছে। জাহাজের বাম দিকে মালয় উপদ্বীপ ও ডানদিকে সুবৃহৎ সুমাত্রা দ্বীপ। এখানকার প্রায় সমস্ত দ্বীপ, অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা, সেলিবিস্, মলুকাস, বোর্ণিও (ইহার উত্তর প্রান্ত ইংরাজদের) ডাচ্‌দের অধীনে। ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বড়লাট এখানকার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। সুমাত্রা দ্বীপটা প্রকাণ্ড, লম্বায় ইহা প্রায় এক হাজার মাইল ও চওড়ায় আড়াই শো মাইল। সুমাত্রায় যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় আছে তেমনি নিবিড় জঙ্গল। সেখানকার লোকের বসতি কিন্তু খুব কম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় জাহাজ মালক্কা দ্বীপে উপস্থিত হ'ল। মালক্কা দ্বীপ বেতের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। এমন সুদীর্ঘ ও মজবুত বেত পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। মালাক্কাদ্বীপে জাহাজ একদিন দাঁড়াল।

পরদিন জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে এসে পৌঁছিল। সিঙ্গাপুর একটী বিশ্ববিখ্যাত বন্দর; এর দু'দিকে দুই মহাসমুদ্র। একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর ও আর একদিকে ভারত মহাসাগর। ইউরোপ, আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের যত জাহাজ এখানে এসে মেশে। সিঙ্গাপুর বন্দরে নৌকার ভিড় একটা দেখবার জিনিষ। লক্ষ লক্ষ নৌকা টিন, রবার, মশলা, চামড়া, কাপড় প্রভৃতি সামগ্রী ল'য়ে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রকূলস্থিত প্রদেশ ও দ্বীপে দ্বীপে বাণিজ্য করে বেড়ায়। এ সব নৌকার মাঝি বেশীর ভাগই চীনে; তবে মগ, জাপানী, ও অনেক কাফ্রি মাঝিও আছে। যত জাহাজ এখানে আসে সব সিঙ্গাপুর বন্দরে হতে কয়লা নেবে।

জাহাজ সিঙ্গাপুরে দু'দিন দাঁড়াবে ক্যাপটেন রথউডের সঙ্গে

মিষ্টার সেনের বেশ পরিচয় হয়েছে। রোজ বৈকালে মিষ্টার সেনকে ক্যাপটেন নিজের কেবিনে চা খাবার নিমন্ত্রণ করেন। তাই পরদিন সকালে মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা হতেই ক্যাপটেন জিগ্‌গেস করলেন—"মিষ্টার সেন, সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানা একটা দেখবার জিনিষ, ছেলেদের নিয়ে চলুন না আমরা দেখে আসি।"

ব্রেকফাষ্টের পর ক্যাপটেন ও মিষ্টার সেন জাহাজ থেকে নেমে সহরে ঢুকলেন। সঙ্গে অবশ্যি সুবীর ও মাণিক চল্‌ল। মাণিককে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই ছিল না, কিন্তু সকাল হ'তে চিঁড়িয়াখানা দেখবার জন্য সে এমন কান্নাকাটি আরম্ভ কর্‌তে লাগল ও তার মার কাছে এতবার প্রতিজ্ঞা কর্‌লে যে সে সর্ব্বদা ঠাণ্ডা হয়ে থাক্‌বে ও বাবার হাত ধরে চল্‌বে যে শেষে তাঁরা তাকে সঙ্গে না নিয়ে থাক্‌তে পার্‌লেন না। যা ছেলে, কখন কি কাণ্ড করে বসে—সেই জন্য পার্ব্বতী দেবীরও ভয় হচ্ছিল তাকে পাঠাতে। যাই হোক্ তাঁরা সকলে সিঙ্গাপুর সহরে প্রবেশ ক'রে প্রথমে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলেন। তিনি ক্যাপটেনের এক পুরাতন বন্ধু।

সিঙ্গাপুর সহরটা নিতান্ত অগোছাল্ লক্ষ্মীছাড়া সহর। চারিদিকেই কাজের তাড়া, সকলেরই মুখে অতিব্যস্ততার ভাব, কাজকর্ম্ম যেন তড়িঙ্ঘড়িকে চল্‌ছে। বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী ঘোড়া, ট্রাম বাসে, সহর যেন জম্‌জম্ কর্‌ছে, কিন্তু কোথাও যেন একটুও লালিত্যের ভাব নেই, লোকজনের যেন এতটুকু অবসরের সময় নেই। সিঙ্গাপুর অনেকটা আমাদের বোম্বাই সহরের মত। আমাদের কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের যে, ঘনীভূত শান্তি, যে নিরবচ্ছিন্ন অবসর

আশে পাশে ফাঁকে ফাঁকে যে মেদুর ঘুম-মন্থর নির্জ্জনতা, তা সেখানে নেই।

মিষ্টার সেন, ক্যাপটেন, ক্যাপটেনের বন্ধু, সুবীর ও মাণিক শেষে চিঁড়িয়াখানায় পৌঁছিল। আগে চিড়িয়াখানার নাম ছিল, এখন যেন নিষ্প্রাণ হতশ্রী হয়ে পড়েছে। প্রথমে তাঁরা বাঁদরের ঘরে গেলেন। সেখানে হরেক রকমের বাঁদর। বোর্ণিও, সুমাত্রা ও জাভা বাঁদরের প্রধান আড্ডা, সেখান হ'তে নানা রকম বাঁদর ধরে' এনে রাখা হয়েছে—শিম্পাঞ্জি, ওরাং-উটান, উল্লুক, মোনা ও ডায়না বাঁদর, লাল বাঁদর, নীল বাঁদর, সবুজ বাঁদর, কাঁকড়া-খেকো বাঁদর, সাদা-নেকো বাঁদর, মাকড়সা বাঁদর, ড্রিল বেবুন, মার্মোসেট, হনুমান, আফ্রিকার মর্কট বাঁদর, বনেট্ বা টুপি পরা বাঁদর, ঝুঁটিদার বাঁদর, ভালুকে বাঁদর, প্রভৃতি বাঁদরদের কিচির মিচির এক লহ কৌতুকে সে স্থান মুখরিত। সে সব বাঁদর দেখে মাণিকের যেন আর আনন্দ ধরে না। তাদের খোঁচা মারতে তার হাত যেন নিস্‌পিস করছিল। কিন্তু মিষ্টার সেনের ধমকে সে আর বেশী অগ্রসর হল না।

তারপর তারা হরিণদের ঘরে গেলেন। সেখানে বড় বড় ইল্যাণ্ড হরিণ, কুডু হরিণ, নীল গাই, জেম্‌সবক্, অরিক্স, গ্যাজেল, স্প্রিংবক্, কৃষ্ণসার, চৌশিঙ্গা, গু প্রভৃতি নানা জাতি মৃগ ছিল। পূর্ণবয়স্ক ইল্যাণ্ডগুলি বড় বড় গরুর সমান, এক একটা ওজনে পনেরো কুড়ি মণ। কুডুও বেশ বড় মৃগ। নীল গাইএর গায়ের রং ঈষৎ নীলাভ। নীল গাই এক ভারতবর্ষেই দেখতে পাওয়া যায়। এদের মুখে যেন চির দুঃখের ভাব। অরিক্সও বেশ বড় গোছের মৃগ, এদের সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ শিং গজায়। গ্যাজেল হরিণের মত সুন্দর হরিণ আর নেই। সবচেয়ে সুন্দর এদের চোখগুলি।

এমন-চম্পা ভাসা ঢল-ঢল নিবিড় কালো চোখ পরমা সুন্দরী সুনয়নী স্ত্রী-লোকেরও থাকেনা। সেই পরম কমনীয় আয়ত দুই চোখের পানে একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। তার পর তারা উট্, জিরাফ, জেব্রা, গণ্ডার, হাতী দেখে শেষে বাঘ সিংহের ঘরের কাছে এলেন। মাণিক তো 'আমি সিংহ দেখবো সিংহ দেখবো' ক'রে আগে হতেই লাফালাফি করছিল। মিষ্টার সেন মাণিককে সাবধান করে দিলেন যেন সে একবারও তাদের কাছে না যায়। সিংহদের ঘরগুলো খুব বড় বড়, মোটা মোটা লোহার শিক্ দিয়ে তাদের জানালাগুলো তৈরী। শিক-গুলা খুব কাছাকাছি গাঁথা হলেও, একটা থাবা অক্লেশে বেরুতে পারে। তাই তাদের সামনে লোহার রেলিঙ দেওয়া আছে ও দেওয়ালে লেখা আছে কেউ যেন রেলিঙের ওধারে না যায়।

বাঘ সিংহ দেখে সুবীর ও মাণিকের খুব আনন্দ। সিংহগুলি যেন চোখ য ঘুমুচ্ছে ; কেউ সটান্ শুয়ে আছে, কেউবা মাথা তুলে চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছে, কেউ বা রুদ্ধ আক্রোশে কেবলি লেজ নাড়ছে। ক্যাপটেনের বন্ধু একবার এক সিংহ শিকার করেছিলেন, তারই গল্প তিনি ক্যাপটেন ও মিষ্টার সেনকে বলছিলেন। সেই রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁরা এমনই তন্ময় হ'যে গিয়েছিলেন যে ওদিকে মাণিক যে কি করছে তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র হুস্ রইল না। সুবীরও বাবার সঙ্গে গল্প শুন্ছিল।

মাণিক ছাড়া পেয়ে রেলিঙের তলা হতে গলে একেবারে সিংহের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা পূর্ণ বয়স্ক সিংহ ঘাড় উঁচু করে চোখ মিট মিট করে মাণিকের রকম সকম দেখছিল।

সেখানে মেথরদের একটা কাঠি পড়েছিল। সিংহটা চুপচাপ বসে রয়েছে, তা যেন মাণিকের ভাল লাগছিল না ; তাই সে একান্ত নিকটে গিয়ে কাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে শিকের মধ্যে ঢুকিয়ে সিংহের মুখে খোঁচা মারবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ছোট হাতের কাঠি বেশী দূর পৌঁছিল না। সিংহটা তখন খুব বিরক্ত হয়ে উঠল ও ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল। তখন মাণিক সেখান হতে রাস্তায় নেমে তিন চারটে ভাঙা ইটের খোয়া নিয়ে এসে খাঁচার মধ্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল। প্রথমে একটা ছুঁড়ল, সিংহ কিছুই বললে না। সাহস পেয়ে আরো কাছে গিয়ে মাণিক দ্বিতীয় ঢিল ছুঁড়ল, তবুও সিংহ কিছু বললে না। তখন সে একেবারে খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ঢিল ছুঁড়ল। ২১/৩২৭

একটা যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেল। সেই ভীষণ বজ্র গর্জ্জনে চারদিক যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। মিষ্টার সেন ও ক্যাপটেন চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখেন মাণিক খাঁচার তলায় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মিষ্টার সেন ছুটে গিয়ে মাণিককে তুলে দেখেন মাণিক নির্ব্বাক নিশ্চল হতবম্ব হয়ে গেছে। মুখে তার কথা নেই, চোখে তার চাঞ্চল্য নেই। যেন নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্ত্তি। ওদিকে খাঁচার মধ্যে সিংহের গর্জ্জনের আর বিরাম নেই। সিংহটা প্রথমে এত জোরে সেই খাঁচার শিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে শিকগুলো ঝন্ ঝন্ করে নড়ে উঠেছিল। উপরকার বালি সিমেণ্টও খসে পড়ল। সেই অপ্রত্যাশিত ভূমি কম্পনে মাণিক ভয়ে পড়ে গিয়েছিল, তা না হলে সিংহের থাবায় তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। সিংহের একটা থাবা সত্যই শিকের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। শিকার ব্যর্থ হওয়াতে সিংহটা ডাকের

উপর ডাক ছাড়তে লাগল। দেখা দেখি অন্যান্য খাঁচার সিংহেরাও শুরু গম্ভীর গর্জ্জন করতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল যেন একটা প্রলয় কাণ্ড চলছিল।

মাণিকের হতভম্ব ভাব কেটে যেতেই সেও গলা ছেড়ে ডাক ছাড়তে লাগল। মিষ্টার সেন তাকে তখন আর থামাতে পারেন না। 'আমাকে জাহাজে নিয়ে চল, জাহাজে নিয়ে চল' এইকথা বলে' সে কেবল চেঁচাতে লাগল। ক্যাপটেন জিগগেস করেন, মিষ্টার সেন জিগগেস করেন—"কি করিছিলি বল্।' মাণিক তাঁদের কথার উত্তর না দিয়ে কেবল সেই ক্রুদ্ধ সিংহের পানে তাকায় আর বলে 'আর তোমায় ঢিল ছুড়বো না, আর তোমায় ঢিল ছুড়বো না।' যেন সে সিংহের কাছে মাপ চাইতে প্রস্তুত।

মিষ্টার সেন তখন মাণিকের কাণ ধরে দু তিনটা থাপ্পড় দিলেন, কত বকলেন, কিন্তু মাণিকের কান্না ও ভয় যেন আর থামেনা। তখন অগত্যা আর কোন জন্তু না দেখে তারা জাহাজে ফিরলেন।

পার্ব্বতী দেবী যখন মাণিকের কীর্ত্তি শুনলেন তখন তিনি মনেমনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে মাণিককে আচ্ছা করে ঠেঙালেন। আবার বেচারীর কাণের উপর গালের উপর চড় চাপড় পড়তে লাগল। "ওরে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, তোকে পই পই বলে দিলুম কোন জন্তুর গায়ে খোঁচা দিস না, সে কথা না শুনে আজ কি কাণ্ডই না করেছিস! তুইযয় বেঁচে গেছিস এই তোর বাপ মার ভাগ্যি। এবার হ'তে আর কোথাও যেতে চাস"—এই সব কথা বলেন আর মাণিকের এ গালে ও গালে চড় মারতে থাকেন। মাণিকের কিন্তু সে সব বিশেষ লাগল না, কারণ তখনো সে সেই ভীষণ সিংহের কথা মনে ক'রে কাঁপছিল।

# পাঁচ

দুদিন বাদে জাহাজ সিঙ্গাপুর ছাড়ল। জাহাজ এখন প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। কিন্তু এখানে চারিদিকেই ছোট বড় লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী দ্বীপ। ব্যাঙ্কো ও বেলিটং দ্বীপ পার হয়ে এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজ শেষে জাভাদ্বীপের প্রধান বন্দর বাটাভিয়া সহরে পৌঁছিল। সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপ অপেক্ষা জাভাদ্বীপ ঢের বেশী উন্নত। এমন উর্ব্বর মাটী খুব অল্প দেশেই আছে। জাভাদ্বীপ যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের নিকেতন। চারিদিকেই সতেজ গাছ পালা, নিবিড় বন, অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী। উপরে নিলীম নির্মেঘ আকাশ, নীচে পাহাড়ের উপর নিবিড় সবুজের পোচ। পাহাড়ের উপর কি ঘন-নিবদ্ধ গাছপালা, সকলেই যেন প্রাণ ও রস-প্রাচুর্য্যে আরো বেশী আলো, আরো বেশী বাতাস

[illegible] পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি হুরোহুরি করে আকাশের পানে সোজা ঋজু হয়ে রয়েছে। এখানকার জঙ্গলে প্রচুর ফলের গাছ—কলা গাছের তো শেষ নেই, সেই সব সুপক্ক সুমিষ্ট কলা মানুষে ও বাঁদরে খেয়ে শেষ করতে পারে না। গাছের কলা গাছেই শুকোয়। তার উপর চারদিকেই এত নারিকেল গাছ, এত আকগাছ, এত আতা গাছ, এত কাঁঠাল গাছ, এত পেয়ারা গাছ, এত গোলাপজামের গাছ, এত টক্ কমলালেবুর গাছ যে দেখলে তাক লেগে যায়। তা ছাড়া তামাক গাছ, রবার গাছ, কফি গাছ, সিনকোনা গাছ, জাভাদ্বীপকে মহাঐশ্বর্য্যশালী করে রেখেছে। অরণ্যসঙ্কুল জঙ্গলে বাঘ, নেকড়ে, গণ্ডার, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বন্যজন্তু বাস করে। এখানকার চাষীরা অল্পেই সন্তুষ্ট। সকলেরই ঘরের পাশে ধান ক্ষেত, ভুট্টা ক্ষেত, যব ক্ষেত, আক্ ক্ষেত। তার উপর রবারের আঠা থেকে সীট তৈরী করে ও মুরগীর চাষ করে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই এরা দিন কাটায়। জাভা রমণীদের এলো খোঁপা একটা দেখবার জিনিষ। তাদের দৈহিক সৌন্দর্য্য যেন এই এলো খোঁপাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়। পুরুষদেরও খুব ভূতের ভয়, নানা রকম দৈত্য পরী ও ভূতের গল্প এদের মধ্যে সুপ্রচলিত।

এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজ বাটাভিয়া বন্দরে দুদিন দাঁড়ালো। বাক্স বাক্স চিনি, চাল, তামাক ও কুইনাইন জাহাজে উঠতে লাগল। সেখান হ'তে জাহাজ সুরবায়া সহরে গেল। সুরবায়া জাভার দ্বিতীয় বন্দর। সুরবায়া বন্দরই এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজের শেষ আশ্রয়স্থান। এখান হ'তে জাহাজ সোজা অষ্ট্রেলিয়ায় যাবে। অবশ্য সিডনে পৌঁছিবার আগে জাহাজ টাউন্‌সভিল ও ব্রিস্‌বেন সহরে দাঁড়াবে।

জাহাজ যেদিন জাভাদ্বীপ ছাড়ল সেদিন প্রকৃতির খুব রুদ্রমূর্ত্তি। আকাশে নিবিড় কালো মেঘ, বাতাসে বেশ চাঞ্চল্যের ভাব, সমুদ্রজলেও যেন প্রখর ক্ষিপ্রতা ও দুর্দ্ধর্ষতার চিহ্ন। জাহাজ যখন জাভাদ্বীপ ছাড়ল তখন বিকালের আমেজ বেশ ঘনিয়ে এসেছে। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। উপরে ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ আকাশ, নীচে ভয়ঙ্কর সমুদ্র। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠে সকলের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করছিল। রাত্রি আটটা না বাজতেই সমুদ্র উদ্দাম উত্তাল হয়ে উঠল; বড় বড় ঢেউ এসে জাহাজের চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল; তার উপর ঝড়ের এমন ভীষণ বেগ যে সোজা হয়ে চলে কার সাধ্য। দেখতে দেখতে তুমুল ধারায় বৃষ্টি নেমে এসে সকলকে যেন অন্ধ করে দিতে লাগল। প্রকৃতির এমনি রুদ্রলীলার মধ্যে সমস্ত রাত ধরে জাহাজ চলতে লাগল। জাভার পর কাছে পিঠে আর ভালো বন্দরও নেই। আছে এক সেলিবস্ দ্বীপের ম্যাকাসার বন্দর, কিন্তু সেও এখন বহু দূরে।

দেখতে দেখতে সেই ভয়ঙ্কর রজনী শেষ হয়ে ভোর হল। কি আশ্চর্য্য, ভোরের সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রকৃতির মূর্ত্তি ফিরে গেল। অন্ধকারের সঙ্গে ঝড়, জল, বৃষ্টিও যেন পালালো। চারদিকেই যেন শান্ত শিষ্ট ভাব। কোথাও যেন একফোঁটা বাতাস নেই, এমনি নিস্তব্ধ নিষ্কম্প প্রকৃতির ছায়া। প্রকৃতির সেই শান্ত শিষ্ট ভাব কিন্তু মনের মধ্যে আনন্দ না এনে যেন ভয়েরই সঞ্চার করে। আকাশে বাতাসে জলে যেন কি এক থম্‌থমে ভাব। যেন কি এক মহাবিপদের অদূর সম্ভাবনায় চারদিক ভয়ে সন্দেহে অনড় অচল হয়ে উঠেছে। তাই যেন প্রকৃতির এই বিষণ্ণ প্রশান্তি, তাই

যেন আকাশ, বাতাস ও জল এত অসম্ভব নির্ব্বাত নিষ্কম্প নিশ্চল। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, শুধু জাহাজের ইঞ্জিনের অসহায় একঘেয়ে আর্ত্তস্বর ও জলে প্রপেলারের শব্দ। প্রপেলারের আঘাত খেয়ে সমুদ্রজল যেন আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠছে। সমস্ত দিন সূর্য্য আর দেখা দিল না; দিনের সেই আধ-অন্ধকার রাত্রের নিবিড় অন্ধকারের চেয়েও যেন বেশী ভীতিপ্রদ।

প্রকৃতির এই মেঘলা থম্‌থমে ভাব সমানে তিন দিন তিন রাত্রি গেল। তৃতীয় দিনে ব্যারোমিটার এত বেশী নেমে গেল যে ক্যাপটেনের মনে খুব ভয়ের সঞ্চার হ'ল। একটা যে ভয়ঙ্কর ঝড় শীঘ্র উঠবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। জাহাজ তখন সেলিবিস দ্বীপ পার হয়ে নিউ গিনির দিকে চলেছে। তৃতীয় দিনের মধ্য রাত্রে আকাশে যেন পৃথিবীর সমস্ত মেঘ এসে জম্‌তে লাগল। সে নিবিড় ঘন মেঘপুঞ্জের ভার যেন জাহাজের মাস্তুল পর্য্যন্ত নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পশ্চিম দিক হতে একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ো বাতাস হাহাকার রবে বইতে লাগল।

ক্যাপটেনের নিকট তখন দাঁড়িয়েছিল মরিসন সাহেব ও শোভান। ক্যাপটেন মরিসন্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মিঃ মরিসন, তোমা' কি মনে হয় ঝড়টা জোর আস্‌বে না থেমে যাবে?"

মরিসন বল্‌লে—"আমার তো মনে হয় এ ঝড় বেশীক্ষণ থাকবে না।"

ক্যাপটেন তখন শোভানকে জিগগেস করলেন—"শোভান, তোমার কি মনে হয়?"

শোভান বল্‌লে—"আমার তো মনে হয় এ ঝড় শীঘ্র থামবে না।

হয়তো চার পাঁচ দিন ধরে ঝড় চলবে। সমুদ্রে এ রকম শত শত ঝড় দেখে আমার চুল পাকালুম। তার উপর প্রশান্ত মহাসাগরের এ জায়গাটা বড় ভয়ঙ্কর। সামনেই দুন্তর দুর্দ্দমনীয় টরেস্ ষ্ট্রেট্। এ তিন দিন প্রকৃতির শান্ত শিষ্ট মূর্ত্তি দেখেই বুঝেছিলাম শীঘ্রই একটা প্রবল হরিকেন বা সাইক্লোন হবে।”

শোভানের কথা শুনে ক্যাপটেন গম্ভীর হয়ে উঠলেন, বল্লেন—“তোমার কথাই ঠিক শোভান। আমারও বেশ সুবিধে বলে মনে হচ্ছে না। যাই হোক্ আমাদের এখন হতেই প্রস্তুত হতে হবে।”

শোভান বললে—“আমার ভাবনা হচ্ছে শুধু ঐ ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারের জন্য। ভদ্রলোকের রুগ্ন স্ত্রী তার উপর অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা।”

ভোর হতে তখন আর দেরী নাই। দেখতে দেখতে ঝড়ের বেগের দীপ্তি ও প্রাখর্য্য বেড়ে উঠল ; সমুদ্রের উপর বড় বড় ঢেউ উঠে পরস্পরের উপর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল। প্রশান্ত মহাসাগর আজ আর শান্ত শিষ্ট নয়, নিতান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। তার নির্ব্বিকার জড় দেহের উপর আজ প্রাণোন্মাদনার দীপ্তি দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের সেই উদ্দাম উত্তাল উন্মত্ত উচ্ছ্রিত প্রাণময়তার বিদ্দ্যুদাহ ভাষায় সঞ্চারিত করি এমন ক্ষমতা আমার নাই। চারিদিকেই যেন ধ্বংশের আভাস, মৃত্যুর ইঙ্গিত, মহাপ্রলয়ের সূচনা।

নাবিকেরা জাহাজের ডেকের উপর ছুটাছুটি করতে লাগল। জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে পুব দিকে উড়ে চলতে লাগল। জাহাজের গতি যেন কিছুতেই কমান যাচ্ছে না। সমুদ্রের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ নিষ্ঠুর

দৈত্যের মত জাহাজের ডেকের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। এক একটা ঢেউ ডেকের উপর এসে ভেঙে পড়ে, আর জাহাজের সমস্ত অঙ্গ যেন সেই জলের ফোয়ারায় ডুবে যায়। জাহাজ আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ভেসে ওঠে, পর মুহূর্তেই আবার একটা ঢেউ আসে, জাহাজের অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যখনি একটা ঢেউ আসে নাবিকেরা অমনি জাহাজের যা হোক একটা শক্ত জিনিষ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এক হতভাগ্য নাবিক অসাবধান বশতঃ কিছু ধরতে পারেনি, সে বেচারী এক প্রবল ঢেউ এর ঝাপটে সমুদ্রের ভিতর তলিয়ে যায়। কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না।

বেলা তখন দুপুর, কিন্তু এমন ভীষণ জমাট অন্ধকার যে দশ হাত তফাতের জিনিষও সুস্পষ্ট দেখা যায় না। এমন সময় হঠাৎ এক অত্যুজ্জ্বল আলোকে চারদিক যেন ঝলসে উঠল। সে উদ্দীপ্ত আলো এত তীব্র এত তীক্ষ্ণ এত কঠিন এত রূঢ় যে খানিকক্ষণের জন্য সকলে যেন অন্ধ হয়ে গেল। সকলে সামলে নিতে না নিতে এক ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতে চারিদিক কেঁপে উঠল, মনে হল যেন সমস্ত আকাশ এক নিমিষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল। জাহাজখানার সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত স্নায়ু, শিরা উপশিরা যেন ঝিন্ ঝিনিয়ে উঠল।

নাবিকেরা চেয়ে দেখে জাহাজের প্রধান মাস্তুলের উপরেই বজ্রাঘাত হয়েছে। মাস্তুলের উপরের আধখানা বিদীর্ণ হয়ে ডেকের উপরে পড়েছে আর নীচে বাকীটুকু দাউদাউ করে জ্বলছে। সমস্ত ডেক জুড়ে সেই অতিকায় মাস্তুলখানা পড়ে রয়েছে—যেন অমিতবলী আরণ্য পশু আহত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। মাস্তুল

ভাঙ্গার দরুণ জাহাজ খানিকক্ষণ বানচাল হ'য়ে মাতালের মত টলতে টলতে স্রোতের মুখে কাত হয়ে চল্‌তে লাগল। মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল তাই রক্ষে, তা না হ'লে সমস্ত জাহাজে আগুন লেগে যেত।

ক্যাপটেন, রবিসন ও শোভান প্রাণ পণে চেষ্টা করতে লাগল যাতে জাহাজ ঠিক ভাবে চলে, কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। জাহাজ নিতান্ত অসহায়ের মত টল মল করতে লাগল, যেন এক দুর্দ্ধর্ষ মহাবলশালী জন্তু মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ঘুরপাক্ করছে। ভাঙ্গা মাস্তুলটার দরুণ জাহাজখানা কাত হয়ে চল্‌ছে বলে সকলে মিলে মাস্তুল সরাতে গিয়ে দেখে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হয়েছে। চারজন নাবিক বজ্রাঘাতেই হোক বা মাস্তুল পড়ার দরুণই হোক মাস্তুলের তলায় পিশে মরে রয়েছে। প্রকৃতির সেই রুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে এই বিভৎস দৃশ্য দেখে সকলে খানিকক্ষণের জন্য নিশ্চল বিমুঢ় হয়ে রইল।

## ছয়

নাবিকদের মত এমন অসীম ধৈর্য্যশীল কষ্টসহিষ্ণু আর কেউ নেই। সেই মহাবিপদের মাঝে পড়েও তারা হকচকিয়ে গেল না। এ যেন তাদের নিঃসন্দেহ অবধারিত প্রাপ্য। জাহাজের সেই অঙ্কভগ্ন নিমজ্জিতপ্রায় অবস্থা, সমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গ, ঝড়ের সেই রুদ্র মূর্ত্তি, আকাশে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের প্রলয়কাণ্ডের অভিনয় চল্‌ছে, তাদের পাঁচ পাঁচ জন সঙ্গী এমন অসহায় ভাবে মারা পড়ল—তবুও তারা শেষ পর্য্যন্ত দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে জাহাজকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

দেখতে দেখতে রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক বিলুপ্ত হয়ে গেল। সমুদ্রের জল দেখা যায় না, কিন্তু কাণে আস্‌ছে তার ভৈরব হুঙ্কার।

ক্যাপটেন ও শোভান জাহাজের কাজ করেন, আর মাঝে মাঝে নীচে গিয়ে সেন-পরিবারদের দেখে আসেন। পার্ব্বতী দেবী ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন, ভয়ে দুর্ভাবনায় তাঁর অসুখও বেড়ে গেছে। মিষ্টার সেন নিষ্প্রভ বিহ্বলের মত স্ত্রীর পাশে বসে আছেন ও মনে মনে ভগবানকে ডাক্‌ছেন। সুবীর, মাণিক, লীনা ম্লান নিষন্নের মত চুপ চাপ বসে রয়েছে। খোকা পাহাড়ীর কোলে একবার ঘুমুচ্ছে আবার জেগে কেঁদে উঠছে।

ঢেউএর আঘাতে জাহাজের বিনাক্‌ল বা দিক্‌দর্শনযন্ত্র ভেসে গেছে, তাই জাহাজ যে কোথায় চলেছে, কতদূর এসেছে, তা কিছুই স্থির করা যাচ্ছে না। পাহাড়-সমান ঢেউ খেয়ে খেয়ে জাহাজের পার্শ্বদেশ গুলি নিতান্ত জখম হয়ে পড়েছে, আর বেশীক্ষণ যে তাদের যোঝবার ক্ষমতা নেই তা বেশ বুঝতে পারা গেল। ঝড় জল আসবার আগেই বুঝি বা জাহাজ জলমগ্ন হয়।

ক্যাপটেন রথউডের মুখ ভয়ে কালো হয়ে উঠল। নিজের জন্য নয়, অনেকের প্রাণ তাঁর উপর নির্ভর করছে, তা ছাড়া এমন সুন্দর মূল্যবান জাহাজখানি তাঁর হাতেই নষ্ট হ'বে। আবার সমুদ্রের সেই জায়গা নানা চোরা প্রবালদ্বীপে আকীর্ণ। তাদের উপর গিয়ে পড়লে জাহাজের তলদেশ তখনি বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে। শোভান ক্যাপটেনের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে আপ্রাণ সাহায্য করছে ও নানা কথায় ক্যাপটেনকে সাহস দিচ্ছে।

ক্যাপটেন চেঁচিয়ে উঠলেন—"শোভান, রবিসন, নাবিকগণ, সকলে সাবধান, সামনে একটা ভয়ঙ্কর ঢেউ আস্‌ছে।"

সকলেই জাহাজের রেলিং, দড়ি, শিক্‌লি চেপে দাঁড়িয়ে রইল, আর

পরমুহূর্ত্তেই এক পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ এসে জাহাজের উপর ঝাপিয়ে পড়ে সকলকেই ডেক্ হতে শূন্যে ছিটকে তুলে ঘোর গর্জ্জনে ভেঙে পড়ল। নাবিকেরা প্রাণপণে হাত দিয়ে চেপে রইল, ঢেউ চলে যেতে তবে আবার তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল।

সমস্ত রাত ঝড়ের বেগে জাহাজ চল্‌তে লাগল। কোথায় যে তারা চলেছে তার ঠিক নেই, তবে ক্যাপটেনের মনে হ'ল তারা টরেস্ প্রণালী পার হয়ে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের উপর দিয়ে চলেছে। এখানকার সমুদ্র বড় ভয়ঙ্কর। চারিদিকেই লক্ষ লক্ষ ছোট প্রবালদ্বীপ। সমুদ্রজল এখানে যেন টগবগ করে ফুটছে। দেখতে দেখতে আবার ভোর হল। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড়ের বেগ কমে গেল, আকাশও বেশ পরিষ্কার হতে লাগল, কিন্তু সূর্য্য দেখা দিল না।

তখন মিষ্টার সেন ও সুবীর জাহাজের ডেকের উপরে এসে যা দেখল তাতে তারা অবাক হয়ে গেল। জাহাজের মাস্তুল নেই, তা ছাড়া নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙে ভেসে গেছে। চারিদিকেই এক ছন্নছাড়া হতশ্রী ভাব। মাস্তুলের অভাবে নাবিকেরা জুরি বা ছোট মাস্তুল লাগাবার চেষ্টা করছে। তা'রা এইসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে এমন সময় শোভান তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

মিষ্টার সেন শোভানকে জিগ্‌গেস করলেন—"শোভান, জাহাজের একি অবস্থা হয়েছে, এ আর কতক্ষণ সমুদ্রে টেক্‌বে?"

শোভান একটু প্রশান্ত হাসি হেসে বললে—"মিষ্টার সেন, আমরা এখন সম্পূর্ণ ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করছি। আপনি শুনলে চমকে উঠবেন, আমাদের পাঁচজন ঝড়জলে মারা পড়েছে।"

শোভানের কথা শুনে মিষ্টার সেন ও সুধীরের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তা দেখে শোভান সুধীরকে বললে—"সুধীর বাবু, তুমি যেন এ কথা তোমার মাকে বোল না, তাঁর দুর্ব্বল শরীর, দুর্ব্বল মন, এ দুর্ঘটনার কথা শুনলে তাঁর অসুখ বেড়ে যেতে পারে।"

মিষ্টার সেন বললেন—"শোভান, তুমি ঠিক বলেছ, সুধীর এসব কথা তোমার মাকে বোলো না।"

সুধীর সেয়ানা ছেলে। ভয়ে তার মনের ভিতরটা মুষড়াইয়া গেলেও বাইরে সে সাহসের ভাব দেখিয়ে বললে—"না বাবা, মাকে এসব কথা বলবো না, কিন্তু কেমন করে আমরা সিডনে সহরে পৌঁছুব তা বুঝতে পারছি না।"

সুধীরের কথা শুনে শোভান বললে—"সুধীরবাবু, আমি পঞ্চাশ বৎসর সমুদ্রে কাটিয়েছি, ভগবান যে কখন কেমন করে রক্ষা করেন তা বলতে পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছা হলেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে সিডনে সহরে পৌঁছিতে পারবো। ভগবানকে ডাকো যাতে তিনি আমাদের সকলকে রক্ষা করেন।"

কিছুক্ষণ পরে তারা নীচে কেবিনে নেবে গেল। দেখে সেখানেও এক ছোট খাট প্রলয় চলছে। জাহাজের খানসামা তা'দের জন্য একটা বড় কালাই গামলা করে' খুব গরম মটর শুঁটির ঝোল এনে.পাহাড়ীর হাতে দেয়। মাণিক ও নীনা বিছানায় বসেছিল, মাণিকের এত জোড় খিদে পেয়েছিল যে সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ীর হাত হ'তে খানিকটা ঝোল নিতে গিয়ে চলকে নীনা ও খোকার গায়ে ফেলে দেয়। নীনা আস্তে আস্তে কাঁদছে, কিন্তু খোকা ভীষণ চীৎকার করছে। পাহাড়ী

তাড়াতাড়ি খোকাকে তুলতে গিয়ে পা হড়কে বাঘার উপর পড়ে যায়। বাঘা, জ্যাক্ ও মলি—তিনটা কুকুরই সেন পরিবারের খুব পোষা হ'য়ে পড়েছে। বাঘা আঘাত পেয়ে পাহাড়ীর পায়ে সামান্য কাম্‌ড়ে দেয়। মিষ্টার সেন ও সুবীর তাদের সেই প্রলয়কাণ্ড হতে রক্ষা কর্‌লে। লীনা ও খোকার গা বেশী পোড়েনি; পাহাড়ীর পায় টিন্‌চার্ আয়োডিন্ লাগানো হ'ল।

পার্ব্বতীদেবী বিছানার উপর বসে' বসে' ছেলেদের কাণ্ড দেখে রাগে দুঃখে অনন্যোপায় হয়ে উঠেছেন। তাদের সকলকে ঠাণ্ডা করে' মিষ্টার সেন আবার উপরে ডেকে গেলেন। আর এক ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত। ঝড়ের বেগ ও সমুদ্রের ঢেউ অনেক কমে গেলেও বেশ সমান ভাবেই চলেছে, তার উপর জাহাজের তলদেশ ছেঁদা হয়ে গেছে। সেই জন্য জাহাজে খুব জল উঠ্‌ছে ও চারজন নাবিক আর সমস্ত কাজ ফেলে পাম্প করে জাহাজের সেই জল তুল্‌ছে।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঝড়ের বেগ বেড়ে গেল; সমুদ্রজলও যেন সুযোগ বুঝে দুর্দ্দমনীয় আনন্দোল্লাসে তা-থৈ তা-থৈ করে' নাচ্‌তে লাগল। পরদিন সকাল বেলায় আর এক বিপদ উপস্থিত। ঝড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন্ রথউড কাজ করছেন, এমন সময় একটা ছোট জুরিমাস্তুল ভেঙে তাঁর মাথার উপর পড়ে। তাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে ডেকের উপর পড়েন। এখন নাবিকদের কে সাম্‌লায়? ক্যাপটেনের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন ক্যাপটেনের অবর্ত্তমানে মরিসন সাহেব তাদের চালালেও ঠিক মত সাম্‌লাতে পারবে না। তা'র উপর সকলেরই রাগ, সে জন্য কেও তা'র

ন্যায্য হুকুম মান্‌তে রাজী হ'ল না। ফলে জাহাজের গতি আরো খারাপ হ'লো। জাহাজকে বাঁচাবার জন্য একদল বলে সবাই পাম্প করে জল তোলা যাক্, একজন বলে আর একটা বড় মাস্তুল লাগানো যাক্—এই রকম সবাই নিজ নিজ ইচ্ছা মত কাজ করতে লাগল। অবস্থা তা'দের খুবই সঙ্কটাপন্ন তখন।

মরিসন সাহেব যখন দেখল কেউ তা'র হুকুম মানছে না তখন সে একটা নাবিকের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুসি মারে। আর কোথায় যায়, সমস্ত নাবিক একেবারে খেপে উঠল। সকলেই চেঁচিয়ে উঠল—"মরিসন সাবধান, ফের যদি কারো গায়ে হাত দেবে তো তোমাকে আর রক্ষা রাখবো না; জানো জাহাজের সমস্ত বন্দুক রিভলবার এখন আমাদের হাতে।"

মরিসন তখন শোভানের সাহায্য চাইল, কারণ শোভান সেকেণ্ড মেট্, কিন্তু নাবিকেরা বল্‌লে—"শোভানও এখন আমাদের দিকে।"

শোভান্ বল্‌লে—"এরকম ঝগড়া করে কি লাভ। এখন ক্যাপ্টেনের অবর্ত্তমানে মরিসনের কথা মেনে চলাই এখন আমাদের দরকার।"

নাবিকেরা চুপ করে রইল, কিন্তু সে অবস্থায় মরিসনের আর হুকুম জারি কর্‌বার সাহস হোলো না। ওদিকে অনেকক্ষণ জল পাম্প করা হয়নি, জাহাজ অনেকখানি জলে ডুবেছে। সম্পূর্ণ ডুবতে আর বেশী দেরী নাই। তখন মরিসনকে ফেলে নাবিকেরা তাদেরই একজনকে ক্যাপ্টেন করে' দাঁড় করাল।

সে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—"ভাইসব, এ জাহাজ আর বাঁচানো যাবে না। এখন যদি বাঁচতে চাও তো আমার কথা শোন। জাহাজে দু'খানা নৌকা আছে, তার মধ্যে একটা ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে, আর একটা বেশ ভালো আছে। আমরা নাবিকেরা হচ্ছি দশজন, মরিসন ও শোভান,—এই বারোজন লোক নৌকায় খুব ধর্‌বে। চলো, আর দেরী করা নয়, নৌকা সমুদ্রে নামাই চলো।"

মরিসনও সেই কথায় সায় দিল।

শোভান সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বল্‌লে—"আর জাহাজে যে ক'জন যাত্রী রয়েছে, তা'দের কি হবে?"

দলপতি বল্‌লে—"তাদের জন্য দুঃখিত, কিন্তু নৌকায় আর বেশী লোক ধর্‌বে না।"

নিষ্ঠুর মরিসন বল্‌লে—"ঠিক, নিজের প্রাণ আগে বাঁচাতে হবে, তবে অপরের কথা, Charity begins at home."

একজন নাবিক চেঁচিয়ে উঠল—"ক্যাপটেন—ক্যাপটেন রথউডের কি হবে?"

মরিসন্ বল্‌লে—"ক্যাপটেন মারা গেছে, তাকে নিয়ে কি লাভ?"
সকলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ক্যাপটেন মরে নি, তাকে নেওয়া দরকার।"

একজন ছুটে ক্যাপটেনকে দেখতে গেল, সে ফিরে এসে বল্‌লে—"ক্যাপটেনের নিশ্বাস পড়ছে কিন্তু এখনো অজ্ঞান হয়ে আছেন।"

তখন তা'রা সকলে খুব ব্যস্ত হয়ে নৌকা ঠিক কর্‌তে লাগল। কেউ দাঁড় ও হাল আনতে লাগল, কেউ বা বিস্কুটের কৌটা, নোনা মাংস,

দু' এক পিপে খা'বার জল, দু' এক পিপে মদ নৌকায় তুলতে লাগল। মরিসন কম্পাস, কিছু বন্দুক, পাউড়ার নৌকায় নিল। বেশী বন্দুক নেবার উপায় নেই, নৌকা ভারী হয়ে উঠছে। সমস্ত নাবিক এইসব নিয়ে ব্যস্ত; শোভান্ কিন্তু তাদের সঙ্গে নেই। সে তখন ক্যাপটেনের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছিল।

## সাত

জাহাজ থেকে যখন নৌকা নামাবার আয়োজন হচ্ছে তখন মিষ্টার সেন্ কেবিন হতে ডেকের উপর এলেন। তিনি সমস্ত দেখলেন, দেখে যেখানে বসে' শোভান ক্যাপটেনের শুশ্রূষা কর্‌ছিল সেইখানে গিয়ে তিনি শোভানকে জিগ্‌গেস কর্‌লেন—"ব্যাপার কি শোভান? ওরা কি জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে? ক্যাপটেনের কি হয়েছে? ওরা কি ক্যাপটেন্‌কে খুন করেছে?"

শোভান বল্‌লে——"না, ওরা খুন করেনি বটে, তবে তিনি ভীষণ আহত হয়েছেন। ওই মাস্তুলটা পড়ায় মাথায় ভীষণ চোট লাগে, তাইতে ক্যাপটেন্ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আর জাহাজ ছেড়ে যে নৌকায় যাওয়া হ'বে সে কথা একরকম ঠিক হয়েছে।"

মিষ্টার সেন অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্‌গেস কর্‌লেন,—"কিন্তু আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রীর কি হবে? তিনি তো এখন জাহাজ ছেড়ে নৌকায় উঠতে পার্‌বেন না।"

শোভান নিতান্ত গম্ভীর একান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে—"কিন্তু ওরা তো আপনাকে বা আপনার স্ত্রীকে বা ছেলেদের সঙ্গে নেবে না, মিষ্টার সেন।"

এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে মিষ্টার সেন মরিয়ার মতো হয়ে বল্‌লে—"সে কি বল্‌ছো শোভান! এ রকম নিষ্ঠুরের মতো আমাদের জাহাজে ফেলে ওরা পালাবে? এমন বর্ব্বর মানুষ হ'তে পারে?"

স্থির অবিচল কণ্ঠে শোভান বললে—"ওরা যে নিতান্ত বর্ব্বরের কাজ করছে তা আপনি বলতে পারেন না। জগতের নিয়মই এই। সকলেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত। আত্মানং সততং রক্ষেৎ। নিজের প্রাণের মত মিষ্টি জিনিষ আর নেই। এ রকম নিষ্ঠুরের কাজ দেখে দেখে আমি শক্ত হয়ে গেছি।"

মিষ্টার সেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন—"আমার স্ত্রী! আমার ছেলে মেয়ে! এরা কি সব জাহাজে ডুবে মরবে না কি? আচ্ছা, আমি একবার ওদের নিজেই বলে দেখি। মরিসন সাহেবকে বললে কি আর তাঁর দয়া হবে না?"

শোভান একটু তেতো হাসি হেসে বল্‌লে,—"মরিসনকে আপনি চেনেন না মিষ্টার সেন। ওর মত নিষ্ঠুর লোক বোধ করি আর দ্বিতীয় নেই। আপনি গিয়ে বল্‌তে পারেন, কিন্তু কোন ফল হবে না।"

মিষ্টার সেন তখন নিতান্ত অনুনয়-স্তিমিত অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—

"তবে কি হবে, শোভান ?"

শোভান বল্‌লে—"একমাত্র ভগবান্‌কে বিশ্বাস ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"আমাদের কেন বলছ শোভান ? তোমাকেও কি ওরা নিয়ে যাবে না ?"

শোভান বল্‌লে—"নিয়ে যাবে না এ কথা বল্‌তে পারি না, তবে আমি ওদের সঙ্গে যাব না।"

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মিষ্টার সেন যেন একটু আলোর দেখা পেলেন, বল্‌লেন—"তুমি জাহাজে থাক্‌বে শোভান্ ? কেন, আমাদের সঙ্গে মরে' তোমার কি লাভ ?"

শোভান বললে—"লাভ লোকসান জানি না, মিষ্টার সেন। আমি বুড়া মানুষ, জীবনের আমার কোন মূল্য নেই, আজ আছি কাল নেই। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে শুধু আপনার বাচ্ছা গুলোর জন্ত। কেন জানি না, সুবীর ছেলেটাকে আমার বড় ভাল লেগেছে। সে যে এমন অকালে ও এমন বেঘোরে মারা যাবে, আর আমি নৌকায় গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা কর্‌বো তা আমি চাই না। আমি সঙ্গে থাক্‌লে আপনাদের হয়তো কোন উপকার হ'তে পারে। ঐ যে ওরা সব এদিকে আস্‌ছে। এইবার ওরা ক্যাপটেনকে নৌকায় নিয়ে যাবে।"

নাবিকেরা সেখানে এসে ক্যাপটেনের অসাড় অনড় দেহ ধরাধরি করে' তুলে নিয়ে চল্‌ল। যেতে যেতে তারা শোভানকে ডাক্‌লে— "শোভান, চলে এস, আর দেরী কোরো না।"

শোভান হেসে তাদের বললে—"তোমরা যাও ভাই, আমি আর যাব

না, এই জাহাজেই থাক্‌বো। মিষ্টার মরিসন, একটা অনুরোধ শুধু আমার রাখতে হবে—যদি আপনারা বাঁচেন, তা হ'লে আমাদের কথা ভুল্‌বেন না। আমরা যে এ কজন প্রাণী জাহাজে পড়ে রইলুম তার খোঁজ লবার ব্যবস্থা কর্‌বেন।"

মরিসন তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল—"কি পাগলের মত বক্‌ছ, শোভান, চলে এস চট্‌ করে।"

শোভান বল্‌লে—"না, মিষ্টার মরিসন, এই অসহায় যাত্রী গুলিকে ফেলে আমি যেতে পার্‌বো না। যদি পারেন তো কল্‌কাতায় মিষ্টার সেনের খোঁজ নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বড় সাহেবদের কাছে আমাদের কথা বল্‌বেন।"

মরিসন বল্‌লে"—"তা বল্‌বো'খন, কিন্তু তুমি চলে এস না"—এই বলে মরিসন সাহেব শোভানের কানে কানে কি বল্‌লে।

শোভান কিন্তু দৃঢ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—"না, তা হয় না, মরিসন, ভগবান্‌ আপনাদের রক্ষা করুন।"

আর বেশী কথা কাটাকাটি না করে নাবিকেরা নৌকা জাহাজ হ'তে ছেড়ে দিল।

## আট

যতক্ষণ নৌকা দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ শোভান বুকের উপর দুই হাত ভেঁজে রেখে ঠায় নৌকার পানে চেয়ে দেখতেছিল। শোভানের পাশে মিষ্টার সেনও চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখ চোখ তখন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার, দৃষ্টি তাঁর সম্পূর্ণ নিরুত্তেজ নিরুত্তাপ। নৌকা যতই অগ্রসর হচ্ছিল ততই তাঁর বুক হ'তে আশার শেষ রশ্মি তিরোহিত হ'তে লাগল। জাহাজের তীব্র নিঃসঙ্গতা তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ছেয়ে ফেল্‌লে। জাহাজে তখন শুধু মিষ্টার সেন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা, পাহাড়ী, শোভান, তিন্‌টে কুকুর—তাদের নাম আগেই বলেছি—বাঘা, জ্যাক ও মলি, একটা মরমর গরু, কতকগুলো শুয়র, মুরগী, ও ছাগল।

প্রথমে শোভান কথা কইল—"মিষ্টার সেন, আপনি অত হতাশ হচ্ছেন

কেন? কে কখন বাঁচে, কে কখন মরে তার ঠিক নেই। ওরা নৌকা করে' পালালো, ওরা ভাবছে ওরা বাঁচবে, আর আমরা জাহাজ ডুবি হয়ে মর্‌বো, কিন্তু ঠিক তার উল্‌টো হতেও পারে তো।"

মিষ্টার সেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—"তা হতে পারে, শোভান, কিন্তু এই মহাসমুদ্রের মাঝে, এই ডুবুডুবু জাহাজে আমাদের আর কি আশা থাক্‌তে পারে?"

শোভান বল্‌লে—"ভগবানকে ডাকুন, যা'তে তিনি আপনার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদিগকে রক্ষা করেন।"

মিষ্টার সেন বললেন—"আমি ভাবছি আমার পীড়িতা স্ত্রীর নিকট কেমন করে' এই মহাবিপদের কথা বল্‌বো। তিনি যখন শুনবেন যে একলা আমাদের জাহাজে ফেলে ওরা চলে গেছে তখন হয়তো তিনি সেই দুঃসংবাদ সহ্য কর্‌তে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

শোভান বল্‌লে—"মিষ্টার সেন, আপনার স্ত্রীকে এ কথা এখন নাই বা বল-লেন, আর আপনি যতখানি নিরাশ হয়েছেন, আমি তত হইনি। জাহাজে এখন অর্দ্ধেক জল উঠেছে, কিন্তু আমার মনে হয় আর বেশী জল উঠবে না, কারণ জাহাজের তলায় গর্ত্ত হয়নি, হয়েছে কি জানেন? ঢেউএর ঝাপটে জাহাজের পাশের এক জায়গায় কাঠ আল্‌গা হয়ে পড়েছিল, সেই ফাটল হ'তেই জল আস্‌ছিল, আমি কিছু আগে তা জান্‌তে পেরে হাতুরি দিয়ে সেই কাঠখানাকে ঠিক বসিয়ে দিয়েছি। তারপর এই দু' ঘণ্টায় আর বেশী জল ওঠেনি। আর ওদিকে দেখুন, ঝড়ের বেগ একেবারে থেমে গেছে, সমুদ্রও অনেকটা শান্ত হয়েছে। আমার তো মনে হয় ঝড় জল যা হ'বার তা শেষ হয়েছে, শীঘ্রই সূর্য্য দেখা দেবে।

এখন শুধু ভগবানের দয়া হলেই হয়। কাছে পিঠে যদি কোন ছোট দ্বীপে আমবা এখন উঠতে পাবি তা হ'লে এখন আমবা বেঁচে গেলুম। প্রশান্ত মহাসাগরেব এ জায়গায় এমন ছোট দ্বীপেব অভাব নেই জান্‌বেন। এখন আপনি নীচে গিয়ে আপনাব স্ত্রীকে গিয়ে বলুন জল ঝড একেবারে থেমে গেছে এবং শীঘ্রই আমবা কোন নিরাপদ স্থানে পৌছুব। সবাই যে জাহাজ ছেডে চলে গেছে এ কথা এখন তাঁকে বল্‌বেন না। আব সুবীরকে একবাব উপরে পাঠিয়ে দেবেন, কাবণ তা'কে আমরা আমাদেব পবামর্শের জন্য নিতে পাবি ও অনেক সাহায্যও সে আমাদেব কব্‌তে পাবে।"

মিষ্টার সেন কৃতজ্ঞনয়নে শোভানেব হাত নিজের হাতে একবাব চেপে নীচে কেবিনে নেমে গেলেন। জাহাজ তখন অতি ধীরে ধীবে স্রোতেব টানে চল্‌ছিল। শোভান জাহাজেব হাল ঠিক কবে' তার গতি নির্দ্ধারিত করবাব চেষ্টা কর্‌তে লাগল। ওদিকে মিষ্টাব সেন নীচে গিয়ে দেখেন পার্ব্বতী দেবী অঘোবে ঘুমোচ্ছেন। জাহাজেব দোলানিতে এতদিন তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। সুবীবকে কাছে ডেকে তিনি বল্‌লেন—"সুবীর, তুমি উপরে ডেকে যাও. শোভান তোমাকে ডাক্‌ছে।"

সুবীর তাড়াতাড়ি উপবে এসে শোভানেব কাছে দাঁড়ালো। শোভান তখন তা'দের অবস্থাব কথা সুবীরকে বুঝিয়ে বল্‌লে। সুবীরেব মুখ প্রথমে ভয়ে বিবর্ণ পাংশু হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু শোভানেব উপর তার অগাধ বিশ্বাস, শোভানের সাহস ও কর্ম্মপটুতার সম্বন্ধে তার খুব বড় ধারণা। শোভান যতক্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে ততক্ষণ তাদের কোন ভয় নেই। তার উপর যখন সে জানতে পারল জাহাজের সবাই তা'দের

ফেলে চলে গেছে, শুধু যায় নি শোভান, তখন তার সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আবেগে টনটন করে উঠল। সে আছে তাদের রক্ষা করবার জন্য। যে শোভান আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে সমুদ্রের কত ঝড় জল ও নানা রকম বিপদের মাঝে পড়েছে, সমুদ্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি খবর যার হাতের মধ্যে—সেই শোভান আজ তাদের কাছে আছে। সুবীরের খুব আনন্দ হতে লাগল, কিন্তু তবু সে নিরুৎসাহ কণ্ঠে বল্লে—"কিন্তু শোভান, মা এখন ঘুমুচ্ছে, এখনি উঠে খোকার ছাগলের দুধ চাইবে, জাহাজের খানসামার খোঁজ করবে, তখন তো আর মা'র কাছে প্রকৃত ব্যাপার লুকানো যাবে না। তার উপর নীনা ও মাণিক এখনি ভাত খাবার কথা বল্‌বে। বেলা তো প্রায় বারোটা বাজে।"

শোভান বল্লে—"চল, তোমাকে দেখিয়ে দি, কেমন করে ছাগলের দুধ দুইতে হয়, আর ছেলেদের খাবারের ব্যবস্থা আমি কর্‌ছি।" এই বলে শোভান ও সুবীর প্রথমে ছাগলের দুধ দু'সে পাহাড়ীর কাছে পাঠিয়ে দিল, তারপর উনানে ভাত চড়িয়ে গোটা দশেক হাঁসের ডিম তাতে ফেলে দিল। বেলা একটার মধ্যে সকলের খাওয়া হ'ল, শুধু হাঁসের ডিমে সকলেই বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খেল। পার্ব্বতী দেবী তখনো ঘুমুচ্ছেন। খাওয়া দাওয়ার পর শোভান বল্লে—"মিষ্টার সেন, আপনার স্ত্রী এখন যতই ঘুমোবেন ততই তাঁর পক্ষে ভালো। ছেলেপিলেদের নিয়ে পাহাড়ীকে এখন ডেকের উপর যেতে বলুন।"

শোভানের কথামত মিষ্টার সেন ছেলেদের ও পাহাড়ীকে নিয়ে উপরে গেলেন। মা'র কাছে রইল সুবীর। পাহাড়ী উপরে এসে যখন দেখল জাহাজের ডেক্ একেবারে নির্জ্জন, তখন সে খুবই অবাক হয়ে গেল।

শোভানের কাছে সব শুনে তার ভয়ও হল খুব। শোভান তাকে বারণ করে দিল যেন সে কোন কথা তার মা-ঠাকুরাণীকে কিছু না বলে। মাণিক ও লীনা জাহাজের মাস্তুল নেই দেখে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল।

এমন সময় শোভান সমুদ্র-জলে আঙুল বাড়ায়ে চেঁচিয়ে উঠল—"ঐ দেখুন, মিষ্টার সেন জলে কি ভাসছে।" মিষ্টার সেন জলে চেয়ে দেখলেন—জলের উপর অনেক জলীয় ঘাস ভাসছে। শোভান বললে—"শুধু ঐ দেখে এখনো আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি নে। মাঝ সমুদ্রেও জলীয় ঘাস দেখতে পাওয়া যায়। তবে ঐ দেখুন, জলের উপর কেমন সব সাদা সাদা পাখী ভেসে চলেছে। এ সব পাখী ডাঙা হ'তে বেশী দূর যায় না। এতে কি মনে হয়, মিষ্টার সেন? কাছে কোথাও যে দ্বীপ আছে এ স্থির জানবেন।"

বেলা তিনটার সময় মেঘের অন্তরাল হ'তে অল্প অল্প সূর্য্য দেখা দিল। মেঘও ক্রমশঃ পাতলা হয়ে যাওয়ায় আকাশ পরিষ্কার হ'তে লাগল। মিষ্টার সেন তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। শোভান জিগ্‌গেস করলে—"কি ভাবছেন, মিষ্টার সেন?"

—"ভাবছি আমার নিদারুণ নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা। এখন আমার এক ভগবান আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু আমাদের আশাই বা কোথায়? বড় জোর কোন একটা দ্বীপের উপর গিয়ে উঠবো। হয়তো সে দ্বীপ মরুভূমির মত নির্জ্জন নিষ্পাদপ, না হয় অসভ্য জঙ্গী লোকে সে দ্বীপ পরিপূর্ণ। জাহাজে থাকলেও যে মৃত্যু, দ্বীপের উপর নামলেও সেই মৃত্যু—হয় না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবো, না হয় বন্য লোকদের হাতে

প্রাণ দেবো।—কিন্তু শোভান, ওটা কি? ওই যে দূরে, বহু দূরে আকাশের কোলে কি সব কালো কালো দেখা যাচ্ছে?"

দু'জনে তখন জাহাজের রেলিংএর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে সেই কালো জিনিষটা দেখতে লাগল। একটা যেন কি কালো রঙের শ্রেণীবদ্ধ জিনিষ ধোঁয়ার মত আকাশের কোলে দেখা যাচ্ছিল। সেটা কিন্তু মেঘ নয়।

শোভান ভাল করে' দেখে বল্লে—"ওটা যা দেখতে পাচ্ছেন তা আকাশের উপরে নয়, ওরকম দূর হ'তে মনে হয় বটে,—ওটা একটা দ্বীপ, দ্বীপের উপর গাছের শ্রেণী আমরা দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক আমি আই-গ্লাসটা নিয়ে আস্ছি।"

শোভান আই-গ্লাস নিয়ে এসে ভালো করে' পরীক্ষা করে' দেখে বল্লে—"দ্বীপই বটে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। তবে দ্বীপটা আরো আগে দেখা গেলে ভালো হোত।"

—"কেন?"

—"কারণ আমাদের জাহাজ এখন এত আস্তে চলেছে যে রাত্রির আগে আমরা দ্বীপের কাছে পৌঁছুতে পারব না। তার উপর বাতাস একেবারে পড়ে গেছে। কিন্তু যাই হোক না কেন, এ দ্বীপ ছেড়ে গেলে আমাদের চল্‌বে না। ঐ দ্বীপের উপর আমাদের উঠতেই হবে, কারণ জাহাজের যা অবস্থা আর চব্বিশ ঘণ্টার বেশী টেঁকবে বলে মনে হয় না। একটু আগে নীচে যখন ডিম আন্‌তে গেস্‌লুম তখন দেখি আবার একটু একটু জল উঠছে। যাই হোক এখন আমি হাল ঠিক করিগে।"

এই বলে' শোভান হাল ঠিক করে' নিল যাতে জাহাজ মাঝ সমুদ্র ছেড়ে দ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়। দ্বীপটা ক্রমশই স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। গাছের শ্রেণী ক্রমশঃ আকাশ হ'তে ডাঙায় নেমে এল। বেলা পাঁচটার সময় জাহাজ দ্বীপের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল; শোভানও প্রাণপণে হাল ঠিক করে' দিতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাওয়াও দেখা দিল। জলের স্রোত ও হাওয়ার টানে জাহাজ হু হু করে' দ্বীপের দিকে ভেসে চল্‌ছে। সেটা একটা ছোট প্রবাল দ্বীপ। সমুদ্রের ধারে ঘন-সম্বদ্ধ নারিকেল গাছের শ্রেণী।

জাহাজ হাওয়ার টানে চলছিল, তাই তা'রা দ্বীপের যে দিকে যাচ্ছিল সেটা বায়ুর প্রতিকূল দিকে। দ্বীপের সেদিকের সমুদ্র বড় গভীর, বেলাভূমি হ'তেই গভীর জল আরম্ভ হয়েছে। দ্বীপের ওদিকটা বায়ু-প্রবাহ হ'তে পর্শ্বাভিমুখে রক্ষিত বলে জল সেদিকে খুব কম। সে সব শোভানের জানা ছিল, তাই সে বল্‌লে—"আমরা দ্বীপের যে দিকে চলেছি সেখানকার জল ভয়ঙ্কর গভীর। প্রবাল পাথরের কোন চিড়ের মাঝে জাহাজকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, কারণ সমুদ্রের ঢেউয়ের টান হ'তে জাহাজ সেখানে নিরাপদে থাক্‌বে।"

দ্বীপ হ'তে যখন তা'রা অর্দ্ধ মাইল দূরে, তখন জলের রং বদ্‌লাতে লাগ্‌ল। তা দেখে শোভানের খুব আনন্দ হ'ল। যা সে মনে করেছিল তা নয়, জল সেখানে বেশী গভীর নয়। দ্বীপ আর দুশো গজ তফাতে, তবুও কিন্তু জাহাজের তলদেশ ডাঙ্গায় ঠেকে না। আরো খানিকটা অগ্রসর হ'তেই জাহাজের তলায় মর্‌মর্ শব্দ করে' উঠল। জলের ভিতর পীতকৃত গুচ্ছবদ্ধ প্রবাল বৃক্ষের দল আছে, তার উপরে জাহাজ

উঠেছে। প্রবাল-পুঞ্জ ভাঙার দরুণ মরমর করে শব্দ হ'ল। বাতাসের বেগে জাহাজ আরো খানিকটা এগুতেই আরো বেশী শব্দ হ'ল; জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবাল-সমষ্টিতে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল।

## নয়

মিষ্টাব সেন, পাহাড়ী, মাণিক, লীনা অবহিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। সামনেই তাদেব এক ছোট্ট সুন্দব নাবিকেল বৃক্ষ শোভিত প্রবাল দ্বীপ। সে দ্বীপ অতি সুন্দব!

তখন সুবীর নীচের কেবিন হ'তে উপরে এসে বল্‌লে—"বাবা, মা'ব ঘুম ভেঙে গেছে, জাহাজের তলায় ভীষণ শব্দে মাব বড় ভয় হয়েছে, মা তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

মিষ্টার সেন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন।

পার্ব্বতী দেবী বল্‌লেন—"জাহাজেব তলায় এইমাত্র কিসের শব্দ হ'ল? আমাব বড় ভয় হচ্ছে।"

মিষ্টাব সেন বল্‌লেন—"তুমি কেমন আছ এখন, আটঘণ্টা একটানা ঘুমিয়েছ।"

পার্ব্বতী দেবী বল্‌লেন—"ঘুমিয়ে শরীরটা বেশ ভাল বোধ হচ্ছে, কিন্তু ও শব্দ কিসের, বল না।"

মিষ্টার সেন তখন আস্তে আস্তে সব কথা খুলে স্ত্রীকে বল্‌লেন। শুনে পার্ব্বতী দেবী খুব কাঁদ্‌তে লাগলেন, হাজার হোক্ বাঙালীর মেয়ে। সুশীলবাবু—এখন হ'তে আমরা মিষ্টার সেনকে সুশীলবাবুই বল্‌ব, কারণ অবস্থাগুণে পড়ে' তাঁর সাহেবীপনা অনেকটা কমে গেছে। এখন হ'তে এই জনহীন দ্বীপে এক শোভান ও ছেলেদের কাছে কি আর সাহেবী চাল তিনি দেখাবেন—সুশীলবাবু স্ত্রীকে অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করে' উপরে গিয়ে পাহাড়ী ও ছেলেদের নীচে পাঠিয়ে শোভানের কাছে গেলেন।

তখন সন্ধ্যা হ'তে আর দেরী নাই। তবে প্রশান্ত মহাসাগরের সে সব দ্বীপে গোধূলির আলো অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। সুশীলবাবুকে দেখে শোভান বল্‌লে—"এখন আর আমাদের কোন বিপদ নেই।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"বিপদ নেই বুঝলুম, কিন্তু দ্বীপেই বা যাব কেমন করে', আর গেলেও বা কি খেয়ে আমরা বেঁচে থাক্‌বো ?"

শোভান বল্‌লে—"সে কথা আমিও ভেবেছি। এখন আপনার ও স্ত্রীর সাহায্য আমার দরকার। প্রথমতঃ আমাদের নৌকাটা ঠিক কর্‌তে হ'বে; নৌকার তলায় একটা ফাটল আছে, সেটা সারাতে হ'বে। জাহাজে থেকে ছুঁতোরের কাজও আমায় অনেক সময় কর্‌তে হয়েছে। পিচ্ ও খানিকটা মোটা চট কাপড় দিয়ে ফাটলটা সারাতে হ'বে। তারপর সেই নৌকা করে' জাহাজ হ'তে আমরা দ্বীপে যা'ব। পরে সময় ও সুবিধা মত নৌকাটাকে আরো ভালো করে' সারাতে হ'বে। এখন কাজ চালানোর মত করে' নিলেই

চল্‌বে। তারপর দ্বীপে গিয়ে শুকিয়ে মরবার কোন ভয় নেই। যে দ্বীপে অত নারকেল গাছ দেখা যাচ্ছে, সেখানে অন্যান্য গাছপালাও আছে নিশ্চয়, সুতরাং শুকিয়ে মরবার কোন ভয় নেই। তবে এক ভাবনা শুধু খাবার জলের।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"ধরো, জলও পাওয়া গেল, কিন্তু এই নির্জ্জন দ্বীপে কি চিরকাল আমাদেব কাটাতে হ'বে ? এখানটা তো মনে হয়, জাহাজ চলাচল পথের বাইরে। মনে করো আর কোন জাহাজের দেখা না পাই যদি, তা হলে কি হবে আমাদেব ? এখানেই আমাদের চিব নির্ব্বাসনে থাক্‌তে হ'বে ? এখানেই আমাব ছেলেমেয়েবা বড হ'বে ? এখানেই আমাদেব শেষে মবতে হ'বে ?"

শোভান স্নিগ্ধ হাসি হেসে বল্‌লে—"প্রথম প্রথম ও সব ভাবনা মনে আসে বটে, তবে শেষে স'য়ে যাবে। জলে যে আমরা জাহাজডুবি হ'য়ে মবিনি, সেই আমাদেব বহুভাগ্য বল্‌তে হ'বে। তাব জন্য ভগবানের কাছে আমাদেব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

সুশীলবাবু লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লেন—"ঠিক কথা শোভান, আমাদেই অন্যায় এ বকম দুঃখ কবা। এখন বল, আমবা তোমায় কি সাহায্য করতে পাবি ?"

শোভান একটু ভেবে বল্‌লে—"এখন এই অন্ধকাবে কাজ করা অসম্ভব। কালকে ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কাজই আমবা করতে পারবো না। সুবীর বাবু, তুমি ববং কুকুর তিনটাকে খুলে দিয়ে তাদের কিছু খাবাব দাও। বেচারীদের কথা আমাদের কিছুই মনে ছিল না।"

সুবীর তখন বাঘা, জ্যাক্‌ ও মলিকে খুলে দিয়ে তাদের কিছু

খাবার দিল। কুকুর তিনটা নূতন দেশের কাছে আসাতে যেন মনের আনন্দে ছুটাছুটি করতে লাগল। তারপর সুবীর ও সুশীলবাবু নীচে কেবিনে নেমে গেলেন।

শোভান তখন জাহাজের ডেকের উপর ঘনায়মান অন্ধকারে ভূতের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। তা'র চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না, মাথায় তা'র আগুণ জ্বলতে লাগল। সুশীলবাবু ও তাঁ'র ছেলেরা এখন তার উপর নির্ভর করছে। সামনে কত কি করবার রয়েছে। এই সব ভাবতে ভাবতে সে জাহাজের সম্মুখে পাটাতনের উপর বসে' অন্ধকারে চক্ষু মেলে চেয়ে রইল। রাত্রি বরোটা হয়ে গেল, তবুও সে ওঠে না। দ্বীপের মধ্যে কোন আলো দেখা গেল না। তা দেখে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে গেল।

ভোর বেলা বাঘা এসে মুখ চেটে তা'র ঘুম ভাঙাল। উঠে পড়ে শোভান কুকুর তিনটাকে খুব আদর করলে, বললে—"তোরা তিনজনেই অসময়ে আমাদের অনেক উপকারে লাগবি।" তারপর সে জাহাজে কি কি জন্তু আছে তার হিসাব করতে লাগল। দেখলে, জাহাজে আছে তিনটা কুকুর, দু'টা বড় ছাগল, একটা বাচ্চা ছাগল, পাঁচটা শূয়র, দশ বারোটা মুর্গী, তিন চারটা পায়রা, মরমর একটা গরু ও তিন জোড়া ভেড়া। গুছিয়ে রাখতে পারলে ক্রমশঃ এতেই তা'দের চলে যাবে।

শোভান তখন আপন মনেই বলতে লাগল—"প্রথমে দ্বীপে গিয়ে আমাদের দরকার হ'বে একটা তাঁবু, ছেলেদের শোবার জন্য কতকগুলো মাদুর, গাছ কাটবার জন্য দুটা কুড়ুল, হাতুড়ি, পেরেক, দড়ি, আর কিছু

খাবার। আর দেরী করলে চলবে না একটু পরেই আমাদের দ্বীপে নামতে হ'বে। এখন চায়ের জল চরিয়ে ও কিছু ডিম সিদ্ধ করতে দিয়ে সুশীলবাবুকে ও সুবীরকে ডেকে তুলে দি। সারাদিন আজ আর বিশ্রাম করতে পারবো না।"

## দশ

গরু, ছাগল, ভেড়া ও কুকুরদের কিছু খাইয়ে শোভান নীচে নেমে সুশীলবাবু ও সুবীরকে ডেকে তুল্‌লে। তিনজনে উপরে গিয়ে প্রথমে জাহাজের পার্শ্বস্থ পুলি হ'তে নৌকা নামাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জাহাজের বহিঃপ্রস্থত লৌহদণ্ড হ'তে ভারী নৌকাটাকে তা'রা তিনজনে মিলে কিছুতেই নামাতে পার্‌ল না।

অনন্যোপায় হ'য়ে শোভান বল্‌লে—"সুবীর বাবু, যাও একবার পাহাড়ীকে ডেকে আনো; চারজন না হলে নৌকা নামানো যাবে না।"

সুবীর পাহাড়ীকে ডেকে নিয়ে এল ও চারজনে অতি কষ্টে ও সাবধানে নৌকাটাকে ডেকের উপর নামাল।

তারপর তা'রা তিনজনে নৌকাটাকে ডেকের উপর উল্‌টে রাখলো। সুশীলবাবু লেগে গেলেন উনানের উপর পিচ্ গালাতে ও শোভান নৌকার ফাটলের উপর ক্যাম্বিস কাপড় পেরেক দিয়ে এঁটে নৌকাটাকে ঠিক্ করতে। পিচ গালানো হ'লে পর ক্যাম্বিসের উপর সেই গরম পিচ্ ঢেলে দেওয়া হল। তারপর নৌকাটাকে জাহাজের কিনারায় টেনে নিয়ে গিয়ে একটা শক্ত দড়ি দিয়ে নৌকাটাকে বেঁধে খুব সাবধানে জলের উপর নামান হল। জাহাজে তখন এত বেশী জল উঠেছিল যে সমুদ্র জল হ'তে জাহাজের ডেক্ বেশী উঁচুতে ছিল না। জলের উপর নৌকা বেশ সুন্দর ভাবেই ভাস্‌তে লাগল, নৌকার ভিতরে জল এক রকম উঠছিল না বল্‌লেই চলে।

শোভান তখন সুশীলবাবুকে জিগ্‌গেস করলে—"নৌকা করে আগে কি নিয়ে যাওয়া হবে—কিছু জিনিষ পত্তর না ছেলেদের ?"

—"তুমি কি বল ?"

—"আমার মতে, সমুদ্রজল যখন এত পরিষ্কার, তখন চলুন প্রথমে আমি ও আপনি নৌকা করে' দ্বীপটা দেখে আসি। এখান হ'তে দ্বীপ বড় জোর দু'শো গজ। জাহাজের উপর ছেলেদের স্বচ্ছন্দে রেখে যেতে পারা যায়। আর আমাদের ফিরতেও বেশী সময় লাগবে না।"

—"সেই বেশ কথা, শোভান; তা হলে আমি প্রথমে আমার স্ত্রীকে বলে আসি।"

—"যান, ততক্ষণ নৌকায় একটা যেমন-তেমন পাল তুলে দিয়ে কিছু দরকারী জিনিষও নৌকায় তুলেনি।"

সুশীলবাবু চলে যেতে শোভান নৌকায় একটা কুড়ুল, একটা বন্দুক

এবং কিছু দড়ি নিল; তারপর তিনি ফিরে এলে দুজনে নৌকায় চড়ে বসে দাঁড় টান্‌তে লাগল। পনের মিনিটের মধ্যেই নৌকা তীরে লাগল। দু'জনে তীরে নেমে দেখে বালুময় বেলাভূমির পরেই আরম্ভ হয়েছে নারিকেল গাছের নিবিড় জঙ্গল। সে জঙ্গল এত ঘন যে দ্বীপের ভিতরে কি আছে তা তা'রা দেখতে পেল না। একটু গিয়ে তা'রা ডান দিকে একটা বালুময় সাগরের ছোট খাঁড়ি দেখতে পেল, সেখানে শুধু বড় বড় নল-খাগড়ার ঝোপ। শোভান সেই খাড়ির পানে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লে—"সুশীলবাবু, ঐ খাড়িটায় নৌকাটাকে রাখতে হ'বে। চলুন, এখন ফের নৌকায় গিয়ে উঠি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা'রা সেই খাড়িতে পৌঁছিল। সেখানকার জল যেমনি কম তেমনি স্বচ্ছ। নৌকা হ'তে দেখতে পেল সেই কাঁচের মত জলের মধ্যে প'ড়ে র'য়েছে অসংখ্য রং-বেরং এর বড় বড় ঝিনুক, গেঁড়ি ও নানা আকারের প্রবালের ফুল। জলের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট বড় মাছ ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। জল হ'তে প্রায় পঞ্চাশ হাত পর্য্যন্ত বালুর চর, তার পরেই আরম্ভ হয়েছে নল-খাগড়ার বন, তার মধ্যে দু'একটা নারিকেল গাছও ছিল। নল-খাগ্‌ড়ার বিস্তৃতি প্রায় চল্লিশ গজ। তার পরেই চলেছে ঘন-নিবদ্ধ নারিকেল গাছের নিবিড় বন। নৌকা বালির চরে আঁটকে রেখে তা'রা সেখানে নামল।

সুশীল বাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে বল্‌লেন—'কি সুন্দর জায়গা শোভান! সৃষ্টির প্রথম দিন হ'তে আজ পর্য্যন্ত বোধ করি কোন লোকই এ দ্বীপে আসে নি। এত লম্বা লম্বা নারিকেল গাছ—এদের ফল হয়েছে আর শেষে শুকিয়ে মাটীতে পড়েছে। কোন লোকের ভোগে হয়ত লাগেনি।"

শোভানের অকাল্পনিক কার্য্যপটু মন তখন অন্যত্র ব্যাপৃত। সে নিতান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বল্‌লে,—"সুশীল বাবু, চলুন বনের মধ্যে খানিকটা ঢোকা যাক্। বন্দুক ঠিক রাখবেন, যদিও তার কোন দরকার নেই, কারণ এসব দ্বীপে এক শূয়র ছাড়া আর কোন জন্তু বড় একটা থাকে না। তাও থাকত না যদি না ক্রিশ্চান পাদ্রীরা এ সব দ্বীপে শূয়র রেখে যেত। আমার মনে আছে, বহুদিন আগে আমি এক জাহাজে কাজ করতুম, তার ক্যাপটেন এই প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে যাবার সময় যত দ্বীপ পথে পড়েছিল সব দ্বীপেই এক জোড়া করে' শূয়র রেখে গিয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে কোন লোক জাহাজ ডুবি হয়ে দ্বীপে উঠে অনাহারে না মরে। যাক্, এখন আমরা নারিকেল গাছের বনের মধ্যে এসেছি; এবার চলুন দেখি, কোথাও সুবিধামত একটা বেশ তাঁবু খাটাতে পারি কিনা। ঐ দেখুন, ওখানটা বেশ উঁচু, আমাদের তাঁবু ঐ খানেই খাটাতে হবে। সময় আমাদের বড় অল্প। রাত্রি হ'বার আগেই আমাদের নৌকা করে জাহাজ হ'তে দ্বীপে অনেকবার যাওয়া আসা করতে হ'বে। চলুন এইবার ফিরে যাই। নৌকা থেকে জিনিষগুলো চরের উপর রেখে জাহাজে ফিরে আবার অন্য জিনিষ আন্‌তে হ'বে। এইবার জাহাজ থেকে মাণিক, পাহাড়ী আর কুকুরগুলো নিয়ে আসি চলুন, তা'রা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। সুধীর তার মার কাছেই থাকুক।"

জাহাজে ফিরে গিয়ে সুশীলবাবু প্রথমে গেলেন স্ত্রীর কাছে। দ্বীপের সৌন্দর্য্য ও আহারের প্রাচুর্য্যের কথা বলে স্ত্রীকে উৎসাহিত করলেন। শোভান ততক্ষণ নৌকার উপর পাহাড়ী ও মাণিককে তুলে, দুটা কোদাল,

জাহাজের কিছু বড় বড় মোটা চট, তাঁবু খাটাবার বড় বড় দুটা পাল, কয়েকটা মাস্তুলের কাষ্ঠদণ্ড, ও শেষে সুশীল বাবু ও কুকুর তিনটাকে নিয়ে পুনরায় সেই খাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে বালুচরে নৌকা বাঁধলো। নৌকা হ'তে নেমে মাণিকের আনন্দ আর ধরে না। এ আবার কোন্ নূতন দেশে সে এল? মজা বড় কম নয়! গাছের উপর কত হাজার হাজার ডাব হ'য়ে রয়েছে। বালির উপর চেয়ে দেখে সুন্দর সুন্দর রং বেরং এর ঝিনুক পড়ে রয়েছে, আনন্দে উদ্দীপ্ত হ'য়ে সে সেই সব ঝিনুক কুড়াতে লাগল। কুকুর তিনটাও লাফাতে লাফাতে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় ও মনের আনন্দে চীৎকার করে। পাহাড়ীর মুখেও আর হাসি ধরে না।

শোভান বল্লে—"সুশীলবাবু, প্রথমে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে বন্দুক-টাকে গুলি পুরে ঠিক করে রাখা, কারণ বিপদের জন্য সব সময়েই আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকা উচিত। আর বন্দুক এমন জায়গায় রাখতে হ'বে যাতে মাণিক তা'তে হাত দিতে না পারে, কারণ তার স্বভাব দেখেছি সব জিনিষেই হাত দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। এখন চলুন তাঁবুর পাল দুটো আমরা দু'জনে নিয়ে যাই। পাহাড়ী, তুমি যন্ত্রপাতিগুলো লও। মাণিক তুমি, কোদালটা নিয়ে চলো। তারপর আবার এসে মাস্তুলের এই কাঠ গুলো নিয়ে যা'ব।"

সমস্ত জিনিষগুলো তা'রা সেই উচুঁ ঢিবিটার উপর নিয়ে গিয়ে ফের এসে মাস্তুলের কাঠগুলো নিয়ে গেল। মাণিকও কিছুকিছু জিনিষ বয়েছিল আর সেজন্য তার আনন্দ হয়েছিল খুব।

শোভান বললে—"এই দুটো নারিকেল গাছ বেশ তফাতে আছে, এ

দুটোয় মাস্তলের কাঠ বেঁধে তার উপর পাল ছড়িয়ে দিলে বেশ তাঁবুর কাজ করবে। আমাদের দু'টো তাঁবুর দরকার, একটায় থাকবে আপনার স্ত্রী, পাহাড়ী এবং ছেলেমেয়েরা, অপরটায় আমরা দু'জন ও সুবীর থাকবে।"

তখন প্রথম তাঁবুর কাছেই আর দুটো গাছ ঠিক করে তার উপর কাঠ বেঁধে দ্বিতীয় তাঁবু খাটানো হ'ল। তাঁবু দুটো হ'ল চমৎকার, ভিতরে জায়গাও হ'ল যথেষ্ট।

শোভান বললে—"জাহাজ হ'তে এখনও অনেক জিনিষ আনতে হ'বে। আমি ফের যাই, ততক্ষণ আপনি তাঁবু দু'টাকে ঠিক করুন। চারিদিক বেশ টেনে ধরে' শুকনো নারিকেল পাতার খুঁটি দিয়ে বেশ শক্ত করে' বাঁধবেন, যা'তে তাঁবুর চারদিক বেশ আঁটসাঁট হয়; তারপর তাঁবুর কাপড়ের চারদিকে বালি দেবেন, যা'তে ঝড়ে তাঁবু না উড়াতে পারে। সঙ্গে আপনার পাহাড়ী ও মাণিক রইল; কোন কষ্ট হ'বে না। আর এই আমার ছুরি, কুড়ুল ও কোদালও রইল। পাহাড়ী, তুমি কোদাল করে' বালি এনে তাঁবুর ভিতরে বেশ পুরু করে' ছড়িয়ে দেবে, তার উপর শুকনো নারকেল পাতা দেবে, যা'তে চারদিক বেশ সুন্দর ও নরম হয়। আর নারকেল পাতা খুব সাবধানে কুড়ুবে, ভিতরে সাপখোপ থাকতে পারে। আমি তবে চললুম, যদি কোন বিপদ হয়, বন্দুক ছুড়ে আমায় জানাবেন।"

এই বলে শোভান পুনরায় নৌকায় ফিরে গেল।

শোভান নৌকা করে' জাহাজে ফিরে গিয়ে প্রথমে পার্ব্বতী দেবী ও সুবীরকে দ্বীপের উপর তা'দের কতদূর কাজ এগুলো তা বললে। স্বামী ও ছেলে দ্বীপে একলা রয়েছে শুনে তিনি বড় চিন্তিত হলেন।

তা দেখে শোভান বললে—"বিপদের কোন ভয় নেই, মা ঠাকরুণ, আর আমি বলে এসেছি যদি কিছু হয় তো বন্দুক ছুঁড়ে জানাতে।"

শোভানের কথা শুনে পার্ব্বতী দেবী অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। তারপর শোভান দ্বীপে নিয়ে যাবার জন্য জাহাজ হ'তে আরো খান কতক মোটা চট্, ক্যাম্বিস কাপড় বার করে' ডেকে রাখছে, এমন সময় চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে' তাক্ষ্ণ প্রখর শব্দে দ্বীপের উপর বন্দুকের শব্দ হ'ল। শোভান চমকে উঠল, তা'র হাতের জিনিষ পড়ে গেল। নিশ্চয় সুশীলবাবু বিপদে পড়েছেন। কি বিপদে তিনি পড়লেন? কোন বন্য জন্তু তাঁকে আক্রমণ করেছে, না দ্বীপের জঙলী লোকেরা? শোভান কিছু বুঝতে পার্‌লো না। পার্ব্বতী দেবীও কেবিন হ'তে ছুটে বেরিয়ে এলেন, সুধীরও ভয়ার্ত্ত মুখে ছুটে এলো।

শোভান বললে—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এখনি গিয়ে দেখে আসছি।"

এই বলে' আর একটা বন্দুক নিয়ে শোভান নৌকার উপর লাফিয়ে পড়ল ও প্রাণপণে দাঁড় টান্‌তে লাগল। দ্বীপে পৌছে সে এক লাফে তীরে উঠে সেই ঢিবির দিকে ছুট্‌তে লাগল। হয় তো সে দেখবে সুশীলবাবু, মাণিক ও পাহাড়ী মরে' পড়ে' রয়েছে। কিন্তু ঐ যে সুশীলবাবু ও পাহাড়ী হেঁট হয়ে কাজ করছে, আর মাণিক একটু তফাতে বসে' গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে। তারা যে বেঁচে আছে এজন্য সে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিল।

কাছে গিয়ে সে শুন্‌লে, যখন সুশীলবাবু ও পাহাড়ী একমনে কাজ করছিল তখন মাণিক সেখানে হ'তে উঠে যেখান একটা নারিকেল

গাছের উপর বন্দুকটা হেলান দেওয়া ছিল সেখানে গিয়ে বন্দুকের ঘোড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, তাই বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গাছের উপরে নারিকেল-গুচ্ছে লাগে ও তা'তে দু'টা নারিকেল ছিঁড়ে তার পাশে পড়ে। যদি তার মাথার উপর নারিকেল দু'টো পড়ত তা হলে আর রক্ষা ছিল না। এই বন্দুকের শব্দ শুনে শোভান ও তাঁর স্ত্রী যে ভয়ানক চিন্তিত হ'বে, ও শোভান কাজ ফেলে এখনি ছুটে আসবে, তাই সুশীলবাবু মাণিককে বেশ দু' ঘা দিয়েছেন। তাই মাণিকের কান্না।

শোভান তখন আর সেখানে দেরী না করে' জাহাজে ফিরে গেল ও পার্ব্বতী দেবীকে সব কথা খুলে বললে। শুনে পার্ব্বতী দেবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

শোভান জাহাজের ক্যাপটেনের ঘর হ'তে গদি, ছুঁচ, সুতো লেপ, ভাঁড়ার ঘর হ'তে থালা, সানকি, নোনা মাংস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নৌকায় তুলে পুনরায় দ্বীপে ফিরে গেল।

পাহাড়ী তাঁবুর ভিতরটা বালি দিয়ে বেশ সুন্দর করে তুলেছে। পাহাড়ী বললে নারিকেল পাতা কুড়োবার সময় সে সাপ বা কোন জন্তু দেখতে পাইনি।

মাণিকের কান্না তখন থেমেছে, কিন্তু মুখ হাঁড়ি করে' সে বসেছিল, তাই শোভান তার হাতে একটা ছড়ি দিয়ে বললে—"মাণিক বাবু, লক্ষ্মী ছেলের মত দেখো তো কুকুরগুলো যেন মাংস না খায়!"

মাণিক এমন সুন্দর কাজ পেয়ে মনের দুঃখ ভুলে গিয়ে ছড়ি হাতে মাংস আগলাতে লাগল। শোভান তারপর আরো দু'বার জাহাজে গিয়ে

কয়েক বাক্স বিস্কুট, কয়েক থলে আলু, আরো কিছু বিছানাপত্র, থালা, বাটি, ছুরি, কাঁটা, চাম্‌চে, কড়া, কেট্‌লি ও রান্না কর্‌বার অন্যান্য সরঞ্জাম দ্বীপে নিয়ে এলো।

তখন বিকালের ম্লান কোমল আলোয় চারি দিক ছেয়ে গেছে।

শোভান বল্‌লে,—"সন্ধ্যা হ'তে আর মোটে দু' ঘণ্টা বাকি, সুশীল-বাবু; এইবার আপনার স্ত্রীকে ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসা যাক্। আজকে আর কোন কাজ নয়, এক দিনে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। কালকে আবার জাহাজ হ'তে আরো জিনিষ আনতে হ'বে, কারণ জাহাজের যেমন ভগ্ন অবস্থা, আর একটা বড় ঝড় উঠ্‌লেই তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে!"

দ্বীপের উপর পাহাড়া ও মাণিককে রেখে শোভান ও সুশীলবাবু নৌকায় ফিরে গেলেন। এইবার দ্বীপে যেতে হ'বে শুনে পার্ব্বতী দেবীর বড় ভয় হ'তে লাগল। রোগা মানুষ, কেমন করে, নৌকায় গিয়ে উঠবেন। যাই হোক দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে' স্বামীর হাত ধরে, অনেক কষ্টে তিনি নৌকায় গিয়ে উঠলেন। সুধীর খোকাকে কোলে নিল, আর লীনাকে কোলে নিল শোভান।

সন্ধ্যার কিছু আগে তারা নির্ব্বিঘ্নে দ্বীপে পৌঁছিল। তাঁবু পর্য্যন্ত যেতে পার্ব্বতী দেবী একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লেন। সুশীল বাবু তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে একটা তোষক পেতে দিলেন। তার উপরে শুয়ে পার্ব্বতী দেবী জল খেতে চাইলেন।

জল! খাবার জল কোথায়? শোভান বলে উঠল—"আমার মতন বোকা আর কেউ নেই, এত জিনিষ আনলুম, আর যা আসল জিনিষ

তাই আন্‌তে ভুলে গেছি। এখনো সন্ধ্যা হয় নি, আমি এখনি আবার জাহাজে গিয়ে জল আন্‌ছি।"

এই বলে' শোভান পুনর্ব্বার নৌকা করে' জাহাজে গিয়ে ছোট ছোট দুই পিপা পরিষ্কার খাবার জল নিয়ে এল। সেই জল পান করে' পার্ব্বতী দেবী অনেকটা সুস্থ হলেন। তখন বেশ সন্ধ্যা হয়েছে; ছেলেদের বিস্কুট ও নোনা মাংসের ঝোল খাইয়ে পাহাড়ী ও শোভান খেয়ে নিল। সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবীও কিছু খেয়ে নিলেন।

দিন-ভোর পরিশ্রমে তা'রা সকলেই খুব ক্লান্ত হয়েছিল, তাই শুতে না শুতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সূর্য্য ওঠবার আগেই সুশীলবাবু ঘুম থেকে উঠলেন। তখন আর আর সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দ্বীপে তা'দের এই প্রথম ভোর। সুশীলবাবু তাঁবু হ'তে বেরিয়ে বাইরে এলেন। কি সুন্দর প্রভাত! সমুদ্রের শীতল হাওয়া ফুরফুর করে বইছে; সে হাওয়ায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি নষ্ট হয়, মনের সমস্ত জড়তা দূর হয়। নব-নীল অমলিন আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। সেই স্নিগ্ধ প্রভাত-সমীরণে সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন নাচতে নাচতে চলেছিল, নারিকেল গাছের পাতা-গুলি ঝিরঝির করে কাঁপতে ছিল। যে খাড়ির মধ্যে তা'দের নৌকা বাঁধা ছিল, সেই খাড়ির বাম দিক হ'তে জমি ক্রমশঃ উচু হয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের মত শোভা পাচ্ছিল। তা'র পিছন হ'তেই আরম্ভ হয়েছে যোজন-বিস্তৃত নিবিড় নারিকেল গাছের বন। খাড়ির ডান দিকে দেওয়ালের মত সমান উচু প্রবাল পাহাড়। তা'র এদিকে নল-খাগড়ার বন। দূরে সমুদ্রের উপর মগ্ন এসম্যারেল্ডা জাহাজকে একটা অতিকায় সামুদ্রিক

জীবের মত দেখাচ্ছিল। দেখতে দেখতে সূর্য্য দেখা দিল। সূর্য্যের প্রখর কিরণে চারিদিক ঝলমল করতে লাগল।

সুশীলবাবু তাঁবুতে ফিরে এলেন। তখনো সবাই ঘুমুচ্ছে। শোভান যেখানে ঘুমুচ্ছিল সেখানে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। কি সুন্দর, অমায়িক, সরল-চিত্ত লোক এই শোভান! শিশুর মত সরল, দেবতার মত নিঃশঙ্ক নির্ভয়। দেহে মনে তা'র কি অগাধ তৃপ্তি, কি অসীম সক্রিয়তা। ষাট বৎসর বয়সেও তা'র শরীর-মনে জরা যেন এতটুকু আধিপত্য লাভ করতে পারেনি। প্রাণে তা'র এখনো যৌবনের দীপ্তি ও ক্ষিপ্রতা অটুট অখণ্ড রয়েছে। তখন বেশ বেলা হয়েছে, তবুও শোভানের সেই গভীর ঘুম ভাঙাতে তাঁর মায়া হ'তে লাগল। কাল সমস্ত দিন সে কঠোর পরিশ্রম করেছে।

তখন কুকুর তিনটা ঘুম থেকে উঠে তাঁর কাছে লাফাতে লাফাতে এল ও আনন্দে চীৎকার করতে লাগল। সেই চীৎকারে সুবীরের ঘুম গেল ভেঙে; তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ল। সুশীলবাবু শোভানকে ডাকতে সুবীরকে বারণ করে দিলেন।

সুবীর বললে—"পাহাড়ীকে ডাকবো, বাবা?"

সুশীলবাবু বললেন—"ডাকো, কিন্তু দেখো তোমার মা'র ঘুম না ভাঙে।"

সুবীর পাহাড়ীকে ডেকে নিয়ে এল। তা'র মা ও ভাই বোনেরা তখনো অগাধে ঘুমুচ্ছে।

সুশীলবাবু বললেন—"চলো দেখি রান্নার কি কি পাত্র কাল শোভান এনেছে। আর ওদের ঘুম ভাঙাবার আগেই কিছু খাবার তৈরী করা

দরকার। শুক্‌নো নারিকেল পাতা প্রচুর আছে, তাতে বেশ সুন্দর আলানির কাজ হ'বে।"

সুবীর জিগ্‌গেস কর্‌লে—"কিন্তু আগুন কর্‌বে কিসে, বাবা? সঙ্গে আমাদের তো দেশলাই নেই।"

সুশীলবাবু বললেন—"তার জন্ম কোন ভাবনা নেই। আগুন অনেক রকমে করা যেতে পারে, কাঠে কাঠে ঠুকে, বন্দুকের বারুদ দিয়ে, ম্যাগ্‌নিফাইয়িং গ্লাস দিয়ে,—আপাততঃ বারুদ দিয়েই আমাদের কাজ চল্‌বে"

সুবীর বললে—"সকালে সকলেরই চা চাই, তার কি হ'বে বাবা? কাল্‌কে চা বা কাফি কিছুই শোভান আনে নি। শোভানকে ডাক্‌বো?"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"না, সব কাজ শোভানের উপর চাপানো আমাদের উচিত নয়। আমাদেরও কিছু কিছু করা দরকার। চল, আমরা দুজনে নৌকা ক'রে জাহাজে গিয়ে যা যা দরকার নিয়ে আসি। তুমি তো দাঁড় টান্‌তে জানো?"

সুবীর বল্‌লে—"খুব জানি বাবা, আমাদের স্কুলের বোয়িং-ক্লাবের আমি মেম্বার ছিলুম।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"বেশ, তবে চলো, আমরা দুজনে যাই।"

তখন সুশীলবাবু সুবীরকে নিয়ে সেই খাড়িতে গেলেন। নৌকায় উঠে সুবীর দাঁড় টান্‌তে লাগল, সুশীলবাবু হাল ধ'রে রইলেন। জাহাজে উঠে ভাঁড়ার ঘর থেকে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে চা, কাফি ও অন্যান্য সামগ্রী নিল। তারপর একটা ঘটি নিয়ে সুবীর গেল ছাগলের

দুধ দুইতে। একটা পরিষ্কার বোতলে সেই দুধ ঢেলে, দু'টা বড় বড় ঝুড়ি নানা সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করে' তারা নৌকাতে গিয়ে উঠল।

সুবীর বল্‌লে—"বাবা, নৌকাতে এখনো ঢের জিনিষ ধর্‌বে, আর কিছু নিলে হয় না?"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"কি নেবে বলো।"

সুবীর বল্‌লে—"জাহাজের টানা দেরাজের মধ্যে অনেক কাপড় চোপড় আছে, সে সব কিছু নিয়ে যাওয়া দরকার, আর তা দেখে মা'র খুব আনন্দও হবে। আর কিছু বই নেওয়াও দরকার, অবসর মত পড়া যাবে।"

সুশীলবাবু বললেন—"বেশ নেবে চলো।"

তখন তারা কাপড়ের দুটো বোঁচকা করে ও কিছু বই নিয়ে ফাঁড়িতে ফিরল। পাহাড়ী সেই ফাঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছিল।

তারা নৌকা হ'তে নাম্‌তেই পাহাড়ী বল্‌লে—"দেখ, দেখ জলে কত মাছ।"

মাছ দেখে সুবীরের খুব আনন্দ হ'ল, সে বল্‌লে—"জাহাজে শোভানের ছিপ সূতা নিশ্চয় আছে, আজই তাকে বলতে হ'বে বাবা।"

তাঁবুতে ফিরে তারা দেখতে পেল সকলেই ঘুম থেকে উঠেছে, ওঠেনি শুধু শোভান। মাণিক চারি দিকে লাফালাফি করে' বেড়াচ্ছে। পার্ব্বতী দেবীর রাত্রিতে বেশ সুনিদ্রা হয়েছিল, আর তাঁর শরীরও আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে।

তারপর শুকনা নারিকেল পাতায় আগুন ধরিয়ে সমুদ্র-তীর হ'তে তিনটা বড় পাথর কুড়িয়ে এনে উনানের ঝিক বানিয়ে, তার উপর কেট্‌লি চড়িয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে চা তৈরী হ'ল।

## বারো

সুশীলবাবু ও সুবীর যখন চা তৈরী করতে ব্যস্ত তখন পাহাড়ী ছেলেদের নিয়ে সেই ছোট খাড়ির মধ্যে হাঁটুজলে নেমে তাদের স্নান করিয়ে দিল। তখন বেলা আন্দাজ আটটা, সূর্য্যের প্রখর আলোয় খাড়ির জল ঝিক্‌মিক্ করে যেন হাসছিল। ছেলেরাও সেই সুন্দর স্বচ্ছ জলে নেমে আনন্দে লাফালাফি করে' জল তোলপাড় করতে লাগল।

চা তৈরী হ'বার পূর্ব্বেই পাহাড়ীতাদের স্নান করিয়ে ফিরে এল। তখন সুশীলবাবুর কথামত সুবীর গিয়ে শোভানকে ডেকে তুললে। চা তৈরী দেখে তার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল। চা খেতে বসে' শোভান যখন শুনলো যে তার ওঠবার আগেই সুবীর ও সুশীলবাবু দু'জনে মিলে নৌকা করে' জাহাজ থেকে অনেক জিনিষপত্র নিয়ে এসেছে, তখন সে একটু হেসে

বললে—"যাক্, এবার থেকে আমাকে না হ'লেও আপনাদের চলে যাবে।"

সুধীর বললে—"হাঁ, ছোটখাট জিনিষের বেলায় চলে যাবে, কিন্তু বড় কাজের সময় তোমাকে না হলে চলবে না, শোভান্।"

সুশীলবাবু বল্লেন—"শুধু তাই কেন, সুধীর? শোভান না থাক্‌লে যে আজ আমরা এই দ্বীপেই উঠ্‌তে পারতুম না, ছোট কাজ ত দূরের কথা।"

এই সব নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে যখন শোভান জান্‌তে পারলো যে পাহাড়ী খাড়িতে নেমে ছেলেদের স্নান করিয়ে এনেছে তখন সে অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল—"খবরদার, পাহাড়ী, অমন কাজ আর কোরো না। সমুদ্রের এই সব ছোট ছোট খাড়িগুলো হিংস্র হাঙরে পরিপূর্ণ, একটা ছেলেকেও যে নেয় নি তা আমাদের খুব সৌভাগ্য বল্‌তে হ'বে। সমুদ্রে স্নান কর্‌বার জন্য একটা নিরাপদ ঘেরা জায়গাও আমাদের করে নিতে হ'বে, কিন্তু তার আগে আমাদের বেছে নিতে হ'বে থাক্‌বার মতন একটা সুন্দর জায়গা।"

সুশীলবাবু বল্লেন—"সে কি? এ জায়গায় কি তা হলে থাকা হ'বে না?"

শোভান বল্লে—"যদি কাছে পিঠে কোথাও খাবার জল না মেলে তবে থাকা হ'বে না; তা হ'লে দ্বীপের আর কোথাও তাঁবু খাটাতে হ'বে।"

সুশীলবাবু বল্লেন—"ঠিক বলেছ শোভান, জল আগে দরকার। চল, কালকে আমরা দ্বীপটা ঘুরে দেখে আসি।"

শোভান বল্লে—"সে ক্রমে দেখতে হ'বে, তবে কাল নয়, কারণ ঘুরে

দেখতে হ'লে তিন চার দিনের মতন আমাদের বেরুতে হ'বে। আজকের আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে জাহাজ থেকে বাকি জিনিসগুলো নামানো, কারণ প্রকাণ্ড মহাসাগরের মাঝখানে এই সব প্রবাল দ্বীপের উপর কখন যে আচম্‌কা ঝড় জল ওঠে তার ঠিক নেই।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"বেশ, তাই চলো।"

শোভান বল্‌লে—"কিন্তু আমাদের সর্ব্ব প্রথম কাজ এখনো করা হয়নি। সেটি হচ্ছে এই দ্বীপের নামকরণ। দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, এ দ্বীপে কখনো কোন লোক ওঠে নি, অতএব দ্বীপের একটা নাম রাখা দরকার। আমি বলি কি, আপনাদের কোনো প্রিয়জনের নামেই এই দ্বীপের নাম দেওয়া যাক্।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"ধন্যবাদ শোভান, যখন তুমি বল্‌ছ তখন আমাদের বড় মেয়ের নামেই এই দ্বীপের নাম হোক্। তেমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, যেমনি ছিল তার অসম্ভব রূপ, তেমনি ছিল তার অনন্ত-সাধারণ বুদ্ধি। সে মেয়ে আমাদের দশ বৎসর বয়সে মারা যায়, সে দুঃখ, সে শোক, সে আঘাত জীবনে আমরা কখনো ভুলবো না। নাম ছিল তার চম্পা।"

বল্‌তে বল্‌তে সুশীলবাবুর কণ্ঠস্বর উদ্গত অশ্রুতে রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। পার্ব্বতী দেবীও সেখানে বসেছিলেন, মৃতা কন্যার পুরানো স্মৃতিতে দুই চোখ তাঁর অশ্রু-আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। শোভান আর এই দুঃখসজল কাহিনীকে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে দিল না। সে বললে—"বেশ, তবে আজ থেকে এই দ্বীপের নাম হোক্ চম্পা-দ্বীপ। এখন উঠুন, আপনি, আমি, আর সুবীর নৌকা করে' জাহাজ থেকে জিনিষগুলো আন্‌বার জোগাড় করি।"

তখন তিনজনে নৌকা করে' জাহাজে গেল। সুশীলবাবু জাহাজের যত জিনিষপত্র বার করে' নৌকায় তুলে দিতে লাগলেন, আর শোভান নৌকা করে সেই সব দ্বীপে আন্‌তে লাগল। পাহাড়ী যত দূরে পারলো সমুদ্রতীর হ'তে সেই সব জিনিষ তাঁবুতে এনে রাখলো। দুপুর বেলা একবার তারা দ্বীপে এসেছিল খাবার জন্যে, আর বাকি সমস্ত দিন ধরে' ঐ কাজেই কেটে গেল। জাহাজের যত ছোট ছোট তাঁবু, চট-কাপড়, ক্যাম্বিশ কাপড়, দড়ি, রসি, পাকানো দড়া, ছোট ছোট পিপা, করাত, কাটারি, বাটালি, জাঁতা, শান দেবার কল, বড় বড় পেরেক, হুক্, তক্তা, জাহাজের কেবিনের যত চেয়ার, টেবিল, কাপড়, জামা, বাণ্ডিল বাণ্ডিল মোমবাতি, দু'থলে চা, দু'থলে কফি, পঞ্চাশ থলে চাল, দু'থলে বিস্কুট, প্রচুর নোনা মাংস, ময়দা, একটা বড় পিপা, খাবার জল, পার্ব্বতী দেবীর ঔষধের বাক্স প্রভৃতি জিনিষ আন্‌তে আন্‌তে বেলা চারটে বেজে গেল। অত ভারী সব মাল নিয়ে অত বার আনাগোনা করাতে নৌকার তলাকার গর্ত্তটুকু থেকে বেশ জল উঠতে লাগল।

তাই দেখে শোভান বল্‌লে—"এখনো বেশ বেলা রয়েছে, কিন্তু নৌকার যা অবস্থা তাতে তার উপর আর সাহস করা চলে না। তবে একটা কাজ হ'তে পারে, জাহাজের জন্তুগুলো এইবার দ্বীপে চালান দেওয়া যাক্। অতগুলো শূয়র নৌকা করে' নিয়ে গেলে তারা এমন ছট্‌ফট্ করবে যে নৌকা সামলানোই দায় হ'বে, তার চেয়ে জাহাজ থেকে ওদের জলে ফেলে দি, সাঁতার দিয়ে দ্বীপে উঠবে।"

শোভান তখন প্রথমে একটা শূয়রকে দু'হাতে করে' তুলে জাহাজ থেকে সমুদ্র জলে ফেলে দিল। সাঁতরে দ্বীপে যায় কি না

দেখা যাক্।

শূয়রটা প্রথমে জলে পড়ে ডুবে গেল, তারপর ভেসে উঠে আঁকপাঁক করতে করতে একই জায়গায় ঘুরতে লাগল, যেন জাহাজে ওঠবার মতলব। সে দিকে কোন উপায় নাই দেখে শেষে সে জলের উপর নাক উঁচু করে পাঁইপাঁই করে জল কেটে দ্বীপের দিকে চলতে লাগল। ডেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে সুশীলবাবু, শোভান ও সুবীর শূয়রের কাণ্ড দেখছিল। শেষে সত্যি সত্যি শূয়রটা দ্বীপের পানে গেল দেখে সুবীরের দু'চোখ কৌতুকের আভায় নেচে উঠল। কিন্তু সে আনন্দ তাদের বেশীক্ষণ রইল না।

সমুদ্রের পানে আঙ্গুল দেখিয়ে শোভান বললে—"ঐ দেখুন, কি ভয়ঙ্কর একটা কালো হাঙ্গর শূয়রের পিছনে ছুটছে! আর বেচারার রক্ষা নেই।"

সকলে সমুদ্রজলে তাকিয়ে দেখল একটা ভয়ঙ্কর হাঙ্গর তীরের মত ছুটে চলছে শূয়রের পিছনে; শূয়রটাও প্রাণের ভয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে আকুপাকু হয়ে দ্বীপের দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু জলের ভিতর হাঙ্গরের কাছে কে কবে রক্ষা পেয়েছে? নিমিষের মধ্যেই শূয়রটা একবার অসহায় আর্ত্তস্বরে গর্জ্জিয়ে উঠে জলের মধ্যে তলিয়ে গেল।

তিনজনে আতঙ্কে বিভোর হয়ে বিস্ময়-বিগাঢ় চোখে চেয়ে রইল।

শোভান্ বললে—"দেখলেন সুশীলবাবু, এখানকার জলে হাঙ্গরদের কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সকালে যে একটা ছেলেকে নেয়নি এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিন।"

তখন আর জলে না ছেড়ে বাকি চারিটির পা বেঁধে শূয়রগুলোকে

নৌকায় তোলা হ'ল। সঙ্গে মুরগীগুলোও নেওয়া হ'ল। তাদের দ্বীপে রেখে এসে ফের ছাগল ও ভেড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গরুটার অবস্থা তখন এমন যে তাকে আর নৌকায় তোলা গেল না। তার মুখের কাছে কিছু খড় ও খানিকটা খাবার জল রেখে ও জন্তুদের খাবার জন্য কয়েক থলে ছোলা ও মটর নিয়ে তারা দ্বীপে ফিরে এল।

দ্বীপে উঠে দেখে ছাগল ভেড়াগুলো ঠিক আছে, কিন্তু বাঁধন খুলে শূয়র ও মুরগীগুলো অদৃশ্য হয়েছে।

শোভান বল্‌লে—"যাক্, বেটারা পালিয়েছেভালোই হ'ল। দেখবেন কয়েক মাসের মধ্যেই তারা সংখ্যায় কি রকম বেড়ে উঠেছে!"

পাহাড়ী তা'দের জন্য গরম কফি তৈরী করে দিল। তাই পান কর্‌তে কর্‌তে তারা গল্প কর্‌তে লাগল।

শোভান বল্‌লে—"আজ যে সব জিনিষ আন্‌লুম কালকে সে সব গুছিয়ে রাখতে সমস্ত দিন যাবে। প্রথমে আমাদের আর একটা তাঁবু খাটাতে হ'বে, জিনিষগুলো রাখবার জন্য।"

সুধীর জিগ্‌গেস কর্‌লে—"তারপর পরশু দিন কি হ'বে?"

শোভান বল্‌লে—"এদিকে একটু সব গুছিয়ে আমরা বেরুবো দ্বীপ-টাকে বেশ ভালো করে ঘুরে দেখবার জন্য। তারপর একটা মনের মতন জায়গা বেছে নিয়ে একটা ভালো বাড়ী কর্‌তে হ'বে। কারণ আর ছ'মাসের মধ্যেই ভীষণ বর্ষা আস্‌বে।"

সুধীর বল্‌লে—"বাড়ী! বাড়ী কি দিয়ে তৈরী কর্‌বে শোভান? এই নির্জ্জন দ্বীপে বাড়ী তৈরী করবার মাল-মশলাই বা পাবে কোথায়?"

শোভান বল্‌লে—"যে দ্বীপে এত লক্ষ লক্ষ নারিকেল গাছ রয়েছে সে দ্বীপে আবার বাড়ী তৈরী কর্‌বার ভাবনা! নারিকেল গাছের মত এমন উপকারী গাছ আর পৃথিবীতে নেই। তার কাঠ দিয়ে ঘর তৈরী করো, পাতা দিয়ে চাল ছাও, ঝুড়ি, টুকরি তৈরী করো, গাছের ছাল ও নারিকেলের ছোবরা হ'তে দড়ী, সুতো, মাছ ধরবার জাল তৈরী করো, ফলের শাঁস ও জল খাও, শাঁস হ'তে খাবার তৈরী করো, রান্না করবার বাতি, জ্বালাবার তেল বানাও, নারিকেলের মালা গুলোকে বাটী করো। জলমগ্ন জাহাজের অসহায় নাবিকদের জন্যই বোধ করি ভগবান এই সব নির্জ্জন দ্বীপে এত প্রচুর নারিকেল গাছ সৃষ্টি করেছেন।"

পরদিন সকাল বেলা একটা নূতন তাঁবু খাটিয়ে তা'রা তার মধ্যে সেই সব জিনিষ গুছিয়ে রাখ্‌লো।

দুপুর বেলা খেতে বসে শোভান্ বল্‌লে—"সুশীলবাবু, কাল সকালে বেরুতে হ'বে দ্বীপটাকে ঘুরে দেখবার জন্য, এখন বলুন কে কে যাবে?"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"আমি আর তুমি, শোভান।"

পার্ব্বতী দেবী নিকটেই বসেছিলেন, স্বামীর কথায় সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলে উঠলেন, "আর আমি একা এই ছেলেদের নিয়ে পড়ে' থাক্‌বো? তা হবে না।"

শোভান বল্‌লে—"আপনি ঠিক বলেছেন, আপনাকে একা রেখে যাওয়া উচিত হ'বে না। সুশীলবাবু, আপনার যাওয়া হ'তে পারে না।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"তবে কে যাবে?"

শোভান বল্‌লে—"আমি যাবো, আর আমার সঙ্গে আর একজন যাবে।"

মাণিক লাফিয়ে উঠে বলে উঠ্‌ল—"আমি যাবো, বাবা।"

শোভান বল্‌লে—"তা হ'লে তোমাকে সামলাবার জন্য আর একজনের দরকার। আমি বলি কি, সুবীর ছেলে মানুষ হলেও কাজের লোক, সুবীর আমার সঙ্গে চলুক।"

শোভানের কথায় সুবীরের কিশোর অনুসন্ধিৎসু মন আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। সে কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে এমন ভাবে শোভানের দিকে চেয়ে রইল যেন শোভানের মত প্রাণের বন্ধু তার আর কেউ নেই। কিন্তু অজানা অচেনা দ্বীপের মধ্যে ছেলেকে ছেড়ে দিতে পার্ব্বতী দেবীর মন সর্‌ল না। তিনি আপত্তি কর্‌লেও স্বামী সে আপত্তি শুন্‌লেন না।

শোভান সান্ত্বনার ছলে বল্‌লে—"আমি একলাই যেতুম, কিন্তু পথে বিপদ আপদও হ'তে পারে, তাই সুবীরকে সঙ্গে নিচ্ছি। কাল বুধবার, কাল সকালে যদি বেরুই তা হ'লে ফিরবো হয় শুক্রবার সন্ধ্যায়, না হয় শনিবার সকাল বেলায়। তার বেশী দেরী হবে না, জান্‌বেন। সুবীর এখন চলো, কালকের যাওয়ার ব্যবস্থা করিগে, সঙ্গে থলে ক'রে খাবার ও বোতল ক'রে জল রাখতে হ'বে, আর নিতে হবে একটা বন্দুক, কিছু বারুদ, ও একটা বড় কুড়ুল আমার জন্য, আর একটা ছোট কুড়ুল তোমার জন্য। বেশী জিনিষ নিলে আবার পথ চল্‌তে কষ্ট হ'বে। বাঘা ও জ্যাক্‌কেও সঙ্গে নিতে হ'বে, অচেনা দ্বীপে ওদের দিয়ে অনেক উপকার পাওয়া যাবে, আর মলি এখানেই থাক্‌বে।"

শোভান ও সুবীর তখন উঠে কালকে যাত্রার জন্য জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিতে লাগল। পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় পার্ব্বতী দেবীর চোখের দৃষ্টি বেদনায় গভীর হ'য়ে উঠল। অতি কষ্টে নিজ ভারাতুর হৃদয়কে সংযত করে' তিনি তাঁবুর মধ্যে উঠে গেলেন।

## তেরো

পরদিন সূর্য্য ওঠবার আগেই শোভান ঘুম থেকে উঠে চুপি চুপি সুবীরকে ডাকতে লাগ্‌ল। তার মতলব পার্ব্বতী দেবী ওঠবার আগেই তারা বেরিয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি যাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করে' দু'জনে পিঠে দু'টো থলে নিল, তাতে ছিল শুক্‌নো নোনা মাংস, বিস্কুট ও অন্যান্য খাদ্য ও খাবার জন্য দু' বোতল জল। শোভান এক হাতে নিজ বন্দুক, অপর হাতে একটা কুড়ুল ও কোমরে জড়িয়ে নিল দু'গাছা বড় দড়ি, যদি পথে কোথাও কুকুর দু'টাকে বাঁধবার দরকার হয়। সুবীর এক হাতে একটা ছোট কোদাল ও অপর হাতে কুড়ুল নিল। বাঘা ও জ্যাক পাশেই দাঁড়িয়েছিল; কোথাও যে যেতে হ'বে তা তারা বেশ বুঝতে পার্‌ছিল। তখন শোভান ও সুবীর জলের বড় পিপা হ'তে পেট ভরে জল খেয়ে নিল, কুকুরদেরও আশ মিটিয়ে জল খেতে দিল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তা'রা তাঁবু হ'তে বেরিয়ে নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল।

পথে যেতে যেতে শোভান বল্‌লে—"এখানে শুধু নারিকেল গাছের জঙ্গল, লক্ষ লক্ষ নারিকেল গাছের মধ্যে পথ হারানো খুবই সম্ভব; তাই যাতে ফেরবার সময় পথ না হারিয়ে যায়, তার জন্য আমাদের একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। প্রত্যেক দশ বারোটা অন্তর গাছের উপর কুড়ুলের ঘা মেরে চিহ্ন করে' রেখে যেতে হ'বে। তুমি বাঁ দিকের গাছে ডান হাতে কুড়ুলের ঘা দেবে, আমি ডান দিকের গাছে বাঁ হাতে কুড়ুলের ঘা দেব। এতে ফেরবার সময় পথ হারাবার ভয় থাকবে না। আমরা কোন দিকে, চলেছি তা জান্‌তে হ'বে, তার জন্য ক্যাপ্‌টেনের এই কম্পাস আমাদের ব্যবহার কর্‌তে হ'বে, তাই আমি সঙ্গে করে' এটাও এনেছি। এখন না হয় দিনের বেলায় সূর্য্য দেখে দিক চিন্‌তে পারবো কিন্তু সন্ধ্যা হ'য়ে গেলে ও রাত্রির বেলায় বা মেঘলা দিনে তা পারবো না।"

সুবীর বল্‌লে—"সে তো বুঝলুম, কিন্তু সঙ্গে আমাকে এই কোদালটা নিতে বল্‌লে কেন?"

শোভান বল্‌লে—"কোদালটা নিতে বললুম এই জন্য যে রকম করে' হোক দ্বীপের কোথাও খাবার জল খুঁজে বার কর্‌তে হ'বে। যদি একান্ত জল না পাওয়া যায় তা হলে শীঘ্রই আমাদের এ দ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র যাবার জোগাড় করতে হ'বে। সমুদ্রের ধারে বালি খুড়ে জল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তা বড় কষা ও নোনা, ও তা খেলে পেটের অসুখেরও ভয় আছে।"

সুবীর জিগ্‌গেস কর্‌লে—"এখন যাবে কোন দিকে, শোভান?"

শোভান বল্‌লে—"দ্বীপের পিছন দিকে, মনে হয় সন্ধ্যার মধ্যেই সেখানে পৌঁছুতে পারব। আমরা যেখানে তাঁবু ফেলেছি সেটা হচ্ছে দ্বীপের সম্মুখ দিক, কারণ এসব দ্বীপে বাতাস প্রায় এক দিকেই বয়। এখন বাতাস বইছে তাঁবু থেকে আমরা যেদিকে চলেছি সেই দিকে—তা' হ'তে দ্বীপের সম্মুখ দিক ও পিছন দিক ঠিক করতে পেরেছি।"

এমন সময় কুকুর দুটো হঠাৎ গর্জ্জন ক'রে' সামনের দিকে ছুটে গেল।

চমকে উঠে সুবীর বল্‌লে—"ও কি, শোভান?"

শোভান বল্‌লে—"চুপ, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি এগিয়ে দেখি।"

শোভান তখন বন্দুকটা ঠিক করে' বাগিয়ে সন্ত্রস্ত পদে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সামনে এক জায়গায় প্রচুর ঝরা নারিকেল পাতা জড়ো হয়েছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে কুকুর দুটো ভীষণ গর্জ্জন ও চীৎকার করছিল। হঠাৎ সেই নারিকেল পাতার তলা হ'তে শূয়র চারটে বেরিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে' ছুটে পালালো। বাঘ ও জ্যাক্ ও তা'দের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। শোভান ও সুবীর অনেক ডাকাডাকি করতে তবে তারা ফেরে। সুবীর তখন একটু সাহসের হাসি হেসে বল্‌লে,—"আমার তো রীতিমত ভয় হয়েছিল, শোভান।"

শোভান বল্‌লে,—"এই নির্জ্জন অজানা দ্বীপে ভয় হ'বার তো কথাই, তবে ভবিষ্যতে শূয়রের চেয়ে আর কিছু ভয়ঙ্কর না ঘটে।"

চল্‌তে চল্‌তে সুবীর বল্‌লে—"শোভান, তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে বলেই আমরা আজ এতখানি সাহস করে' এই জনহীন দ্বীপে দিন কাটাচ্ছি। হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের মনের জোর যে কত বেশী তার

প্রমাণ তুমি। সত্যি, তোমাদের বুকের সাহস, মনের তেজ, প্রাণের ক্ষিপ্রতা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। আমার মনে আছে বছর দুই আগে একবার বাবার সঙ্গে আমাদের কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গার উত্তরে মুসলমানদের যে গোরস্থান আছে সেখানে বেড়াতে গেলুম। সেখানে যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা জীবনে আমরা কখনো ভুলবো না। এক ধারে দেখি কতকগুলো লোক জড় হ'য়ে রয়েছে—সেই মাত্র বুঝি কাউকে মাটি দেওয়া হ'ল। বছর ষোল সতেরো একটা ছেলে, বোধ হয় তার মা'কে কবর দিয়েছে—তার সে কি দারুণ শোকের অভিনয়। দেখে আমারও চোখ দিয়ে জল আসতে লাগল। সুন্দর ছিপছিপে ছেলেটি—মাথায় একমাথা চুল, পরনে প্রিন্স-রোজ লুঙি, গায়ে ঢিলে-হাতা সিল্কের পাঞ্জাবী, ঠোঁট মুখ থুতনি পানের পিচে লাল টকটক করছে। ছেলেটির সে কি কান্না, সে কি দুর্ন্নিবহ শোক। একেবারে পাগল হ'য়ে এমন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করেছে যে কেউ তাকে সামলে রাখতে পারছে না। একবার বুক চাপড়াচ্ছে, একবার কপাল খুঁড়ছে, আবার লাফিয়ে উঠে শূন্যে দু হাত মেলে হা আল্লা হা আল্লা করে' সমস্ত গোরস্থান কাঁপিয়ে তুলছে। যেন আল্লাকে একবার পেলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে' নেয়। মৃত্যুর শোকে সে কি অসংযত পাগল চেহারা। নধর সতেজ লাউডগার মত লকলকে, আরব্য ঘোড়ার মত তেজী তার সুশ্যাম দেহ—তার উপর সেই মর্ম্মন্তুদ দুঃখের অভিনয়। কখনো সে ছুটছে, কখনো চাতালের উপর বসছে, আবার ছুটে দৌড়ে লাফালাফি করে' হা আল্লা আল্লা করে' চেঁচিয়ে উঠছে। সে দৃশ্য, সে ছেলেটির কথা আমি কখনো ভুলবো না।"

সুধীরের কথা শুনে শোভান হাস্‌তে লাগল।

প্রায় দুই ঘণ্টা একটানা চলে' শেষে ক্লান্ত হয়ে তারা একটি ছায়া-শীতল জায়গায় গিয়ে বস্‌ল। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে জিরিয়ে নিয়ে পরে থলের ভিতর হ'তে খাবার বার করে' খেতে আরম্ভ কর্‌ল। কুকুর দু'টোও পাশে বসে' খাবার প্রত্যাশায় তাদের দিকে চেয়ে রইল।

শোভান বল্‌লে,—"কুকুর দু'টোকে খালি বিস্কুট দাও, মাংস বা জল দিও না।"

কুকুর দু'টো অত্যন্ত গরম হ'য়ে জিভ বার করে' হাঁপাচ্ছিল, তাই দেখে সুধীর বল্‌লে—"বড় হাঁপাচ্ছে, একটু খানি জল দি।"

শোভান বল্‌লে—"না, প্রথমতঃ আমাদেরই হয়তো জলে কুলাবে না, দ্বিতীয়তঃ ওদের জল খেতে না দিলে, ওদের পিপাসা ক্রমশঃ বাড়বে ও কোথাও মাটির তলায় জল থাক্‌লে সহজে খুঁজে বার কর্‌বে। এ ক্ষমতা ভগবান শুধু পশুদের দিয়েছেন, মানুষকে দেন নি। এইবার ওঠ, এখনো ঢের হাঁট্‌তে হবে।" তখন পুনর্বার তারা সেই নারিকেল বনের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সুধীর বল্‌লে—"কখন এ-বন শেষ হ'বে, শোভান? নারিকেল গাছের গুঁড়ি দেখে দেখে চোখ যে টাটিয়ে গেল।"

ঘণ্টাখানেক চলবার পর তা'রা দেখ্‌তে পেল জমি আর আগের মত সমতল নয়, চারিদিকে বেশ ঢিপির মত দেখা দিচ্ছে। দু'একটা ছোট ছোট গোল পাহাড়ও তাদের পথে পড়্‌ল, কিন্তু সে সব নিতান্তই ছোট। এখানেও নারিকেল গাছের বেশ নিবিড় জঙ্গল। শেষে তারা একটা মাঝারি গোছের পাহাড়ের উপর উঠে

দেখে, পাহাড়ের ওদিকে জমি খুব ঢালু হয়ে গেছে। সেখানে নারিকেল গাছের সংখ্যা খুবই অল্প। তা'রা প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে একটা প্রকাণ্ড শিলাময় গর্ত্তের ভিতর এসে পড়ল। সেখান হ'তে পুনরায় অনেক কষ্টে অপর দিকে উঠে আর একটা পাহাড়ের উপর গিয়ে তা'রা চড়ল। সেখান হ'তে তা'রা সাম্‌নে চেয়ে দেখ্‌ল, অসীম বিস্তৃত তরঙ্গ-ফেনিল সুনীল সমুদ্র রৌদ্রালোকে ঝলমল ক'রে হাসছে। দূর হতে সমুদ্রকে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। স্তব্ধ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সেই উদ্বেল রূপ, সেই মহান্‌ দৃশ্য, সেই অপূর্ব্ব কান্তি সুবীর যেন চক্ষুময় হ'য়ে পান করতে লাগল। শেষে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে সে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—"কি সুন্দর! কি সুন্দর! এতদিন তো কেবল সমুদ্রই দেখে আস্‌ছি, কিন্তু এখান হ'তে আজ সমুদ্রকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। সমুদ্রের এত সুন্দর, এমন অপূর্ব্ব রূপ আমি কোন দিন দেখিনি। কি বিশাল স্বচ্ছ সুনীল জল! জলের উপর কে যেন আকাশের সমস্ত দীপ্তি, সমস্ত জ্যোতি, সমস্ত নীলিমা, উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে। দ্বীপের ও-দিকটা ভেবেছিলুম কত সুন্দর, কিন্তু এ-দিকের কাছে সে কিছুই নয়। এখানে এলে মা'র কি আনন্দই না হ'বে।"

বাস্তবিক, সে জায়গাটা খুবই চমৎকার। সামনে অসীম অগাধ সমুদ্র। সমুদ্র কোল হ'তে প্রায় সিকি মাইল পর্য্যন্ত পরিষ্কার সমতল বালুময় বেলাভূমি। তারপর হ'তেই আরম্ভ হয়েছে সুনিবদ্ধ শ্যামল নারিকেল গাছের নিবিড় বন। সুবীর ও শোভান যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেটা একটা ছোট পাহাড়ের মত উঁচু ঢিবি। সামনে একেবারে সোজা প্রায় ত্রিশ হাত নীচু নেমে গেছে। নীচে বড় বড় শিলাখণ্ড চারিদিকে

বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে, সেখান হ'তেই আরম্ভ হয়েছে উজ্জ্বল মসৃণ বালুকণার বিস্তৃত সমারোহ। সমুদ্রতীরের জলের মধ্যেও বড় বড় পাথর। সেখানকার জল কলের জলের মত নির্ম্মল, দিঘীর জলের মত শান্ত অলস ও স্বচ্ছ। কেবল তীর হ'তে কিছু দূরে সমুদ্রের মাঝে শিলাময় চরের উপর ঢেউগুলি সশব্দে ফেনিল দীপ্তি-ছটায় সহস্রধারে ভেঙে পড়ছে। সে সব শিলাময় চর সমুদ্রের বুকের উপর বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে। তার উপর লক্ষ লক্ষ দীর্ঘচঞ্চু পেলিক্যান, সাগর-কপোত প্রভৃতি জলচর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে বসে' বিপুল শব্দে সেথাকার নিস্তব্ধতা মথিত করে' তুলছে। কেউ বা নীলাভ আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, আবার কেউ বা সমুদ্রজল হ'তে ছোঁ মেরে মাছ তুলে' পাথরের উপর গিয়ে বসছে।

অবশেষে শোভান বললে—"আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। খাবার জল যেমন করে' হোক খুঁজে বার করতে হ'বে, তা না হ'লে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু, কারণ ভেবেছিলুম দ্বীপের এদিকের সমুদ্রে আরো দ্বীপ আছে, কিন্তু সমুদ্রের বুকে কোন দ্বীপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিনা। এই দ্বীপেই আমাদের থাকতে হ'বে। এস, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।"

খাওয়া শেষ হ'লে পর তা'রা সেই স্থান হ'তে সাবধানে নেমে সমুদ্রের কিনারার পানে চলল। প্রথমে শোভান ঘুরে ঘুরে খুঁজে দেখতে লাগল সমুদ্র হ'তে কোথাও যদি কোন সঙ্কীর্ণ খাল দ্বীপের ভিতর পর্য্যন্ত এসে থাকে, কারণ তেমন ধারা খালে পরিষ্কার জল পাওয়া সম্ভব। তেমন দু'একটা খাল তা'রা দেখতে পেলেও তার জল খাবার উপযুক্ত নয়। কুকুর দুটো অসহ্য পিপাসায় নিতান্ত কাতর হ'য়ে প'ড়ছিল, তারা সেই খালের জল খেতে গেল, কিন্তু খানিকটা খেয়ে মুখ বিকৃত করে'

তারা ফিরে এল। খালের মধ্যে বহুবর্ণায়মান্ শত শত প্রবাল পড়েছিল; সে সব দেখতে অপূর্ব্ব সুন্দর; যেমন রঙের বাহার, তেমন লীলায়িত অপরূপ গড়ন। জলের ঐ কিনারায় ফুলের মত কিসব ফুটেছিল, সুবীর যেমন একটা ছিঁড়তে গেছে, অমনি তার আঙুলের স্পর্শে ফুলটা বুজে গেল।

অবাক হ'য়ে শোভানের মুখে তাকাতে শোভান বল্লে—"ও গুলো ফুল নয়, সামুদ্রিক জীব, ওর নাম সাগর-কুসুম, ইংরাজীতে বলে সি-এ্যানিমন্। সুবীর, দেরী করলে চলবে না। যদি আমাদের এদিকে উঠে আস্তে হয়, তা হ'লে অত জিনিষ পত্র এতখানি নারিকেল গাছের বনের মধ্যে দিয়ে আনা অসম্ভব; নৌকা ক'রেই আন্তে হ'বে, কিন্তু সমুদ্রের উপর যে রকম শিলাময় চর, তার মাঝে কোন রকম পথ না পেলে নৌকা তীরে আনা যা'বে না। এস দেখি, যদি কোথাও কোন ফাঁকে পথ দেখতে পাওয়া যায়।"

শোভান ও সুবীর তখন সমুদ্রের কিনারা ধরে' চলতে লাগল। হঠাৎ একটা কালো গোল জিনিষ দেখতে পেয়ে সুবীর চেঁচিয়ে উঠ্‌ল— "শোভান, দেখ দেখ, ওটা কি চলেছে?"

শোভান বললে—"একটা বড় সামুদ্রিক কচ্ছপ। এই সময় প্রায় সন্ধ্যাবেলা ওরা জল হ'তে তীরে উঠে আসে ডিম পাড়বার জন্য।"

—"ওটাকে ধরা যায় না?"

—"খুব ধরা যায়, ওটার পিছনে গিয়ে যাতে আর সমুদ্রের দিকে ছুটে না পালাতে পারে—তাড়াতাড়ি দু'টা পা ধরে' উল্‌তে ফেল্‌লেই হ'ল। একবার ওলটাতে পারলে আর পালাবে না—ওখানেই

পড়ে' থাকবে। তবে খুব সাবধানে যেতে হয়, কারণ যদি জানতে পারে আমাকে ধরতে আসছে তা হ'লে পিছনকার পা দুটো দিয়ে এমনি বালি ছুঁড়বে যে অন্ধ করে' দেবে।"

—"তবে চল ধরিগে।"

—"না, মিছিমিছি ধরে' কি হ'বে? ওটাকে আমরা তাঁবুতে নিয়ে যেতে পারব না, আর ওখানে ফেলে রাখলে রোদের তাপে ম'রেও যাবে। অকারণে কোন জীবের প্রাণ নষ্ট করা ভাল নয়। তবে খাবার জন্য আমাদের কচ্ছপের খুব প্রয়োজন হ'বে, তা'র জন্য আমাদের করতে হ'বে একটা যেমন-তেমন পুকুর—তাতে কচ্ছপ ধরে' ধরে' রাখা যাবে, কারণ বছরের এই সময়েই শুধু ওরা তীরে ওঠে। পুকুরটা এমন করে' করতে হবে, যাতে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ থাকে, আবার উঠে পালাতেও না পারে। সমুদ্রের ধারে এত পাথর রয়েছে, জলও খুব কম, ওই একটা পাথর দিয়ে ঘিরে পুকুরের মতন করতে হ'বে।"

শোভানের কথায় ও এক পুকুর কচ্ছপ হ'বে শুনে সুবীরের চোখমুখ আনন্দে নেচে উঠল।

দু'জন ক্রমাগত সমুদ্রতীর ধরে' চলতে লাগল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার কোমল ম্লানিমায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় তারা নারিকেল বনের প্রায় শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হ'ল। সামনে চেয়ে দেখে দ্বীপের অপর প্রান্তে জলের উপর বহু দূরে আর একটা দ্বীপ। সেটা মনে হ'ল আরও বড়। কিন্তু সে দ্বীপে যাওয়া দুষ্কর।

শোভান বললে,—"আজকে আর নয়, সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে, এখন

চল খেয়ে নিয়ে একটা রাত কাটাবার মতন জায়গা খুঁজে বার করি।”

এক জায়গায় বেশ উঁচু মতন ছিল, সেখানে উঠে প্রচুর নারিকেল-পাতা দিয়ে তারা শোবার ব্যবস্থা করল।

সমস্ত দিনের পথ চলার ক্লান্তিতে কুকুর দু’টো খুব হাঁপাচ্ছিল।

তা’ দেখে সুবীর জিগগেস করলে—“একটুখানি জল খেতে দি ?

শোভান বললে—“না, ওদের পিপাসা যত বাড়বে, জল খুঁজে বার কর্‌বার শক্তিও তত তীক্ষ্ণ হ’বে। আজকে জল খেতে না দিলে কালকে হয়ত ওরা জলের সন্ধান বলে দেবে।”

সমস্ত দিন হেঁটে তা’রা শ্রান্ত হয়েছিল খুব, তাই খুব শীঘ্রই দু’জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর দিন সকাল বেলা উঠে তারা পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ’ল।

## চোদ্দ

শোভান বললে—"বেরোবার আগে কিছু খেয়ে নেবে সুবীর ?"

সুবীর বললে—"না, কুকুর দুটোর পানে চেয়ে আমার আর কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, দেখছ না, কি রকম জিভ্ বার করে' হাঁপাচ্ছে আর করুণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকাচ্ছে।"

শোভান বললে—"সব দেখেছি, কিন্তু ওদের এখন জল দেওয়া চলবে না, সেটা নিষ্ঠুরতা নয় জেনো, বরং ওদের ও আমাদের মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করছি। বেশ, পরে খাওয়া হবে, এখন ঐ যে সামনে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে ও দিকে যাওয়া যাক্।"

কিছুদূর যেতেই তারা একটা বালুময় জমির উপর এসে উপস্থিত হ'ল। এখানটা সমুদ্র হ'তে অনেকখানি দূর। সমুদ্রতীর হ'তে এত দূর

পর্য্যন্ত বালি প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, তারপরই আরম্ভ হয়েছে নারিকেল গাছের বন। সেই বালুকাময় জমির উপর এসে তা'রা লক্ষ্য করলো কুকুর দু'টো বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে ও বালির উপর নাক দিয়ে কি যেন অনবরত শুঁক্‌ছে। শোভান ও সুধীর দাঁড়িয়ে কুকুর দু'টোর রকম দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে কুকুর দুটো সেইখানে শুয়ে পড়ে থাবার নখ দিয়ে বালি আঁচড়াতে লাগল।

শোভান বল্‌লে—"দেখছ সুধীর কুকুরের কাণ্ড, ওদের কেন জল দিতে বারণ করেছিলুম তা এখন বুঝতে পারছ? জলের কষ্ট বড় কষ্ট—সে কষ্ট হ'তে ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন। সমুদ্র হ'তে এখানকার বালি অনেক দূর, বর্ষায় এ সব বালির ভিতর জল ঢোকে, তাই মনে হচ্ছে এখানে বেশ পরিষ্কার খাবার জল পাওয়া যাবে।"

কুকুর দু'টো তখন প্রাণপণে বালি আঁচড়াচ্ছিল। তাদের আর কষ্ট না দিয়ে শোভান কোদাল নিয়ে সেখানকার বালি খুঁড়তে লাগ্‌ল। খানিকটা খুঁড়েই বেশ ভিজে বালি পাওয়া গেল। কুকুর দু'টা পিপাসায় এতই কাতর হ'য়ে পড়েছিল যে তাদের সরিয়ে কোদাল চালানো যাচ্ছিল না। যাই হোক্‌ কিছুক্ষণ পরেই বেশ কুলকুল্‌ করে' বালি চুঁয়ে জল বেরুতে লাগ্‌ল। সেই জলে নাক ডুবিয়ে কুকুর দু'টো পেট ভরে জল খেয়ে নিল। শোভান আরো কিছু খুঁড়তে আরো জল বেরুতে লাগ্‌ল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাদের সামনে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত জলে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তখন শোভান ও সুধীর সেই জল আকণ্ঠ পান করে' দেহে মনে নিশ্চিন্ততার নিবিড় শান্তি ও তীব্র উন্মাদনা লাভ করলো। একটু কষা হ'লেও সুন্দর পরিষ্কার জল।

শোভান বল্‌লে—"কিন্তু এখানে জল রাখলে চল্‌বে না, রোদের তাপে ভয়ঙ্কর গরম হ'য়ে উঠবে, বালির মধ্যে জলের স্রোত দেখে ঐ নারিকেল গাছের তলায় গর্ত্ত খুঁড়তে হ'বে, ওখানে জল ঠাণ্ডাও থাকবে, ও বছরের কোন সময়ে জলের অভাব হ'বে না। সারা বছর আমরা নিশ্চিন্ত মনে কাজও করতে পারব। যাক্ জল তো পাওয়া গেল, এই বার দ্বিতীয় কাজটুকু করতে হ'বে। নৌকা করে' আস্‌বার মত একটা পথ খুঁজে বার কর্‌তে হ'বে এবার।"

সিকি মাইল চলবার পর তারা ডাঙ্গার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুল। সেখানে সমুদ্রের কোল হ'তেই আরম্ভ হয়েছে খুব গভীর জল, আশে পাশে পাথর থাকলেও মাঝখানটা দিয়ে নৌকা চালাবার মত বেশ একটা পথ চলে' গেছে দূর সমুদ্র পর্য্যন্ত। জল কিন্তু কাঁচের মত পরিষ্কার, কোথাও এটটুকু ঢেউ নেই। জলের ভিতর অনেক নীচু পর্য্যন্ত সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কত রকমের ছোট বড় মাছ মনের আনন্দে জলের ভিতর খেলা করে' বেড়াচ্ছিল।

সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সুবীর ও শোভান মাছের খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

জলের ভিতর একটা পাথরের কোলে আঙ্গুল বাড়িয়ে শোভান বল্‌লে—"দেখ্‌ছ, কি রয়েছে?"

সুবীর ঝুঁকে দেখল সেই শান্ত নির্ম্মল জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর শুয়ে।

শোভান বল্‌লে—"এখানকার জলে খবরদার নেমো না, দ্বীপের ও দিকের জলে যদি একটা হাঙ্গর থাকে, তা হ'লে এখানে আছে একশো'টা, কারণ হাঙ্গর দ্বীপের পিছন দিকেই দল বেঁধে থাকে।"

সেখান হ'তে সবে' এসে শোভান বললে—"আর আমাদের এখানে থাকবার দরকার নেই, কারণ যে দুটো জিনিষ খুঁজছিলুম—খাবার জল ও নৌকা আনবার পথ—তা পাওয়া গেছে। এখন বেলা বারোটা, এখন ফিরলে সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো। তোমার মা'ও ওদিকে খুব ভাবছেন।"

গাছের ছায়ায় বসে' পেট ভরে' খেয়ে নিয়ে তা'রা গাছের উপর কুড়ালের চিহ্ন দেখে তাঁবুর দিকে ফিরতে লাগল। আসবার সময় গাছের উপর কোপ মেরে পথ খুঁজে আসতে অনেক দেরী হয়েছিল, এখন সেই পথে ফিরে যেতে বেশী সময় লাগল না। তারা বেরিয়েছিল বেলা বারোটার সময়, বেলা চারটার মধ্যেই তা'রা নারিকেল বন পেরিয়ে সমতল ভূমিতে এসে পড়ল। যতক্ষণ বনের মধ্যে তারা ছিল, গাছের পাতা ঝড়ে খুব সাঁই সাঁই করছিল, এখন ফাঁকায় এসে দেখে আকাশের রূপ বদলে গেছে। আকাশের সে সুনীল রং আর নেই, সীসের মত কালচে ঘন মেঘে চারিদিক ভরে' উঠেছে। বাতাসেও বেশ একটা চঞ্চল ঝোড়ো ভাব। নানা রকম পাখী সন্ত্রস্ত হ'য়ে চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল ও কর্কশ শব্দে, ভয়ে ডেকে উঠছিল।

প্রকৃতির সেই পরিবর্তন দেখে শোভান বললে—"সুবীর, তাড়াতাড়ি চলো, ভীষণ ঝড় আসছে। ঝড় উঠবার আগেই বাড়ী পৌঁছুতে হ'বে, কারণ ঝড়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হ'বে। এ তোমার কলকাতার ঝড় নয়।"

খানিক দূর যেতেই তা'রা তাঁবু দেখতে পেল। কুকুর দু'টো আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে লাফিয়ে তাঁবুর দিকে ছুটে গেল। ও-দিকে

কুকুরের ডাক শুনে' সুশীলবাবু, পার্ব্বতী দেবী ও পাহাড়ী বাইরে বেরিয়ে এল। ছেলেকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরতে দেখে পার্ব্বতী দেবীর আনন্দ ধরে না।

সুশীলবাবু বল্লেন—"তোমরা ফিরে এসেছ ভালোই হ'ল, ওদিকে ভীষণ ঝড় আস্‌ছে। আমি কি যে করবো ভেবে পাচ্ছিলুম না।"

শোভান বল্লে—"এখানে বর্ষার আগে দিন কতক এরকম ঝড় ওঠে। বর্ষার সময় এখানে পড়ে' থাকলে আমাদের বেশী দিন বাঁচতে হ'বে না। দ্বীপের ওদিকে বেশ সুন্দর জায়গা দেখে এসেছি—খাবার জল ও পাওয়া গেছে—আমাদের শীঘ্রই ওদিকে উঠে যেতে হ'বে। এখন আসুন, আপনি, আমি, সুবীর ও পাহাড়ী মিলে তাঁবু ঠিক করিগে। এ ভীষণ ঝড়ে তাঁবু থাকে কিনা সন্দেহ। ভালো কথা, নৌকাটা জল থেকে তুলে' ডাঙ্গার উপর রাখতে হ'বে। সেইটে আগে সেরে আসি, চলুন।"

চারজনে খাঁড়ির কাছে গিয়ে নৌকাটাকে জল থেকে টেনে তুলে সেই নল-খাগড়ার বনের মধ্যে বেধে দিল, কারণ সমুদ্র জলেও পাহাড় সমান ঢেউ দেখা দিয়েছে।

সমুদ্রের উপর জাহাজের পানে তাকিয়ে শোভান বললে—"আর একবার জাহাজে যেতে পারলে ভালো হ'ত, গরুটাও দেখা হ'ত, আরো জিনিষ পত্রও আনা হোত—কিন্তু তা আর হ বে না। আগে আমাদের তাঁবু ঠিক কর্‌তে হ'বে, তারপর অন্য কাজ।"

তারপর তারা তাঁবুতে ফিরে এসে ঘরের ভিতর হ'তে বড় বড় চট কাপড় বার করে' তাঁবুর উপর মেলে দিয়ে দড়ি দিয়ে টেনে মাটিতে খোঁটা পুঁতে শক্ত করে' বাঁধতে লাগল। সেই ডবল কাপড় ভেদ করে'

বৃষ্টির জল ভিতরে ঢুকতে পারবে না, আর শক্ত করে' দড়ি বাঁধার দরুণ তাঁবুও উড়্‌তে পারবে না। এই সব করতেই প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এল। কিন্তু শোভান তখনো থামলো না। কোদাল নিয়ে তাঁবুর খাল কাটতে লাগল, যাতে জল তাঁবুর ভিতরে না ঢোকে। ওদিকে ঝড়ের বেগও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সমুদ্র-কোলের পাথরের উপর বড় বড় ঢেউ মহাড়ম্বর ও ভীষণ গর্জ্জন করে' আছড়ে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

ঝড়ের দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপ হ'তে তাঁবুগুলোকে রক্ষা করবার যত রকম উপায় থাকতে পারে সব করে' তারা সন্ধ্যার আধ-অন্ধকারে খেতে বস্‌ল। খেয়ে উঠে সকলে তাঁবুর ভিতর যে-যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল; কেবল শুতে গেল না শোভান। ষাট বৎসরের বৃদ্ধ,—তবুও ঝড়ের মাতনের সঙ্গে তার বুকের মাঝে উদ্দাম নাচন জেগে উঠেছে। শোভান সেই ভীষণ ঝড় ভ্রূক্ষেপ না করে' সোজা গেল সমুদ্রের ধারে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক যেন মসীলিপ্ত হয়ে গেছে। সমুদ্রের উপর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু অতি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে পাথরের উপর আছড়ে-পড়া ঢেউএর সাদা ফেনাগুলো। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের দাপটের মাঝে স্থির অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে শোভান নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে রইল অন্ধকারে ঢাকা অসীম সমুদ্রের পানে। বোধকরি সে ভাবছিল জাহাজের কথা, কিম্বা তাদের অদৃষ্টের কথা। কিন্তু সে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ওদিকে ঝড়ের দাপটে তাঁবুর কি অবস্থা হ'ল তা দেখা দরকার। তাই সে পুনরায় তাঁবুর দিকে ফিরল। সেই সময় ভয়ঙ্কর মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। এক একটা বৃষ্টির ফোঁটার কি তীব্র তেজ! তীরের মত তারা গায়ে বিঁধতে

লাগল। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে, সেই ভীষণ ঝড়, সেই ভয়ঙ্কর বৃষ্টির মধ্যে অতিকষ্টে সে তাঁবুতে ফিরে এল। তার ইচ্ছা ছিল তাঁবুগুলো পরীক্ষা করবার। কিন্তু বাইরে আর দাঁড়ায় কার সাধ্য! তাই সে বাধ্য হ'য়ে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে নিজের বিছানার উপর স্থির হ'য়ে বসে' রইল। বাইরে যেন সমস্ত রাত একটা ভীষণ দৈত্য রেগে কেঁদে লুটোপুটি খেতে লাগল। ঝড়ের সেই তীব্র আর্ত্তনাদ শুনলে যেন বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়। মনে হয় বুঝি পৃথিবীর শেষ দিন উপস্থিত। সুশীলবাবু, সুধীর, পার্ব্বতীদেবী, পাহাড়ী কেউই ঘুমোয় নি। বিছানায় কেউ-বা বসে', কেউ-বা শুয়ে।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগও বাড়তে লাগল, বৃষ্টিও অজস্র-ধারায় পড়তে লাগল। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল এইবার বুঝি তাঁবুটা ফেঁসে যায়। যেমন ভয়ঙ্কর ঝড়, তেমনি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ক্ষণস্ফুরণ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম বজ্রাঘাত। প্রতি ঘণ্টায় বোধ করি পনেরো-কুড়িটা করে' বজ্রাঘাত হচ্ছিল—এমনি সমস্ত রাত। এক একটা বজ্রাঘাতে যেন সমস্ত দ্বীপটা থরথর করে' কেঁপে ওঠে। ছেলেরা ঘুম ভেঙে কাঁদতে থাকে, আবার তা'দের ঘুম পাড়ানো হয়, কিন্তু ঘুমুতে না ঘুমুতে আর একটা বজ্রাঘাত। সকলেই নির্ব্বাক নির্ব্বোধ হ'য়ে, অভিভূতের মতো, ভূতের মতো বসে' রইল। প্রকৃতির সেই দুর্দ্ধর্ষ অমিত বিক্রমের নিকট মানুষের শক্তি আর কতটুকু! কখনো তাঁবুর কাপড় যেন সমস্ত ভেতরপানে ঠেলে আসে, কখনো ফুলে' বেলুনের মতো হ'য়ে ওঠে। দড়িগুলো এমন জোরে চড়্‌চড়্ করতে থাকে যেন ছিঁড়ে গেল।

মেয়েদের তাঁবুটা ছিল সব আগে, তার পিছনে পুরুষদের তাঁবু। সেইজন্য ঝড়ের সমস্ত বেগ গিয়ে পড়ছিল মেয়েদের তাঁবুদের উপর। রাত্রি দু'টোর পর হ'তে যেন প্রলয়-নাচন সুরু হ'ল। ঝড়ের সে কি দারুণ বিক্রম, প্রচণ্ড তেজ, দুর্দ্ধর্ষ বেগঘূর্ণি! হঠাৎ সুশীলবাবু আর শোভান এক ভীষণ শব্দ শুনতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাণে গেল পার্ব্বতী দেবী ও পাহাড়ীর করুণ আর্ত্তনাদ! মেয়েদের তাঁবুর বাঁশ পড়ে' গিয়ে তাঁবু খসে' পড়েছে। শোভান ও সুশীলবাবু তাড়াতাড়ি তাঁবু হ'তে বেরিয়ে মেয়েদের তাঁবুর দিকে গেল। সেই ভীষণ ঝড়, দারুণ বৃষ্টি ও গভীর অন্ধকারে সকলে মিলে অতি কষ্টে তাঁবুর কাপড় তুলে মেয়েদের ও ছেলেদের টেনে বার করে। মাণিক তো প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল, তা'কে কোলে নিল শোভান, সুবীর নিল খোকাকে, আর সুশীলবাবু একহাতে স্ত্রীর হাত ধরে' আর এক হাতে কন্যার হাত ধরে' নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে এলেন। সৌভাগ্যবশতঃ কারুর কোথাও আঘাত লাগেনি। অতি কষ্টে ছেলেদের চুপ করানো হ'ল। বাকি সমস্ত রাত ধরে' ঝড়-জল সমানভাবে চলতে লাগল।

অনেক কষ্টে, অনেক প্রতীক্ষায় সে ভয়ঙ্কর রাত শেষ হ'ল। ভোর হ'তেই শোভান তাঁবু হ'তে বেরিয়ে বাইরে এসে দেখে ঝড়ের বেগ ঢের কমে' গেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ থামে নি। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। ঝড়ের বেগে সে-সব হাতীর মত কালো কালো মেঘ উড়ে চলেছিল। বৃষ্টি ও ঝির্ ঝির্ করে' পড়ছিল। জলে কাদায় মাটি এমন পচ্ পচ্ করছে, যে চলা দায়। শোভান সমুদ্রের খাঁড়ির কাছে গিয়ে দেখে খাঁড়ির শান্ত স্বচ্ছ জল ভীষণ আকার ধারণ করেছে। জল যেমন শতগুণ বেড়েছে,

তেমনি ঢেউ ও ফেণার সঙ্ঘর্ষে ফাঁড়িব জল যেন ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। যেখানে জাহাজটা ছিল সেদিকে চেয়ে দেখে জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই। প্রবল ঢেউএর আঘাতে জাহাজ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভেঙে ভেসে গেছে। ভাঙা কাঠ, তক্তা ও ভিতরকার বাক্স প্যাট্রা ও অন্যান্য জিনিষ সব সমুদ্রের চারদিকে ভাসছিল। কিছুক্ষণ পরে সুশীল-বাবুও শোভানের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

শোভান বল্‌লে,—"দেখেছেন জাহাজের অবস্থা, বর্ষা আস্‌বার আগেই আমাদের এ-স্থান ত্যাগ করে' দ্বীপের ওদিকে যেতে হ'বে। মাঝে যে-ক'টা পরিষ্কার দিন পাওয়া যাবে তার মধ্যেই আমাদের সব সেরে নিতে হ'বে। এ-কদিন আমাদের খাটতেও হ'বে খুব। ঝড়ের প্রকোপ অনেক কমে' গেছে, আকাশের মেঘও কেটে যাচ্ছে, মনে হয় শীঘ্রই সূর্য্য দেখা দেবে। এখন চলুন তাঁবুগুলোকে ঠিক করিগে।"

তখন তা'রা তাঁবুতে ফিরে এসে দড়ি ও খুঁটির সাহায্যে তাঁবু দুটোকে ঠিক করতে লাগল। বিছানা-পত্তর সব ভিজে একাকার হয়ে গেছে। সে গুলোকে বাইরে মেলে দিয়ে তা'রা খেতে বসল।

খেতে খেতে শোভান বল্‌লে,—"জাহাজ হ'তে অনেক দরকারী জিনিষ সমুদ্রে ভাস্‌ছে, বেশীক্ষণ জলে ফেলে রাখলে জিনিষগুলো নষ্টও হবে, আবার পাথরেরর উপর আছড়ে পড়ে' বাক্স-পেঁটরাগুলো জলে নৈ-ছৈ হ'বে। আজকে জল থেকে ও-গুলো টেনে তুলি গে চলুন।"

খেয়ে উঠে তা'রা সমুদ্রতীরে গেল। যাবার আগে শোভান গুদাম ঘর হ'তে একটা লম্বা মোটা দড়ি সঙ্গে নিল। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পিপে, বাক্স, তক্তা তীরের উপর এসে পড়ছিল, আবার ফিরতি

ঢেউএর মুখে বেশী জলে যাচ্ছিল। যেমন একটা জিনিষ কূলের কাছে আসে অমনি শোভান দড়ি দিয়ে সে-টা আটকে ফেলে ও সবাই মিলে তীরের উপর টেনে তোলে। সমস্ত দিন গেল সেই সব জিনিস ডাঙ্গার উপর তুলতে, কিন্তু সব তোলা হল না। তোলা হল প্রায় সিকি জিনিষ, আর তিনভাগ জলের উপর ভেসে বেড়াতে লাগল। একটা জাহাজে জিনিষই কি কম থাকে?

সন্ধ্যা নাগাদ তারা তাঁবুতে ফিরে এল। সমস্ত দিনের পর অস্ত যাবার পূর্ব্বে সূর্য্যদেব যেন দয়া করে' একটু দেখা দিয়ে গেলেন। কাল বেশ রোদ উঠবে, তাতে আর সন্দেহ রইল না। সেদিন আর ভিজে বিছানায় শো'য়া গেল না। আরও কিছু চট-কাপড় বার করে' তার উপর শুয়ে রাত কাটানো হ'ল।

পরদিন সকালেই সূর্য্যের দেখা পাওয়া গেল। অমন দারুণ ঝড় জলের পর প্রখর রৌদ্রালোকে চারিদিক যেন আনন্দের আতিশয্যে ছল্-ছল করতে লাগল। বাতাসের বেগ ছিল কিন্তু বেশ জোর, তাই সমুদ্রের ঢেউগুলোও ছিল বেশ বড়-বড়। জাহাজের জিনিষগুলো সেই সব ঢেউএর সঙ্গে চারিদিকে নেচে বেড়াচ্ছিল, খাঁড়িতে গিয়ে তা'রা দেখে খাঁড়িতে শান্ত জলে বেশ টান এসেছে, টানের সঙ্গে প্রচুর জিনিষও সেই সঙ্কীর্ণ খাঁড়ির মধ্যে জড়ো হয়েছে। যত পারলে তা'রা পিপে, বাক্স, সব ডাঙ্গায় টেনে তুল্‌লে। বইএ ভরা ছ'টা বড় বাক্সও তোলা হ'ল।

হঠাৎ একটা বেলুনের মত গোল সাদা জিনিষ খাঁড়ির উপর ভাসতে দেখে সুধীর বল্‌লে—"শোভান, দেখ দেখ, জলে ওটা কি ভাস্‌ছে?"

শোভান বললে—"আমাদের জাহাজের সেই গরুটা। আহা

বেচারী!" কাছে গিয়ে দেখে অসংখ্য হাঙ্গর গরুটাকে খেতে আরম্ভ করেছে। আর সেখানে বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়ে তা'রা ফিরে গেল নৌকাটার কাছে।

শোভান বললে—"নৌকোটাকে সারানো দরকার, তা না হ'লে দ্বীপের অপর পারে জিনিষ পত্তর ব'য়ে নিয়ে যেতে ভয়ঙ্কর কষ্ট হ'বে। আমি নৌকোটাকে নিয়ে বসি, আপনারা ঘুরে ঘুরে দেখুন সমুদ্র-জল থেকে আর কি জিনিষপত্তর তোলা যায়।"

শোভানের কথামত দুজনে সমস্ত বিকাল ধরে' দড়ির সাহায্যে নানা জিনিষ জল থেকে ডাঙ্গায় তুলতে লাগল। জাহাজের ভাঙ্গা তক্তাগুলো আর তুললো না, কারণ জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তা'রা আপনিই তীরে এসে উঠলে।

নৌকাটাকে সারাতে শোভানের এখন দিন-কতক লাগবে। তাই সুশীলবাবু পরামর্শ করলেন, পরদিন সকাল বেলা সুবীরকে নিয়ে তিনি নিজে একবার দ্বীপের অপর দিকটা দেখে আসবেন। এই কথামত পরদিন ভোর বেলাই তা'রা তাঁবু থেকে বেরিয়ে নারিকেল বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল।

নারিকেল গাছের কাটা দাগ দেখে সুবীর আগে আগে পথ দেখিয়ে চল্‌ল, আর সুশীলবাবু চল্‌লেন তার পিছন পিছন। তিন ঘণ্টার মধ্যেই তারা দ্বীপের অপর প্রান্তে এসে পড়ল। দ্বীপের সে দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে সুশীলবাবুও খুব মুগ্ধ হ'লেন। সেখানে জমিও যেমন প্রচুর, মাটিও তেমনি সরস-উর্ব্বরা। ঝরণার কাছে গিয়ে দেখে গর্ত্তের মধ্যে জল থিতিয়ে খুব পরিষ্কার হয়ে আছে তা'রা দুজনেই বেশ ক্লান্ত

হয়েছিল, সেই নির্ম্মল জল পান করে' তা'রা দেহে মনে যেন নব বল লাভ করল।

সেখান হতে তা'রা বালুময় সমুদ্র-তীরে গিয়ে একটা প্রবাল-পাথরের উপর বস্‌ল। চারিদিকেই অফুরন্ত অজস্র প্রবালের সারি চলেছে।

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"এখানকার সমুদ্রের এই সব দ্বীপকে প্রবালদ্বীপ বলে, কেন জান? এই যে এত বড, এত বিস্তৃত দ্বীপটা দেখছ, এ হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র এক রকম পোকার তৈরী।"

সমুদ্রতট হ'তে একখণ্ড প্রবাল কুড়িয়ে নিয়ে তিনি বল্‌লেন—"এই প্রবালটার প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার উপর শত সহস্র ছোট ছোট গর্ত্ত রয়েছে দেখ্‌ছ, এক দিন এই সব গর্ত্তের ভিতর থাক্‌ত ছোট ছোট জ্যান্ত পোকা। পোকার সংখ্যা ও যেমন বাড়তে থাকে, গর্ত্তের সংখ্যা ও সেই সঙ্গে বাড়ে, এমনি করে' শাখা-প্রশাখাগুলো ক্রমশঃ বড় হয়। প্রবাল প্রথমে জন্মায় সমুদ্রের তলদেশে, অত নীচে ঢেউএর স্রোত নেই, বাতাসের বেগও নেই, তা'রা কোন বাধা বিঘ্ন না পেয়ে বাড়্‌তে থাকে। এই রকম লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে' বাড়তে বাড়তে শেষে জলের উপর পর্য্যন্ত আসে। তখন ঢেউ আর হাওয়ার জন্য আর বাড়তে পারে না। ঐ যে দূরে অত সব প্রবালের চর দেখ্‌ছ ও-সব অমনি করেই হয়েছে। তারপর মনে কর এক-খণ্ড কাঠ ঢেউএ ভাসতে ভাসতে প্রবালচরে আট্‌কে গেল। কাঠের উপর শ্যাওলা জন্মাল, তার উপর হয় তো সামুদ্রিক পাখীরা এসে বস্‌ল। তা'র পেটের বীজ হ'তে সেখানে ছোট ছোট গাছ জন্মাল। এই ভাবে হয়তো অন্য কোন দ্বীপ হ'তে একটা ঝুনো নারিকেল ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে

আট্‌কে গেল। তা হ'তে ক্রমশঃ নারিকেল গাছ হ'ল, গাছের শুক্‌না পাতা তলায় জমা হতে লাগল, হয়তো বা পাখীরা খড়কুটা এনে দ্বীপের উপর বাসা তৈরী করলো, তা হতে বাচ্ছা হল, তাদের সেই ডিমের খোলা, মল হ'তে দ্বীপের উপর একটা স্তর পড়ল। এই ভাবে শেষে দ্বীপ হ'ল তৈরী। কিন্তু এক একটা দ্বীপ হ'তে সময় লাগে ঢের—হয়ত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৎসর।"

সুবীর তার নিবিড়াভ কালো দুই আয়ত চক্ষু মেলে সেই মনোমুগ্ধকর চিত্তচমৎকারী কাহিনী শুনতে লাগল। সেই সমুদ্রতটে তারা দু'জনে বসে রইল অনেকক্ষণ।

বেলা তিনটার সময় সুশীলবাবু বল্‌লেন—"সুবীর, আর নয়, এবার ফেরা যাক্। আর দেরী করলে সন্ধ্যার আগে তাঁবুতে পৌঁছুতে পারবো না।"

সুবীর একান্ত অনিচ্ছার সহিত সে স্থান হ'তে উঠে বাবার সঙ্গে তাঁবুতে ফিরে এল।

## পনেরো

এখন সবাই দ্বীপের অপর প্রান্তে যাবার জন্য ব্যস্ত, তাই তার আয়োজন চল্‌তে লাগল। এ-কদিনে শোভান নৌকাটাকে বেশ সুন্দর ভাবে মেরামত করে' ফেলেছিল, উপরন্তু নৌকায় মাস্তল ও পাল খাটাবার ব্যবস্থা কর্‌তেও সে ভোলে নি। সুশীলবাবু ও সুধীর যত পারলে সমুদ্রজল হ'তে জিনিষ তুলতে লাগল। জল থেকে এক বস্তা আলুও তোলা হ'ল। রোদ ও জলে যাতে জিনিষগুলো নষ্ট না হয় সেই জন্য ভালো ভালো ও দরকারি জিনিষগুলো তা'রা নারিকেল বনের মধ্যে রেখে দিল। কিন্তু অতদূর কত জিনিষ আর নিয়ে যাওয়া যায়। তাই বেশীর ভাগ জিনিষ সমুদ্রতটের বালি খুঁড়ে পুতে রেখে দিল।

পাহাড়ী ও পার্ব্বতী দেবীরও বিশ্রাম ছিল না। পার্ব্বতী দেবীর শরীর

আজকাল বেশ ভালো হয়েছে। গায়েও যেমন সেরেছেন, মনের আনন্দও তেমনি বেড়েছে। জিনিষপত্তর গুছোতে বাঁধতে তাদের প্রায় সমস্ত দিনই কেটে যেত। এক কথায় সবাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মাণিক আর লীনার আনন্দ আর ধরে না, তারা কখনো মা'র সাহায্য করে কখনো বা লাফালাফি করে' মনের আনন্দ প্রকাশ করে।

শেষে যাত্রার সবই প্রস্তুত। কিন্তু কে কে, কেমন করে' যাবে, কেমন করে' জিনিষপত্তর নিয়ে যাওয়া হবে, কোন্ জিনিষগুলো আগে নিয়ে যাবে, তারই পরামর্শ আগে করতে হল। শেষে এই ব্যবস্থা হল, প্রথমে শোভান ও সুবীর নৌকা করে' বিছানাপত্তর ও একটা তাঁবু নিয়ে যাবে, তা রেখে এসে দ্বিতীয় বার সব চেয়ে দরকারী জিনিষগুলো নিয়ে যাবে। এদিকে সুশীলবাবু ছেলেমেয়েদের নিয়ে নারিকেল বন ধরে হেঁটে যাবেন। একটা তাঁবু ও বিছানা আগেই যাবে, সে-জন্য তিনি সেখানেই ও-দের নিয়ে থাকবেন। তখন শোভান ও সুবীর নৌকা করে' তাঁবুটা ও অন্যান্য জিনিষ যত বারে সম্ভব নিয়ে যাবে।

সেই পরামর্শ মত একদিন সকাল বেলা শোভান ও সুবীর নৌকা করে' তাঁবু ও বিছানা পত্তর নিয়ে সমুদ্র পথে যাত্রা করল। সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল সকালটুকু। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকায় তা'রা পাল তুলে দিল। নৌকায় বেশ মাল উঠেছে, কিন্তু নির্ব্বাত নিশ্চল নিষ্কম্প সমুদ্রজল কেটে নৌকা বেশ স্থির মন্থর গতিতে এগিয়ে চল্‌লো। অত ভারী মাল নিয়ে তারা মাঝসমুদ্র দিয়ে যেতে সাহস করল না, যথা সাধ্য কূল চেপেই তা'রা চল্‌তে লাগল। কিন্তু সুবিস্তৃত প্রবালের চর, সোজা যায় কি সাধ্য!

দুই ঘণ্টার পর তারা চরের মাঝখান দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথ দেখতে পেল। সেই খাঁড়ির মধ্যে নৌকা চালিয়ে তা'রা অল্প সময়ের মধ্যেই বালুময় তীরের উপর এসে উপস্থিত হ'ল। দ্বীপের সেই খানটায় তা'রা আগে হাঁটাপথে এসেছিল ও এখন সেই খানেই তা'রা নূতন ঘর পাতবে। যেখানে তা'রা এতদিন ছিল সেখান হ'তে এ জায়গার দূরত্বটুকু হ'বে প্রায় সাত মাইল। নৌকা থেকে তাঁবু ও জিনিষ-পত্তর নামাতে বিকালটুকু কেটে গেল। এখন দ্বীপে যত ঝড়ই উঠুক না কেন, তাদের আর কোন ভয় নেই, কারণ ঝড়ের সমস্ত বেগ সামনের নারিকেল বনের উপর পড়বে। তাঁবুতে কিছুমাত্র ঝড় লাগবে না, তবে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'তে রক্ষা নেই। ঝর্ণার নিকট গিয়ে দেখে গর্ত্তের মধ্যে পরিষ্কার জল জমে আছে। সেই সুমিষ্ট জল তারা প্রাণভরে আকণ্ঠ পান ক'র্‌লো।

সন্ধ্যার দু'ঘণ্টা আগে তারা পুনরায় নৌকা ক'রে ফিরে এল।

খেতে বসে সকলেই সে দিন মনের আনন্দে খুব গল্প কর্‌তে লাগল। পার্ব্বতী দেবীকে উদ্দেশ ক'রে শোভান বললে—"বেশীদিন আর আপনাকে এই শুক্‌নো মাংস ও বিস্কুট খেয়ে থাক্‌তে হবে না। দ্বীপের ওদিকে গিয়ে মাছ ধরবার ব্যবস্থা কর্‌ব, কচ্ছপের পুকুর তৈরী কর্‌ব, অনেক কচ্ছপ থাক্‌বে, যখন ইচ্ছা মেরে খাওয়া যাবে।"

পার্ব্বতী দেবী হেসে বল্‌লেন—"সুধীরের কাছে যা শুনছি তাতে মনে হয় ওদিকটা খুবই সুন্দর। যাই হোক্ কাল্‌কে গেলেই দেখতে পাব।"

শোভান বল্‌লে—"কাল আপনাদের যাওয়া হবে না, যেতে সেই

পরশু, কারণ কালকে বাঁধবার জিনিষ ও যে-সব বোঁচকা আপনি বেঁধেছেন তা নিয়ে যেতে হবে। নৌকায় খালি আমি যাব। সুবীর ও পাহাড়ী হাঁটা পথে যাবে, সঙ্গে ভেড়া ছাগলগুলোও যেন নেয়। ওদের না হলে কালকে আমি তাঁবু খাটাতে পারব না। আপনি আর সুশীলবাবু ছেলেদের নিয়ে এখানে থাকবেন।"

পরদিন ভোরবেলা কেউ ওঠবার আগেই শোভান নৌকা করে' বেরিয়ে পড়ল। দ্বীপের ওদিকে পৌঁছে জিনিষপত্তর তীরের উপর নামিয়ে তাঁবু খাটাবার সব ব্যবস্থা করে' কিছু জলযোগ করে' নিল। জলযোগের মধ্যে সেই নোনা মাংস ও শুকনো বিস্কুট। সুবীর ও পাহাড়ী এলেই সে তাঁবু খাটাবে।

বেলা দশটার সময় সুবীর ও পাহাড়ী এসে পৌঁছুল-- সঙ্গে ভেড়া ছাগলগুলোও তা'রা আনতে ভোলে নি। আসবার পথে শূয়রগুলো হঠাৎ নারিকেল পাতার তলা হতে বেরিয়ে পাহাড়ীকে খুব ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল। এবার কিন্তু সুবীরের কিছুমাত্র ভয় হয় নি।

সুবীর ও পাহাড়ীর সাহায্যে শোভান তাঁবু খাটাতে আরম্ভ করল। অমন সুন্দর জায়গায় তাদের নূতন বাসা হ'ল দেখে সুবীরের মনে আনন্দ হচ্ছিল খুব। তারপর তাঁবু খাটাতে খাটাতে শোভান তাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থানের যে-সব নূতন আয়োজনের কথা বলছিল, তাতে তার মনপ্রাণ খুসিতে উচ্ছ্বসিত উন্মুখর হয়ে উঠছিল।

শূয়র, মুরগী ও পায়রাগুলো বনের মধ্যে পালিয়ে ভালোই হয়েছে, বছরখানেকের মধ্যেই তাদের অগুণতি বাচ্ছা, নাতি, নাতির বাচ্ছা হবে, তখন টাট্‌কা মাংসের আর অভাব হ'বে না। তারপর

কচ্ছপের একটা পুকুর তৈরী করে' সমুদ্রতীর হতে কচ্ছপ ধরে' এনে রাখা হবে। সময়মত মাছও ধরা হবে মাছের জন্যও একটা পুকুর বানাতে হবে। তাঁবুর কিছু দূরেই একখণ্ড উর্ব্বর জমি পড়েছিল—সেখানে যত আগাছা লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠছিল। সেই সব আগাছা সাফ করে' সুশীলবাবু সঙ্গে করে' যে সব ফসলের বীজ এনেছেন তাই তারা সেখানে পুঁতবে। ক্রমে ক্রমে তা'রা একটা বড় বাড়ীও বানাবে, নারিকেল গাছ কেটে বাড়ীর চারিদিক ঘিরে একটা কেল্লার মতন তৈরী করবে। নারিকেল বনের মধ্যে ও সমুদ্রের বালিতে পুতে যে সব জিনিষ তা'রা রেখেছে, তাদের রাখবার জন্য একটি গুদাম ঘরও তৈরী করতে হবে। সমুদ্রজলে স্নান করবার জন্য একটা নিরাপদ ঘেরা জায়গাও তাদের চাই। ঝর্ণার জলের গর্ত্তটুকু পরিষ্কার করে' বানাতে হবে।

এই সব কাজ করতে তাদের বছর কেটে যাবে। সামনে প্রচুর কাজ. তাই তাদেরও চাই কাজের ক্ষিপ্রতা, দেহ-মনে প্রচুর আনন্দের দীপ্তি, অজেয় সাহস ও অপরিম্লান আশা।

খুঁটি পুঁতে অত প্রকাণ্ড তাঁবুটা খাটাতে বেলা দুটো বেজে গেল।

শোভান বল্‌লে—"পাহাড়ী, তুমি বিছানাপত্তরগুলো তাঁবুর মধ্যে এনে ফেলো, আমরা ততক্ষণ আগুন জেলে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।"

চারিদিকে অসংখ্য পাথরের নুড়ি পড়েছিল, তিনটে কুড়িয়ে এনে ঝিঁক্ বানিয়ে তার উপর চা চড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

চা খেয়ে শোভান বললে—"এই উনুন তৈরী রইল, কাল সকালে এসে রান্না করতে দেরী হবে না। অতখানি পথ হেঁটে এসে তোমার

মা ও ছেলেমেয়েদের ক্ষুধাও পাবে খুব, আমি কাল খুব ভোরে এসেই রান্না চরিয়ে দেব, যাতে তোমরা সকলে এসেই তৈরী খাবার পাও। এখন এক কাজ করো, ভেড়া ছাগলগুলোকে বেঁধে রাখবার আর দরকার নেই, এখানে ওদের খাবার যথেষ্ট গাছপালা রয়েছে, কোথাও পালিয়ে যাবারও ভয় নেই। একটা বোতলে দুধ দুইয়ে নিয়ে ওদের ছেড়ে দাও। খোকার জন্য দুধটা আমরা নিয়ে যাব।"

শোভানের কথা মত একটা বোতলে দুধ দুইয়ে নিয়ে ভেড়া ছাগলগুলোকে ছেড়ে দিয়ে বেলা তিনটার সময় তা'রা তিনজনে নৌকায় গিয়ে উঠল। নৌকায় ওঠবার সময় শোভান দেখতে পেল কিছুদূরে বালির উপর একটা কচ্ছপ চলেছে ডিম পাড়বার জন্য।

তাড়াতাড়ি তা'র পিছনে গিয়ে শোভান সেটাকে উল্‌টে রেখে বল্‌লে "কাল সকালে ওটাকে মেরে বেশ মাংস রান্না হবে' খন।"

বিকালের পড়ন্ত রোদের পাতলা আলোয় সমুদ্রজলে যেন ঝিলিমিলি খেলা চলছিল। রোদের সেই কমনীয় আমেজ-স্পর্শে দুর্জ্জয় সমুদ্রও যেন সুমধুর আনন্দরসে রমণীয় হয়ে উঠেছিল। তখন আর সমুদ্রের গভীর অতল রূপ, অতল দেশের ভয়ঙ্কর ভয়াবহ সামুদ্রিক জন্তুর কথা মনে পড়ে না। সমুদ্র যেন আর তখন খল, ক্রূর ভয়ঙ্কর নয়। সামান্য স্বল্পজলা চটুল স্রোতস্বিনীর ন্যায় সেও যেন গোধূলির হোলিখেলায় মত্ত হয়ে উঠল।

সমুদ্রের সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য, রঙের সেই উছল্ ছলছলানি দেখতে দেখতে নৌকার দাঁড় টেনে তারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁবুতে ফিরে এল।

# ষোলো

পরদিন ভোর হ'তেই যাত্রার হুলস্থূল লেগে গেল। ছেলেমেয়েদের খুব ভোরে ডেকে তুলে মেয়েদের তাঁবুটা খুলে নামানো হল। শোভান তাদের খাবার সব বন্দোবস্ত করে' দিয়ে নৌকায় তাঁবু, কাঁটা, চামচে, থালা, কড়া, সব নিয়ে সমুদ্র-পথে আগেই বেরিয়ে পড়ল।

শোভান বেরুবার কিছু পরেই বাকি আর সকলে হাঁটাপথে যাত্রা করল। সুবীর আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল—সঙ্গে তার তিনটে কুকুর। সুশীলবাবু খোকাকে নিয়েছেন কোলে, পাহাড়ী লীনার হাত আর পার্ব্বতী দেবী মাণিকের হাত ধরে চলেছেন। পুরানো স্থানটুকু ছেড়ে যেতে তাদের বেশ মন কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল; বিপদে পড়ে' এইখানেই তারা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিল, তাই সে জায়গার উপর মায়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

দু' ঘণ্টার মধ্যেই শোভান নৌকা করে' সেই নূতন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হল। নৌকা থেকে মাল পত্তর না নামিয়ে সে প্রথমে গেল আগের দিনে ধরা সেই কচ্ছপটার কাছে। সেটাকে মেরে, কেটে, ছাড়িয়ে খানিকটা কড়া করে' উনানের উপর চড়িয়ে দিল। বাকিটুকু সে একটা গাছের ছায়ায় ঝুলিয়ে বেধে দিল পরের দিনে রাঁধবার জন্য। সমুদ্রের কোলে পাথরের খাঁজের মধ্যে প্রচুর শুকনো নুন জমে' ছিল, সেই নুন খানিকটা সে মাংসে দিতে ভুলল না।

মাংস চড়িয়ে দিয়ে সে নৌকা থেকে মালপত্তর নামাতে লাগলো। এই রকম ঘণ্টা দুই কেটে গেল, মাংস বেশ গলে' গিয়ে তা হ'তে বেশ মন মাতানো সুগন্ধ বেরুচ্ছিল। মাংস নামিয়ে শোভান সুবীরদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বেলা দশটার সময় কুকুর তিনটা লাফিয়ে শোভানের কাছে এসে দাঁড়াল; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আর সকলে এসে উপস্থিত। অতখানি পথ হেঁটে সকলেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ পার্ব্বতী দেবী ও ছেলেমেয়েরা। মাণিক মাঝপথে আর হাঁটতে পারছে না বলে' এমন কান্না আরম্ভ করেছিল যে সুবীরকে শেষে তাকে পিঠে করে' নিতে হয়। কিন্তু অত বড় ছেলেকে সুবীরও বা কতক্ষণ বয়? হাজার হোক, সেও ছেলেমানুষ। মাণিককে সে যতবার নামাতে যায়, সে পিঠ আঁকড়ে চড়ে' থাকে, কিছুতেই নামতে চায় না। সিন্‌বাদের দশা হয়েছে তা'র। কি আদুরে আদেখ্‌লা ছেলে! অমন গভীর বনের মধ্যে অতক্ষণ চলে' নীনাও শেষে ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল। যাই হোক পার্ব্বতী দেবী এতদূর পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি দ্বীপের সৌন্দর্য্য না দেখে

সোজা তাঁবুর মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। নূতন জায়গায় এসে মাণিকের সব ক্লান্তি নিমেষেই দূর হয়ে গেল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করে' বেড়াতে লাগ্‌ল।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর সকলে খেতে বস্‌ল। সবাই ভেবেছিল আজও শুক্‌নো মাংস ও শুক্‌নো বিস্কুট খেতে হবে, কিন্তু শোভান যখন কড়ার ঢাক্‌নি খুলে টাট্‌কা মাংসের ঝোল পরিবেশন কর্‌তে লাগ্‌ল, তখন মাণিক, লীনা, সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবীর আর খুসি ধরে না। কতদিন পরে আজ তারা এমন মুখরোচক মাংস খেতে পেল। সব চেয়ে বেশী খেল মাণিক, তুলতুলে মাংস না চিবিয়ে সে ক্রমাগত গিলে খেতে লাগ্‌ল।

খাওয়ার পর পার্ব্বতী দেবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিছানায় শুতে গেলেন ও নিমেষের মধ্যেই সকলে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। সুশীলবাবু, শোভান, সুধীর ও পাহাড়ী চারজনে মিলে দ্বিতীয় তাঁবুটা খাটাতে লাগ্‌ল। তাঁবু খাটাতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। তারপর যে-যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। দ্বীপের নূতন জায়গায় এই তাদের প্রথম রাত্রি যাপন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে সব প্রথমে উঠ্‌লেন সুশীলবাবু, তার পর শোভান। প্রভাতী সৌন্দর্য্যের বহুল বৈচিত্র্যময় অজস্রতায় মুগ্ধ হ'য়ে তিনি বললেন,—"শোভান, দ্বীপের এ দিকটা বাস্তবিকই বড় সুন্দর। দ্বীপের ও-দিকে যত দিন ছিলুম ততদিন বেশ বোধ করতুম জাহাজ-ডুবি হয়ে আমরা এক নির্জ্জন নির্জ্জীব দ্বীপে নির্ব্বাসিত হয়েছি। একান্ত-নিশ্চিত, সীমা-ঘন জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি এক অনিশ্চিত, বিলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন পৃথিবীর মাঝে, কিন্তু এদিকে এসে মনে

হচ্ছে যেন স্বর্গের নন্দন-কাননে এসেছি, যেন এখানেই আমাদের চিরকালের বাসস্থান।"

শোভান বল্‌লে—"এখানে আরো যত দিন থাক্‌বেন তত বেশী আপনার এ-ভাব মনের মধ্যে বদ্ধমূল হবে।"

সুশীলবাবু জিগ্‌গেস কর্‌লেন—"এখন প্রথমে কি করা যায় বলো?"

শোভান বল্‌লে—"প্রথমে খাবার জলের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। ওখানে জল থাক্‌লে রোদে এমন গরম হবে যে খাওয়া যাবে না। জলের ঝর্ণা-ধারা দেখে গর্ত্তটা খুঁড়্‌তে হবে নারিকেল গাছের ছায়ার তলায়। আপনি আর সুধীর দুজনে মিলে গর্ত্তটা বেশ বড় ক'রে খুঁড়ুন, যাতে গর্ত্তের মধ্যে একটা বড় পিপে বসানো যায়, আমি ততক্ষণ নৌকা করে' খাঁড়িতে ফিরে গিয়ে একটা বড় পিপে নিয়ে আসি। পিপেতে সব সময়েই বেশ জল জমা থাক্‌বে।"

শোভান নৌকা করে' খাঁড়িতে গেল পিপে আন্‌তে, সুধীর ও সুশীল বাবু দুজনে মিলে ঝর্ণার কাছে একটা বড় গর্ত্ত খুড়্‌তে লাগলেন। পার্ব্বতী দেবী কোলের ছেলেকে নিয়ে একটা নারিকেল গাছের তলায় বসে হর্ষ-স্নিগ্ধ নয়নে স্বামী-পুত্রের কাজ দেখতে লাগলেন। পাহাড়ী ছিল দুপুরের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত।

বেলা বারোটার সময় একটা বড় পিপে নিয়ে শোভান ফিরে এল। পিপেটাকে ঝর্ণার নিকট গড়িয়ে এনে তার তলায় একটা ছেঁদা করে' গর্ত্তের মধ্যে তা এঁটে বসালো। ছেঁদা করা হল এই জন্য পিপা উপ্‌ছে জল না বাইরে চলে' আসে, বাড়তি জল মাটিতেই চুঁয়ে যাবে।

আগের দিনের কচ্ছপের যে বাকি মাংসটুকু ছিল পাহাড়ী তার তোফা ঝোল বানিয়েছিল। সকলেই মনের আনন্দে সেই মুখরোচক মাংস দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিল।

বিকালে আর সেদিন তা'রা কোন কাজ করলো না। বিকালে রোদ একটু কমলে পর সুশীলবাবু, শোভান ও সুবীর বেড়াতে বেরুল।

চল্‌তে চল্‌তে শোভান বল্‌লে—"এখন আমাদের ঢের কাজ বাকি। একটা ভালো বাড়ী তৈরী করতে হবে—তার জানলা দরজা সবই থাকবে। কিন্তু এখন ত তার তাড়াতাড়ি নেই। এই যে জমিটুকু দেখছেন এর মাটি খুব উর্ব্বরা, এখানে আলুর ও অন্যান্য ফসলের বীজ পুঁততে হবে। চারিদিকে একটা বেড়াও দিতে হবে, তা না হলে শূয়রের পাল এসে সব খেয়ে যাবে। একটা কচ্ছপের পুকুর করতে হবে। তারপর বর্ষা শেষ হয়ে গেলে ঐ নারিকেল গাছের তলায় একটা গুদাম ঘরও বানাতে হবে। এ বর্ষায় আমাদের গুদাম দ্বীপের ওপারেই থাক্। মোদ্দা, এ দ্বীপেই যখন আমাদের থাকতে হবে তখন যতদূর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা সম্ভব তা থাকব। কাল সকালে সুবীর আর আমি নৌকা করে' খাঁড়িতে যাব, জাহাজ থেকে সেই যে কাঠের দুচাকা গাড়িটা জলে ভেসে এসেছিল, সেইটে ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে আসব। দুপুরের মধ্যেই ফিরব। সেই গাড়ীটা থাক্‌লে বাড়ী করবার সময় কাঠ বইবার খুব সুবিধা হবে।"

গল্প করতে করতে তা'রা সমুদ্রের কাছে গেল, তাঁবুর কাছেই একটা ছোট নালা সমুদ্র হ'তে কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। তা'তে জল ছিল কোমর পর্য্যন্ত; নালার দুই দিকে বেশ উঁচু পাথরের দেওয়াল

জল অল্প হ'লেও স্রোত খুব, কারণ সমুদ্রের সঙ্গে নালার যোগ ছিল।

সেইখানে উপস্থিত হ'য়ে শোভান বল্‌লে—"এইখানটা বেশ কচ্ছপের পুকুর হ'তে পারে, দুদিকে উঁচু পাড আছে, আর-দুদিক আল্‌গা পাথর দিয়ে ঘিরে ফেল্‌লে জলও চলাচল করবে, অথচ ভিতরকার কচ্ছপও পালাতে পারবে না। জলও খুব অল্প, যখন ইচ্ছা তখনই বেশ সহজে কচ্ছপ ধরা যাবে।"

পরদিন সকালে শোভান ও সুবীর নৌকা করে' খাঁড়িতে গেল কাঠের দু-চাকা গাড়ীখানা আন্‌তে। সুশীলবাবু গেলেন যেখানে তারা আলুর বাগান করবে বলেছিল সেখানকার আগাছা জঙ্গলগুলো সাফ কর্‌তে।

যাবার সময় পার্ব্বতী দেবী বল্‌লেন—"তুমি যাচ্ছ তো, সঙ্গে মাণিককে নিয়ে যাও, আমার অনেক জামাকাপড় সাবান দিয়ে কাচতে হ'বে, ও থাক্‌লে পদে পদে আমায় বাধা দেবে।"

অগত্যা সুশীলবাবু মাণিককে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তিনি কোদাল হাতে আগাছাগুলো সাফ কর্‌তে লাগলেন, মাণিক কাছে বসে' বসে' তাই দেখতে লাগ্‌ল।

শেষে অনেক আগাছা কাটা হ'বার পর সুশীলবাবু মাণিককে ডেকে বল্‌লেন—"মাণিক, একটা কাজ কর্‌তে পারবি, এই কাটা আগাছাগুলো ওদিকে ফেলে আয় দেখি।"

কাজ করতে মাণিক সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মনের আনন্দে সে একশো বার যাওয়া-আসা করে' সেই সব আগাছাগুলো ফেলে আস্‌তে লাগ্‌ল। সুশীলবাবু মনের আনন্দে কাজ করে' যাচ্ছেন, মাণিকের দিকে অত নজর নেই। হঠাৎ মাণিকের কান্নায় তাঁর হুঁস হল।

তিনি কোদাল ফেলে ছুটে এলেন; যত জিগ্‌গেস করেন—"কি হয়েছে?" মাণিক তার কোন জবাব দেয় না, কেবলই চীৎকার করে' কাঁদতে থাকে।

শেষে পেটে হাত দিয়ে বল্‌লে—"পেটে লাগছে।"

—"কি খেয়েছিস?"

মাণিক কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলে না।

সুশীলবাবু রীতিমত ভয় খেয়ে গেলেন। চারিদিকে নানা আগাছা, কোন্ গাছের কি ফল খেয়েছে তার ঠিক নেই। হয়ত বিষাক্ত ফল। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে তিনি ঔষধের বাক্স ঘেঁটে ওষুধ বাছতে লেগে গেলেন।

সেই সময় শোভান এসে পড়ল। সব কথা শুনে ও মাণিকের হাতে তখনও একটা কি গাছের ডাল রয়েছে দেখে সে সেই ডাল পরীক্ষা করে' বল্‌লে—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, মাণিক কোন বিষাক্ত ফল খায়নি, এর হাতে রেড়ির ডাল রয়েছে, ও রেড়ির তেলের বীজ খেয়েছে। ওকে একটু গরম জল খাইয়ে দিন, এখনি পেট খোলসা হ'য়ে যাবে।"

শোভানের কথাই সত্য হ'ল। সেদিন সারা দুপুর তাকে কেবলি খল, আর বার করতে হয়েছিল।

সেদিন বিকালে শোভান, সুবীর ও পাহাড়ী তিন জনে মিলে কচ্ছপের পুকুরটা তৈরী করে' ফেল্‌লে। চারিদিকে অসংখ্য পাথর পড়েছিল, সেই সব পাথর এনে নালার দু'দিকে ঘিরে ফেলে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার মতন হ'ল। সেইটে হ'ল তাদের ভবিষ্যতের কচ্ছপ রাখবার পুকুর।

পুকুর তৈরী করতে সন্ধ্যা উত্‌রে গেল। তারপর তা'রা সকলে

খেয়ে উঠে তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করতে গেল।

• শোভান সুবীরকে ডেকে বললে—"সুবীর, খুব কি ঘুম পেয়েছে?"

সুবীর জিগ্‌গেস করলে—"না, কেন?"

—"তবে চল, একবার সমুদ্রের ধারে যাই, যদি কিছু কচ্ছপ ধরতে পারি। এই সময় ওরা ডিম পাড়তে জল থেকে ডাঙায় ওঠে, বর্ষার পর আর উঠবে না। আবার সেই ও-বছর।"

শোভানের কথায় সুবীরের হৃদয়-মন আনন্দে নেচে উঠল।

সন্ধ্যার আধ-আলো, আধ-অন্ধকারে, দু'জনে সমুদ্রতীরে গিয়ে একটা পাথরের উপর বসে' রইল। তখন একটা কচ্ছপও ডাঙ্গায় ওঠে নি। আরো একটু বেশী অন্ধকার হ'তেই সুবীর দেখতে পেল জল হ'তে একটা কচ্ছপ উঠছে। দুজনে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে কচ্ছপের পিছনে গেল। তাদের দেখেই কচ্ছপটা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল, কিন্তু জলে পৌঁছুবার পূর্ব্বেই শোভান তার পিছনকার পা দুটো ধরে' তাকে উল্‌টে ফেললে।

শোভান বললে—"সুবীর, এই রকম করে' কচ্ছপ ধরবে, আর খুব সাবধান, তোমার হাত না সে মুখে কামড়ে ধরে, তা হ'লে সে তখুনি হাত দু' খণ্ড করে' ফেলবে—এমনি এদের দাঁতের জোর।"

তারপর শোভান ফিরতে চাইলেও সুবীর রাজি হ'ল না। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় তা'রা সমুদ্রতীরে বসে' রইল রাত্রি একটা পর্য্যন্ত। সেই ক'ঘণ্টা তা'রা একে একে বড়-ছোট ষোলটা কচ্ছপ ধরলে।

শেষে শোভান বললে—"আর নয়, আজকের মত খুব হয়েছে, কচ্ছপগুলো পড়ে' থাক্, কাল পুকুরে নিয়ে ফেলা হবে'খন। তারপর

যদি পারি তো কাল রাত্রেও আবার ধর্‌তে হ'বে।"

সুবীর বল্‌লে—"এত ভারী কচ্ছপগুলো কি করে' নিয়ে যাওয়া হবে?"

শোভান বল্‌লে—"তলায় চট-কাপড় পেতে ও তাই দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।"

সুবীর বল্‌লে—"আচ্ছা, কিছু মাছ ধরলে হয় না? তাও বেশ পুকুরে থাক্‌বে।"

শোভান বল্‌লে—"মাছ ধরবার ব্যবস্থাও করতে হ'বে, কিন্তু কচ্ছপের পুকুরে মাছ রাখলে চলবে না, ওখান হ'তে ফাঁকের ভিতর দিয়ে শীঘ্রই পালাবে। কালকে দুটো ছিপ তৈরী করবো, সময় মতো সন্ধ্যার পর সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধরা যাবে'খন।"

গভীর রাত্রে তা'রা নির্জ্জন বালুচর উত্তীর্ণ হ'য়ে তাঁবুতে এসে শুতে গেল।

## সতেরো

পরদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সবাই মিলে প্রথমে সমুদ্রধারে গেল। কচ্ছপগুলো সব ঠিক ছিল; খোলা হ'তে মাথা বার করে' নিতান্ত অসহায়ের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছিল। চট-কাপড়ে বেঁধে তাদের টেনে এনে পুকুরে ফেলা হ'ল। স্বচ্ছ জলের মাঝে পাথরের উপর কচ্ছপগুলোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। অতটুকু জায়গায়, অত অল্প জলে, অতগুলো কচ্ছপ! যখন ইচ্ছে তাদের ধরে' খাওয়া যাবে। পুকুর তৈরী করবার পরিশ্রম এমন সার্থকতায় সমাপ্ত হ'ল দেখে সুবীরের আনন্দ আর ধরে না।

সুশীলবাবু সমস্ত সকাল ব্যস্ত ছিলেন বাগানটুকু পরিষ্কার কর্তে। দুপুর বেলায় খাবার সময় সকলে এক সঙ্গে হ'ল।

সুশীলবাবু খেতে খেতে বল্‌লেন—"আলু পোঁতবার মত জায়গা সাফ হয়েছে।"

তাই শুনে শোভান বল্‌লে—"বেশ, তবে আজ বিকালে সবাই মিলে আলুগুলো পুঁতে ফেলবো।"

খাওয়ার পর তিনজনে গেল আলু পুঁত্‌তে। এক থলে আলু যে জল থেকে তোলা হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। বাগানে গিয়ে শোভান লেগে গেল কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে, সুশীলবাবু ও সুবীর আলুগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে মাটিতে পুঁত্‌তে। এমন ক'রে তা'রা আলুগুলো কুঁচোতে লাগ্‌ল, যাতে প্রত্যেক টুকরোয় একটা ক'রে চোখ বা গর্ত্ত থাকে, কারণ সেই চোখ হ'তেই কেঁক্‌ড়ি বা অঙ্কুর বেরুবে। এইরূপে মাটি কুপিয়ে আলু পুঁত্‌তে সেদিন সমস্ত দুপুর ও বিকাল কেটে গেল।

সন্ধ্যার পর মোমবাতি জ্বেলে শোভান ঘণ্টা তিনেক ধ'রে ছিপ সুতা বানালো। কাছে বসেছিল সুবীর। দুজনের জন্য দু'গাছা ছিপ তৈরী হ'ল।

সুবীর জিগ্‌গেস কর্‌লে—"কিসের টোপ হ'বে?"

শোভান বল্‌লে—"সমুদ্রতীরে প্রচুর ঝিনুক প'ড়ে থাকে, তারই পোঁট্‌কা হ'তে বেশ টোপ হ'বে। সমুদ্রে যখন আমরা মাছ ধর্‌বো তখন চেষ্টা করতে হ'বে ছোট মাছ ধরতে, কারণ বড় মাছগুলো খেতেও অখাদ্য—এত শক্ত তাদের মাংস, আর টেনে তোলাও দায়। আজকে বাগানে আলু পোঁতা হ'ল, কালকে প্রধান কাজ হচ্ছে গাছ কাটা। তোমার বাবা আর আমি কুড়ুল দিয়ে গাছ কাট্‌বো, আর তুমি ও

পাহাড়ী সেই সব কাঠ, গাড়ীতে তুলে যেখানে বাড়ী হ'বে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে। নারিকেল গাছ বেশ গোল, গাড়ীতে তুল্‌তে নামাতে কোন কষ্টও হ'বে না।"

ছিপ তৈরী হ'বার পর আলো নিবিয়ে দু'জনে শুয়ে পড়্‌ল। শুয়ে শুয়ে কিন্তু সুবীরেন আর ঘুম আসে না, তার মাথার মধ্যে কেবলই ঘুর্‌তে থাকে মাছ ধর্‌বার কথা। জলে ছিপ ফেলে কেমন টপাটপ্ মাছ ধরা যা'বে! শোভান ও সুশীলবাবু দু'জনেই তখন নিদ্রামগ্ন।

সুবীরের মাথায় তখন এক খেয়াল চাপ্‌ল। মা তার মাছ খেতে খুবই ভালবাসেন, মাংস তাঁর তত ভালো লাগে না। আর পেটুক মাণিকের তো কথাই নেই। ক্রমে চাঁদ উঠে রাত্রির অন্ধকার পাতলা করে দিল; ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক প্লাবিত। সুবীর তখন সন্তর্পণে বিছানা হ'তে উঠে ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। ময়লা জ্যোৎস্নায় সামনের পথ ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌ছে।

বিজন বিভুঁই—কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, জীবন-যাত্রার কোনো চিহ্ন নেই,—লোক নেই, জন নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই, কোথাও এতটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই—চারিদিক অতি স্তব্ধ, অতি নির্জ্জন, অতি নিস্পন্দ—শুধু দূর হ'তে কানে আস্‌ছে সমুদ্রের একটানা হাহাকার ধ্বনি, ও নৈশ বায়ুর অতি ক্ষীণ, অতি সূক্ষ্ম, মর্ম্মরিত শব্দ। তবু সুবীরের মনে কোন ভয় নেই। নির্ভীক নিষ্কম্প চিত্তে, নিষ্পলক নয়নে, সে ছিপ হাতে সমুদ্রধারে গেল। মলিন জ্যোৎস্নালোকে সুবিস্তৃত বালুময় বেলাভূমি দিগন্ত পর্য্যন্ত ধূ ধূ কর্‌ছে!

তীর হ'তে একটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে শিলাখণ্ডের উপর আছাড়

দিয়ে তার পোঁট্‌কা বার ক'রে বঁড়্‌শীতে টোপ দিয়ে সুবীর সুতো জলে ফেলে দিল। সমুদ্রজলে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রকে বড় সুন্দর, বড় মধুর দেখাচ্ছিল।

টোপ ফেলবার একমিনিট পরেই ছিপে টান পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সুবীরও টান মেরে ছিপ তোলবার চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু ছিপ তুল্‌বে কে? মাছটা এত প্রকাণ্ড ও বলশালী যে এক ঝাঁটকা মেরে সুবীরকে প্রায় জলে ফেলে দিয়েছিল। সূতোর টানে সুবীরের হাতের চেটো গেল কেটে। সে প্রাণপণে ছিপ টেনে রইল ও অনেক কৌশলে মাছটাকে খেলিয়ে তীরে টেনে তুল্‌লে। প্রকাণ্ড মাছ—ওজনে প্রায় ছয় সাত সের হ'বে। রূপোর মত সাদা আঁশগুলো জ্যোৎস্নায় যেন জ্বল্‌ছিল। মাছটাকে একটু দূরে রেখে দিয়ে এসে সুবীর পুনরায় টোপ দিয়ে জলে ছিপ ফেল্‌লে। এবার সুবীর রইল প্রস্তুত। মিনিট খানেকের মধ্যেই ছিপেতে খুব জোর টান পড়্‌ল। এবারে আরো বড় মাছ, অনেকক্ষণ খেলিয়ে সেটাকে জল থেকে তুলে, দুটো মাছ নিয়ে সুবীর তাঁবুতে ফিরে এল। পাছে কুকুরে খেয়ে ফেলে সেইজন্য মাছ দুটোকে তাঁবুর বাঁশের উপর ঝুলিয়ে রাখলে।

পরদিন সকালে সুবীর হাসতে হাসতে শোভানকে দেখালো রাত্রে-ধরা মাছ দুটো। ভেবেছিল শোভান খুব আনন্দিত হ'বে।

মুখ গম্ভীর করে' শোভান সুবীরকে বেশ মৃদু তিরস্কার করে' বল্‌লে—"কাজটা তোমার মোটেই ভালো হয়নি। যদি রাত্রে মাছ ধরবার এতই ইচ্ছা হয়েছিল, আমায় কেন ডাক্‌লে না? আমিও সঙ্গে যেতুম। তুমি বল্‌ছ, প্রথম মাছটা এমন ঝাঁকানি মেরেছিল, যে আর একটু হ'লে জলে

পড়ে যেতে। যদি সত্যিই পড়ে যেতে, কি হ'ত ? হাঙ্গরের মুখ থেকে কি আর ফিরতে ? ধর, মাছে টোপ না খেয়ে যদি কোন হাঙরেই টোপ খেতো—তা হলে আর কি তুমি রক্ষা পেতে ? তোমাকে হারিয়ে তোমার বাপ-মার মনেই বা কি ভীষণ কষ্ট হ'ত !"

সুবীর তার অন্যায় কার্য্যের জন্য খুব দুঃখিত হ'ল, এবং প্রতিজ্ঞা করলে ভবিষ্যতে কোন কাজ শোভানকে না বলে' সে করবে না।

তখন পার্ব্বতী দেবী ও মাণিক ঘুম থেকে উঠে সেই দুটো বড় বড় মাছ দেখে খুব আনন্দিত হ'ল। মাছভাজা খেতে পাবে বলে' মাণিক তো আনন্দে লাফালাফি করতে লাগল।

দুপুরে সকলে প্রচুর পরিমাণে মাছ খেল।

খাওয়ার পর সুশীলবাবু, শোভান, সুবীর ও পাহাড়ী নারিকেল বনে গেল গাছ কাটবার জন্য। সুশীলবাবু ও শোভান কুড়ুল নিয়ে নারিকেল গাছ কাটতে লাগল, সুবীর ও পাহাড়ী সেই খণ্ড খণ্ড কাঠগুলো গাড়ীতে তুলে যেখানে বাড়ী হ'বে সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেলতে লাগল। সন্ধ্যা অবধি গাছ কেটে সকলে খেতে বস্ল। তারপর শোভান ও সুবীর সন্ধ্যালোকে সমুদ্রতীরে গিয়ে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসে' আটটা কচ্ছপ উল্টে রেখে দিল।

তারপর এক সপ্তাহ তাদের আর কোন কাজ হল না, সকাল বিকাল কেবল নারিকেলগাছ কাটা, আর সন্ধ্যার পর কোনদিন কচ্ছপ ধরা, কোনদিন বা মাছ ধরা—এই কাজেই তাদের একটি সপ্তাহ কেটে গেল। পুকুরে তাদের কচ্ছপের সংখ্যা হ'ল প্রায় গোটা পঞ্চাশেক, এখন তা'রা একটাও কচ্ছপ মারত না, শুধু মাছ ধরে'ই খেত। বর্ষাকালে যখন

মাছের অভাব হ'বে তখনই শুধু কচ্ছপ মারা হ'বে।

এক সপ্তাহ পরে বাড়ী তৈরী কর্‌বার আয়োজন হ'তে লাগল। ওদিকের খাঁড়িতে নৌকা ক'রে গিয়ে সমুদ্রধারে জাহাজভাঙা যে সব তক্তা পড়েছিল তাই নিয়ে এসে দরজা ও জানালা তৈরী হ'ল। তারপর মাটিতে নারিকেল গাছের খুঁটি পুঁতে, খুটির উপর চেরা কাঠ দিয়ে, তার উপর তক্তার উপর তক্তা ফেলে ঘরের ছাদ হল প্রস্তুত। ঠিক জায়গায় জানালা ও দরজা বসানো হ'ল। এইভাবে বাড়ীটা করতে তাদের লাগল ঠিক তিন সপ্তাহ। কাঠের ছাদের উপর নারিকেল-পাতা ও দড়ি দিয়ে বেঁধে, জল ও হাওয়ার পথ বন্ধ করা হ'ল।

ঠিক একমাস পরেই ভীষণ বর্ষা নাম্‌ল, তখন বাড়ীও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, সুতরাং বর্ষায় তাদের বেশী কষ্ট পেতে হ'ল না। এক-একদিন ভীষণ ঝড় উঠ্‌ত, সমুদ্রজল ঝড়ের দাপটে আছাড়ি-পিছাড়ি খেত, কিন্তু তাদের বাড়ী বা তাঁবুর উপর ঝড়ের লেশমাত্র চিহ্ন পড়ত না, নারিকেল বনের উপর দিয়েই ঝড় বয়ে যেত।

মাঝে মাঝে এক একদিন বৃষ্টি থাম্‌লে তারা বাড়ী সম্পূর্ণ হ'বার বাকী কাজগুলো শেষ ক'রে ফেল্‌ত। এইরূপে ক্রমে ঘরের মেঝেও নুড়ি, বালি ও কাদা মিশিয়ে বেশ পিটে পিটে শক্ত করা হ'ল। রাত্রে মাঝখানে পরদা ফেলে দিলে উভয় পক্ষের আর কোন অসুবিধা হ'ত না।

বর্ষা নামবার আগেই একদিন শোভান ও সুবীর নৌকা ক'রে ওদিক চেয়ার টেবিলগুলো নিয়ে এল। প্রকাণ্ড ঘরের মাঝে সেই সব চেয়ার টেবিল সাজিয়েও তবুও স্থানের কোন অভাব হ'ল না। বাড়ীর পাশেই একটা ছোট ঘর তৈরী ক'রে রান্নাঘর বানানো হ'ল।

বর্ষা আস্‌বার আগেই তা'রা সব গুছিয়ে নিয়েছিল, তাই তা'রা প্রাণে রক্ষা পেল। নচেৎ সেই এক টানা তিন মাস বর্ষার মধ্যে তাঁবুতে তা'রা কিছুতেই থাকতে পারত না। সে কি ভীষণ বর্ষা! রাত, দিন, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা-একটানা, অবিরাম, অবিচল ভাবে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়্‌ছে। সে অঝোর ধারার যেন শেষ নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই, এতটুকু ক্লান্তি, শ্রান্তি নেই। মেঘের বুকে, আকাশের চোপে, যে এত জল, এত বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে থাকে, তা ভাবলেও অবাক হ'তে হয়। তার উপর যেমন বিদ্যুতের ঝল্‌কানি, তেমনি বজ্রপাতের ভীষণ শব্দ, কলরোল। নারিকেল গাছগুলো ঝড়ে এমনি নুয়ে পড়ত, যে মনে হ'ত বুঝি মট করে' ভেঙে গেল। গাছে গাছে ঘসাঘসিতে শব্দও হ'ত খুব। দ্বীপের পশুপক্ষীগুলো সব এসে আশ্রয় নিল সেই বনের মধ্যে। শূয়োর-গুলো—সংখ্যায় এখন তা'রা খুব বেড়েছে—ভিজে ইঁদুরের মতো, চলৎ-শক্তিহীন হয়ে, ঠায় জলে ভিজ্‌ত। কুকুর তিনটে সর্ব্বদাই বিছানার মাচার তলায় শুয়ে শুয়ে যেন বর্ষার দুর্দ্দাম প্রকোপ মনে-প্রাণে অনুভব করতে থাকত। এক-একদিন দুপুর বেলায়ও এমন নিবিড় থম্‌থমে অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ত যে বইও পড়া যেত না। সেই নিদারুণ বর্ষার নাগপাশে সকলেই যেন জর্জ্জরিত, নিষ্প্রাণ, নিষ্পেষিত হয়ে উঠল। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, দারুণ ঝড়, শীত-জর্জ্জর থম্‌থমে আঁধার, কিন্তু ঘরের মধ্যে সবাই নিরাপদ। কখনো গল্প করে', কখনো সেলাই করে', না হয় চুপচাপ নির্ব্বিকার ভাবে বসে' বর্ষার ঝম্‌ঝমানি দেখে তাদের নিরলস, নিশ্চিন্ত দিনগুলি কাট্‌তে লাগল।

যেদিন কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থাম্‌ত, সেদিন সুবীর ও শোভান বেরিয়ে

একবার চারদিক ঘুরে দেখে আসত। কচ্ছপগুলো ঠিক আছে, আলুর বেশ লক্‌লকে চারা বেরিয়েছে, ছাগলদের কতকগুলো বাচ্চা হয়েছে। তাদের জন্য গাছ্‌তলায় একটা ছোটখাটো ঘরও দেওয়া হল বানিয়ে। মুরগীর ছানাও ঢের বেড়েছে। নৌকাটাকে তীর হ'তে টেনে তুলে নারিকেল পাতা দিয়ে বেশ করে' ছেয়ে বেশ নিরাপদ জায়গায় আগেই তা'রা বেধে দিয়েছিল।

## আঠারো

তিন মাসের পর বর্ষার প্রকোপ একটু কম্‌লে তা'রা প্রথমে নারিকেল গাছতলায় একটা বড় দেখে গুদামঘর তৈরী করলে। তারপর নৌকা করে' দ্বীপের ওদিকে গিয়ে পুরানো গুদামঘর হ'তে সব জিনিষ এনে সেই নূতন ঘরে রেখে দিল।

একদিন শোভান, সুশীলবাবু ও সুবীরকে বল্‌লে—"একটা কথা বলবো, ভয় খাবেন না, যেন। বলছি এইজন্য যে, এখন হ'তেই তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকা দরকার। কাছে-পিঠে যদিও কোন দ্বীপ নেই বলে' মনে হচ্ছে, তবুও প্রশান্ত মহাসাগরের এ-সব দ্বীপের জংলী লোকদের স্বভাব হচ্ছে, তাদের বড় বড় নৌকা করে' এক দ্বীপ হ'তে আর এক দ্বীপে ঘুরে বেড়ানো। এরা এখনো শিক্ষা ও সভ্যতার

সংস্পর্শে আসেনি ; এদের মধ্যে অনেকগুলি নরখাদক জাতও আছে। ভগবান না করুন, যদি কোনদিন তা'রা সদলবলে এখানে আসে তা হ'লে আর আমাদের রক্ষা নেই। আমরা তিনজন পুরুষে, তাদের সঙ্গে বলে পেরে উঠব না। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হ'বে। আমাদের বাড়ীর চারদিক ঘিরে নারিকেলগাছ কেটে বেশ শক্ত করে' উচুঁ বেড়া বাঁধতে হ'বে। যদি দরকার হয় তার আড়াল হ'তে আমরা বন্দুক নিয়ে লড়তে পারব।"

শোভানের কথা শুনে সুশীলবাবু ও সুবীরের বেশ রীতিমত ভয় হ'ল —নির্ঝঞ্ঝাট প্রাণে যুদ্ধ-বিগ্রহের নাম শুনলেও যেন আতঙ্ক উপস্থিত হয়! কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনার জন্য তাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার, শুধু ভয় খেয়ে চুপ করে' বসে' থাকলে চলবে না।

শোভান বল্‌লে—"সুবীর, তুমি যেন এসব কথা তোমার মা'কে বোলো না। মিছিমিছি তাঁকে ভয় খাওয়ানো কি দরকার ?"

তখন বর্ষা একদম শেষ হয়ে গেছে। সূর্য্যালোকে সিক্ত প্রকৃতি হাসি-কান্নার চেখের মত পুনরায় ঝলমল করতে লাগল। চারিদিকেই নূতন ঘাস, নূতন চারা, নূতন গাছ। গাছের পাতায় নূতন আলো, নূতন হাওয়া! সকলের মাঝেই যেন প্রাণের নূতন উৎসাহের সঞ্চার দেখা দিয়েছে। ছাগল, ভেড়া ও শূয়রের পাল সেই সব নব-অঙ্কুরিত ঘাস ও গাছপালা মনের আনন্দে খেয়ে বেড়াতে লাগল।

একদিন একটা বেশ মজার ব্যাপার হয়ে গেল। পার্ব্বতী দেবী বসে' সেলাই করছিলেন, পাশে বসেছিল মাণিক। সেদিন একটা কচ্ছপ ধরে' মারা হয়েছিল। উনানের উপর মাংস টগবগ করে' ফুটছে, গন্ধে

চারদিক আমোদিত হয়ে উঠছে। পেটুক মাণিকের অদম্য ইচ্ছা হ'ল একটু মাংসের ঝোল খেতে। পুরুষেরা সবাই গেছে বাইরে গাছ কাটতে, কারণ তখন বাড়ীটাকে ঘেরবার জন্য ওরা রীতিমত ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী দেবী সেলাই করবার জন্য বুড়ো আঙ্গুলে পরবার টোপর খুঁজে পান না।

মাণিককে জিগগেস করলেন—"মাণিক টোপর নিয়েছিস্?"

মাণিক কিছুতেই স্বীকার করে না। বলে—"পরে পাওয়া যাবে।"

অগত্যা তাঁকে সেলাইএর সরঞ্জাম তুলে ফেলতে হ'ল।

দুপুর বেলা পুরুষেরা এসে টোপর হারানোর কথা শুনলে। সুশীলবাবু মাণিককে জিগগেস করলেন, কিন্তু মাণিক শুধু বলে, "পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে।"—কোথায় আছে তা কিছু বলে না।

শেষে সুশীলবাবু ব্যবস্থা করলেন—"আজ মাণিকের খাওয়া বন্ধ, টোপর পাওয়া গেলে তবে ও খেতে পাবে।"

শাস্তির কথা শুনে মাণিক কান্না জুড়ে দিল। সকলেই তার সামনে বসে' মাংস খেতে থাকবে, আর সেই শুধু চেয়ে থাকবে? এ কি ঘোর অবিচার!

এমন সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। মাংস চিবুতে চিবুতে হঠাৎ সুবীরের মনে হ'ল দাঁতগুলো বুঝি ভেঙ্গে গেল। মুখ থেকে বার করে' দেখে—সেই হারানো সেলাই করবার টোপরটা।

সুবীর চেঁচিয়ে বলে' উঠলো—"মা, এই যে তোমার টোপর—ঝোলে এল কি করে'? আমি আর একটু হ'লেই গিলে ফেলেছিলুম।"

তখন ব্যাপার বুঝে শোভান হেসে বললে—"যাক্, মাণিকবাবুকে

এইবার মাংস খেতে দেওয়া যাক্। ও সত্যি কথাই বলেছিল যে, টোপর পরে পাওয়া যাবে।"

সুশীলবাবু মাণিককে কাছে ডেকে বললেন—"বল্, মাংসের ঝোলে কেন তুই টোপর ফেলেছিলি?"

তখন মুখ গোঁজ করে' মাণিক বললে—"আমার একটু মাংসের ঝোল খেতে ইচ্ছা হয়েছিল, তাই টোপর দিয়ে ঝোল তুলতে গিয়ে টোপরটা ভিতরে পড়ে' যায়।"

শোভান বললে—"যাক, মোটে এক টোপর ঝোল নিতে গিয়েছিলে, বেশী নয়। আচ্ছা মাণিকবাবু, বলতো, তোমার মা যখন জিগ্‌গেস করলেন, সেকথা তোমার মাকে বল্‌লে না কেন?"

মাণিক বললে—"তা হ'লে মা যে সব ঝোল ফেলে দিত, আমি খেতে পেতুম না।"

তখন মা, বাবা, দু'জনেই মাণিককে বেশ বকুনি দিলেন, কিন্তু মাংস খেতে পেয়ে সে আর বকুনি বেশী গায়ে মাখলো না। মাণিক দুষ্ট ছেলে, কিন্তু খেতে পেলে সে আর কিছু চায় না। পেটে খেলে পিঠে সয়—এর মর্ম্মটুকু সে বেশ বুঝতো।

বর্ষা শেষ হ'য়ে গেলেও সেদিন বিকালে হঠাৎ আবার ভীষণ মেঘ করে' এল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বৃষ্টি এল নেমে—তার উপর ভীষণ বজ্রাঘাত। রাত্রি আটটার সময়—তখন শোভান, সুবীর ও সুশীলবাবু, তিনজনেই অর্দ্ধাচ্ছন্নের মতো পড়ে' রইলেন, একটু জ্ঞান হ'বার পর দেখেন, ঘরে ভীষণ গন্ধকের ধোঁয়া ও গন্ধ। পর মুহূর্ত্তেই শুনতে পেল, ঘরের ওদিক হ'তে মেয়েদের মধ্যে ভীষণ কান্না উঠছে।

বাড়ীব পিছনেই একটা বাজ পড়েছে—তাই এত ভীষণ শব্দ, গন্ধকের ধোঁয়া ও গন্ধ। তাড়াতাড়ি তিনি ছুটে গিয়ে দেখেন, সবাই বিছানায় গোল পাকিয়ে পড়ে' কাঁদছে। সুশীলবাবু দেখেন স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা নির্বিঘ্নে রয়েছে, তবে বাজের দাপটে সবাই আচ্ছন্নের মত ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। যাক্, সবাই ভালো আছে। কিন্তু, পাহাড়ী, পাহাড়ী গেল কোথায় ? তাকে তো বিছানায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

শেষে সুবীব দেখতে পেল বিছানার ও-পাশে মেঝেব উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে পাহাড়ীব অচল অনড় দেহ। সুবীব ছুটে তাব গায়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"পাহাড়ী মরে' গেছে, বাবা, পাহাড়ী মবে' গেছে।"

পাহাড়ী কিন্তু মবে নি, বজ্রাঘাতেব ভীষণ কম্পনে ও প্রচণ্ড দাপটে কেবল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ঘব হ'তে পাহাড়ীব অচৈতন্য দেহ বাইরে, যেখানে মুষলধাবে বৃষ্টি পড়ছিল, সেখানে এনে রাখা হল। জলের তুমুল স্রোতে ভেসে যেতে লাগল তাব দেহ।

শোভান দেখতে গেল ঘরের ভিতর কোথাও আগুন লেগেছে কিনা। গিয়ে দেখে বাড়ীর এক কোণে বাস্তবিকই আগুন লেগেছিল, কিন্তু বৃষ্টির দরুণ সে আগুন বাড়তে পারে নি, জলে তা নিবে গেছে।

পাহাড়ী বাঁচবে কিনা তাব ঠিক নেই—সকলেই ভয়ে স্তব্ধ, মুহ্যমান হ'য়ে রইল। অজস্র বৃষ্টিপাতে ক্রমে পাহাড়ীর সংবিৎ ফিরে আসতে লাগল, বুক তার উঁচু-নিচু হ'তে লাগল, চোখের কোল কাঁপতে লাগল। রাত্রিব শেষদিকে পাহাড়ী দু'একটা কথা কইল দেখে সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল।

তার পরদিন সুশীলবাবু আর সুবীর পাহাড়ীকে ফেলে আর কোন

কাজে গেল না। পাহাড়ী এখন নিতান্ত দুর্ব্বল—সমস্ত সকাল ও দুপুর সে একটানা ঘুমিয়েছে। শোভান ব্যস্ত ছিল একটা নূতন কাজে। বাড়ীর উপর আর যাতে বাজ না পড়ে, তার জন্য নিকটের একটা নারিকেল গাছের উপর তড়িৎ-পরিচালনের জন্য একটা লম্বা শিক মারছিল। প্রথমে একটা গাছের উপর উঠে তার মাথাটা কেটে সম্পূর্ণ শাখাশূন্য করে' ফেললে, তারপর একটা লম্বা তার গাছের মাথা থেকে মাটি পর্য্যন্ত নামিয়ে, মাটিতে পুঁতে রেখে, বেশ একটা বিদ্যুৎ পরিচালনের শিক তৈরী করলে। যৌবনে শোভান কতদিন জাহাজের সু-উচ্চ মাস্তুলের ডগায় উঠেছে, তাই আজ এ বৃদ্ধ বয়সেও নারিকেল গাছে উঠতে সে কিছুমাত্র ভয় পায় নি। ধাতু মাত্রেরই বিদ্যুৎ টানবার আকর্ষণী শক্তি আছে। এখন বাজ পড়লে, এই ধাতুনির্ম্মিত শিকের উপরেই পড়বে, এবং তা বেয়ে মাটিতে নেমে যাবে, অবশ্যই গাছের গোড়ার মাটি আস্ত থাকবে না, একদম বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তিন চারদিন পরেই পাহাড়ী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে পুনরায় ঘরকন্না দেখতে লাগল।

## উনিশ

এবারে বর্ষায় শুক্‌নো কাঠের জন্য তাদের বড় কষ্ট পেতে হয়েছিল। তাই বর্ষা যখন শেষ হ'য়ে গেল, পর বৎসরে যা'তে আর কষ্ট না পেতে হয়, সেই জন্য শোভান বাড়ীর কাছে, বনের মধ্যে একটা বড় চালা বেঁধে, তার তলায় যত শুক্‌নো নারিকেল পাতা ও ডাল, টুক্‌রো করে' কেটে রেখে দিল। ক'দিন একটানা প্রখর রৌদ্রে ভিজা ডালপালা, নারিকেল পাতা, সব যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, সেই সব জড়ো করে' গুছিয়ে তুলতে তিন চারদিন কেটে গেল।

একদিন শোভান বললে—"আর আমাদের করতে বাকি রইল চারটে প্রধান কাজ—প্রথম,—মাছ রাখবার জন্য একটা পুকুর কাটা, দ্বিতীয়,—পাথরের উপর নুন জমাবার জন্য একটা বড় গর্ত খোঁড়া, তৃতীয়,—নৌকা

করে' একদিন ওপারে গিয়ে বই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো আনা, ও চতুর্থ, দ্বীপে কোথায় কি আছে তা একবার বেশ ভালো করে' ঘুরে দেখা।

সুবীর বললে—"চতুর্থ কাজের বেলায় আমাকে সঙ্গে নিয়ো, শোভান।"

একটু হেসে শোভান বললে—"তা এখন বলতে পারি না, আর সে যেতে হ'লে আগে আর সব কাজগুলো শেষ করতে হ'বে, কারণ বেরুলে তিন চারিদিনের মতন বেরুতে হবে।"

পর বৎসরের জন্য শোভান শুকনো কাঠ গুছিয়ে রাখছে দেখে সুশীলবাবু যেন অজান্তেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ভবিষ্যতের জন্য এই সঞ্চয়-আয়োজনের পিছনে যে কতখানি অতিব্যক্ত নৈরাশ্য ও সুস্পষ্ট নিরানন্দের ইঙ্গিত রয়েছে তা তাঁর চোখ এড়াল না। তাই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখখানা বড় গম্ভীর করে' রইলেন।

তাঁর মনের সেই ভাব-বিপর্য্যয় শোভানের চোখে পড়তে সে বললে—"সুশীলবাবু, নিতান্ত নিরাশার মধ্যেও আশা ত্যাগ করবেন না। ক্যাপটেন রথউড বা মরিসন কি আর আমাদের খোঁজ নেবেন না, বলতে চান? তবে কোন জিনিষই নিশ্চিত করে' বলা যায় না। কারণ সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে, সেই উত্তাল সমুদ্রজলে একখানা নৌকায় অতগুলো প্রাণী রক্ষা পেয়েছিল কি না তার ঠিক নেই। তার উপর নৌকা তখন বোধকরি ডাঙ্গা হ'তে শত শত মাইল দূরে। আমরা যে এই দ্বীপে সারা জীবন বাস করবো তা বলছি না, তবে যদি একান্তই তাই থাকতে হয়, তার জন্য সব ব্যবস্থা ও আয়োজন করে' রাখা দরকার।"

পরের দিন সকালবেলায় তিনজনে গেল মাছের জন্ম একটা পুকুরের ব্যবস্থা কর্‌তে। যে সঙ্কীর্ণ ছোট নালার মধ্যে কচ্ছপের পুকুর তৈরী হয়েছিল, সেই নালায় তা'রা মাছের পুকুরও কর্‌বে বলে' স্থির কর্‌লে। মাছের পুকুরটা হ'বে কচ্ছপের পুকুর হ'তে একশ' গজ দূরে। সেখানে জল হবে মাত্র হাত ছয়েক।

শোভান বল্‌লে—"কচ্ছপের পুকুরটা যেমনি ভাবে তৈরী করা হয়েছে, এও তেমনি ভাবে কর্‌তে হবে। দু'দিকে বেশ উচুঁ পাড় আছে, আর দু'দিক পাথর দিয়ে ঘিরে ফেল্‌লেই বেশ পুকুর হ'বে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে পুকুরের জলও কম্‌বে, বাড়বে, কারণ পাথরের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকবে, অথচ মাছও পালাতে পার্‌বে না। যখনি দরকার হ'বে সুধীর কিম্বা পাহাড়ী এসে বর্শা গেঁথে মাছ ধরে' নিয়ে যাবে।"

সুধীর বল্‌লে—"পাথর দিয়ে ঘিরবে বল্‌ছ, পাথর এখানে কই?"

বাস্তবিক কাছে-পিঠে কোথাও পাথর ছিল না, ছিল সেই কচ্ছপের পুকুরের কাছে।

শোভান বল্‌লে—"ঠিক কথা সুধীর, তবে আমাদের গাড়ী করে' যথেষ্ট পাথর নিয়ে আস্‌তে পারবো—তাতে কোন কষ্ট হবে না।"

শোভান ফিরে গিয়ে গুদাম ঘর হ'তে দু'চাকা গাড়ীখানা নিয়ে এল। সেই গাড়ী করে' প্রচুর পাথর নিয়ে এসে তিনজনে নালার জলে নেমে দু'দিকে পাথরের দেওয়াল গেঁথে তুল্‌তে লাগল।

কাজ কর্‌তে কর্‌তে শোভান বল্‌লে—"সুশীলবাবু, আর একটা

কাজের কথা আমার মোটেই মনে ছিল না। সমুদ্রে স্নান কব্‌বার জন্য একটা জায়গা বেশ নিরাপদ ভাবে আমাদের ঘিরে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু সেটা এখন করলে চলবে না। গ্রীষ্মকালে যখন জল কম্‌বে তখন খুব সাবধানে সেটা কব্‌তে হবে। এসব জায়গায় হাঙ্গরের ভয়ানক উৎপাত। এই যে নালায় নেমে কাজ কব্‌ছি, সমুদ্র এখান হ'তে বহু-দূরে, জলও এখানে হাঁটুর বেশী নয়, তবুও বলা ত' যায় না, কখন হাঙ্গরের মুখে পড়ি। আমার মনে পড়ে, আমি বহুদিন আগে যখন সুন্দরবনে আবাদে কাজ কব্‌তুম, তখন একটা কুমীরের প্রতাপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম। জাহাজের একজন সারেঙ্গের সঙ্গে একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আমরা মাছ ধব্‌ছিলুম। যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সে জায়গাটা নদীর জল হ'তে প্রায় দু'হাত উঁচু। আপনি জানেন, সুন্দরবনের নদী খালগুলো কি-রকম কুমীরে পরিপূর্ণ। একটা প্রকাণ্ড কুমীর আমাদের পায়ের তলায় নদীর জলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাকে দেখে আমরা গ্রাহ্য কবলুম না, কারণ জল হ'তে বেশ উঁচুতে আমরা ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ কুমীরটা এক লাফ মেরে লেজের ঝাপটায় আমার বন্ধুকে জলে ফেলে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। শুনেছি, কুমীরে নৌকা থেকেও মানুষ টেনে নিয়ে গেছে। তারপর সেণ্ট হেলেনায় আমি যখন ছিলুম তখন দু'জন ইংরাজ নাবিক সমুদ্রের ধারে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ধূমপান কব্‌ছিল। জল হ'তে পাথরটা খুব উঁচু, তবুও সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর এসে নাবিককে জলে টেনে নিয়ে যায়। সাতদিন পরে সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গরকে গুলি করে' মারা হয়। তার পেট কেটে দেখা গেল—অদ্ভুত দৃশ্য! সেই নাবিকটা আস্ত তার

পেটের মধ্যে রয়েছে, শুধু নেই হাঁটুর নীচের পা দুটো। সে ভয়াবহ দৃশ্য আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। তারপর কত জায়গায় কত হাঙ্গরের অত্যাচার দেখেছি তা আর কত বল্‌বো! দেখলে তো শূয়রটার কি দুরবস্থা হ'ল।"

সুধীর বল্‌লে—"শূয়রগুলো কত বাড়্‌লো?"

শোভান বল্‌লে—"সংখ্যায় এখন তা'রা প্রায় শ'খানেক হবে, আর কিছুদিন পরেই তাদের রীতিমত শিকার করে' মারতে হবে। কথায় বলে, শূয়রের পাল! অত তাড়াতাড়ি, অত অসংখ্য বাচ্ছা আর কোন জন্তুর হয় না। আর এখন তা'রা বেশ বুনো হয়ে উঠেছে, তাই চলা-ফেরা কর্‌বার সময় আমাদেরও খুব সাবধানে থাকতে হবে। বুনো শূয়রগুলোর বিক্রম কম নয়।"

সুধীর বললে—"শিকার কর্‌বে কিসে?"

শোভান বল্‌লে—"কেন, বন্দুক আর কুকুর নিয়ে, আর মলির তো শীঘ্রই বাচ্ছা হবে। কুকুর না হ'লে ওদের তাড়া দিয়ে বন থেকে বার্ করবে কে? শূয়রের সংখ্যা যেমন বাড়বে তার সঙ্গে আমাদের কুকুরের সংখ্যাও বাড়ানো চাই।"

—"অত কুকুর হ'লে খাওয়াবে কি?"

—"যতদিন সমুদ্র আছে, ততদিন মাছের কোন অভাব হবে না। কুকুর মাছ খেয়েও বেশ থাক্‌তে পারে। আর ওদিকে আমাদের ভেড়া-ছাগলদের এর মধ্যেই অনেক বাচ্ছা হয়েছে। ভগবানের দয়ায় দ্বীপে আমাদের কখনো খাওয়ার অভাব হবে না।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাদের মাছের পুকুরটা তৈরী হয়ে গেল। এবার হ'তে বেশী করে' মাছ ধরে' এই পুকুরে রাখতে হবে।

## কুড়ি

তারপর কয়েকদিন ধরে' তা'রা সকাল সন্ধ্যা কেবল সমুদ্রে মাছ ধরে' সেই পুকুরে এনে ফেলতে লাগল। শীঘ্রই নালার প্রকাণ্ড পুকুরটা ছোট-বড় নানা জাতের মাছে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে এক মজার দৃশ্য! এখন দ্বীপবাসীদের আর কোন অভাব নেই, যতদূর সাধ্য সব তা'রা গুছিয়ে নিয়েছে। দেহে-মনে সকলেরই অগাধ আনন্দ, অখণ্ড তৃপ্তি, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-জ্যোতি। প্রশান্ত মহাসাগরের বিশুদ্ধ তাজা হাওয়া ও টাট্‌কা সতেজ মাছ-মাংস খেয়ে সকলেই বেশ মোটা ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না। মাঝে-মাঝে যেন একটা বিপদ লেগেই আছে। আমাদের এই দ্বীপবাসীদের

জীবনেও এক মহা দুর্ভাবনার কারণ উপস্থিত হ'ল। সেদিন মাছ ধরে' এসে সন্ধ্যার সময় সুবীর কিছু খেল না, বললে, শরীর ভাল নয়। কিছুক্ষণ পরেই ভীষণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল, তার উপর মাথার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। সুবীর সমস্ত রাত বিছানায় পড়ে' কাতরাতে লাগল। সুবীরের সহ্যগুণ খুব, কোন রকম কষ্টকে সে সহজে আমল দেয় না। কিন্তু সমস্ত রাত যন্ত্রণায় সে ভীষণ ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, আর "মাথা গেল, মাথা গেল" বলে' চীৎকার করতে লাগল। সুশীলবাবু, শোভান ও পার্ব্বতী দেবী রীতিমত ভয় খেয়ে গেলেন। সারারাত্রি তা'রা সুবীরের বিছানার পাশে বসে' তার সেবা-শুশ্রূষা করে' রাত কাটালেন।

পরদিন সকাল হ'তে সুবীরের জ্বর আরো বেশী বাড়তে লাগল; বৈকাল হ'তে সে রীতিমত প্রলাপ বক্‌তে সুরু করলে। সুশীলবাবু কি যে করবেন, কেমন করে' প্রিয় পুত্রকে রক্ষা করবেন, ভেবে পান না। পার্ব্বতী দেবী কেবলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে থাকেন। এই বিজন বিভুঁই দেশে, যেখানে লোক নেই, জন নেই, ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই, ছেলেকে বাঁচাবার কোন রকম উপায় নেই—তা'রা কি করবে। জ্বর যে-রকম বেড়ে চলছে তাতে তাকে যে রক্ষা করা যাবে বলে' মনে হয় না। এখন ভগবানের কৃপা।

সন্ধ্যার সময় রোগী যখন ভীষণ জ্বরে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে তখন শোভান বল্‌লে—"সুশীলবাবু, একটা কথা বলি শুনুন, আমি যদিও ডাক্তার নই তবুও একটা জিনিষ চেষ্টা করে' দেখব, অবশ্য আপনার যদি অনুমতি পাই। এ-কদিন সুবীর বড় রোদে ঘুরেছে, সমুদ্রের ধারে ঠায় বসে' মাছ ধরেছে, রোদ লেগেই ওর এ অসুখটা হ'ল। আমাদের সেকালের

ডাক্তারেরা রুগীর এই রকম বিকার অবস্থায় দেহের কোন অংশ কেটে কিছু রক্ত বার করে' দিতেন, তাতে রুগী সুস্থও হ'ত।"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"আমার তো মাথায় ভালোমন্দ আর কিছু আস্‌ছে না, শোভান। তুমি আমাদের একদিন মরণের হাত হ'তে রক্ষা করেছিলে, আজ আমার প্রিয়পুত্র সুবীরের জীবন-মরণের ভার তোমার হাতে ছেড়ে দিলুম। তুমি যা ভাল বোঝ কর, যে-রকম জ্বর বাড়্‌ছে, তাতে ভয় হয় শীঘ্রই মস্তিষ্কে রক্ত উঠে মেনান্‌জাইটিস্ হবে। আমার কাছে একটা ল্যানসেট্ আছে, বলতো, বার করি।"

শোভান বল্‌লে—"হাঁ, বার করুন, আর দেরী করা উচিত নয়।"

তখন সুশীলবাবু ল্যানসেট্ নিয়ে এলেন।

শোভান বল্‌লে—"আমি যদিও বুড়ো মানুষ তবুও আমিই হাতের শিরা কাট্‌বো, কারণ আপনি নিজের ছেলের গায়ে ছুরি চালাতে পার্‌বেন না।".

এই বলে' শোভান অচৈতন্য সুবীরের একখানা হাত নিয়ে কাপড় দিয়ে তা বাঁধ্‌লো, তা'তে হাতের শিরাগুলো উঠ্‌লো খুব ফুলে'। একটা প্রধান শিরার উপর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টিপে শোভান অতি সাবধানে তার খানিকটা কেটে দিলে। খানিকটা রক্তস্রাব হবার পর শোভান ভালো করে' ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেল্‌লে। রক্তস্রাবের দরুণ রুগী বেশ সুস্থ বোধ কর্‌তে লাগল। রুগীর জ্ঞানও একটু ফিরে এল; এক বার জল চেয়ে খেয়ে নিল দেখে, সকলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

পরদিন কিন্তু জ্বর সমানভাবে চল্‌তে লাগল। তখন শোভান অপর হস্তে অস্ত্র প্রয়োগ করে' আবো খানিকটা রক্ত বার করে' দিলে।

পার্ব্বতী দেবী আর লীনা কেবলই কাঁদছে। সুনীলবাবু প্রশান্ত গম্ভীর বদনে কেবল ভগবানকে ডাকছেন। সুবীরের মত বিনয়-বিনম্র বুদ্ধি-প্রখর ছেলে সকলেরই প্রিয় পাত্র। অসহায় পিতামাতার তখনকার মুখের ভাব দেখলে মনে হ'ত লা-আঙ্গ অঙ্কিত 'কাস্তে হাতে কৃষকের' ছবিখানির কথা।

এই রকম কয়েক দিবস যমে-মানুষে টানাটানি চল্‌ল। এক-এক সময় রুগীর এমন অবস্থা হয়, নাড়ী এমন ছেড়ে দেয় যে, আর কোন আশা-ভরসা থাকে না। সুখের সংসার নিরানন্দ মেঘে অন্ধকার হ'য়ে উঠল। কারোর মুখে হাসি নেই, মনে স্ফূর্ত্তি নেই, প্রাণে ক্ষিপ্রতা নেই, দেহ যেন কাজ করবার কোন শক্তি নেই। কুকুর তিনটাও যেন সেই বিপদের কথা বুঝতে পেরেছিল; ম্লান বিষণ্ণ বদনে তা'রা একটানা সুনীলের বিছানার নীচে বসে' চেয়ে থাকত।

সুবীর শোভানের কেউ নয়, তার সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, তবুও সব চেয়ে গভীর দুঃখ তারই হয়েছিল। পাথরের উপর ছেনি, হাতুড়ি নিয়ে গর্ত্ত খুঁড়তে খুঁড়তে অঝোরধারায় সে কেবলই কেঁদেছে ও আকুল হৃদয়ে ভগবানকে ডেকেছে। সুবীরের যদি ভালো-মন্দ কিছু হয়, তা হ'লে আর সে বাঁচবে না। জীবনে সে কখনো ভালবাসা পায় নি, অপরকেও সে কখনো গভীরভাবে ভালবাসে নি। শেষ বয়সে তার ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ স্নেহ ভালবাসা যেন সুবীরকে কেন্দ্র করেই উছলে উঠেছিল। সুবীরও যেন বাপ-মার চাইতেও এই শোভানকে বেশী ভালোবাসত।

দ্বীপবাসীদের আকুল প্রার্থনায় ভগবানের মন টল্‌ল দশদিনের

দিন একটু জ্বর কম্‌ল, তারপর ক্রমশই জ্বরের প্রখবতা কমে' আসতে লাগল। জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে যাওয়ার পরও প্রায় পনেরো দিন সুবীব বিছানা ছেড়ে উঠতে পাব্‌তো না, এত বেশী দুর্ব্বল পঙ্গু সে হয়ে পড়েছিল।

রুগীর এই অপ্রত্যাশিত আবোগ্যলাভে সকলেই মনেব আনন্দে ও পবিপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় ভগবানেব চবণে শত শত ধন্যবাদ জানাতে লাগল। শোভান যেন নব বলে বলীয়ান হ'যে বাইবেব বাকি কাজ কর্ম্ম কব্‌তে লাগল। মাসখানেক পর সুবীব আস্তে আস্তে একটু বাইরে যেতে শিখ্‌ল।

একদিন মা'ব হাত ধরে' সমুদ্রধাবে গিয়ে দেখে নুন জমাবার গর্ত্ত ও সমুদ্র স্নান কববাব জায়গা সম্পূর্ণ হয়েছে। দেখে তাব বড় আনন্দ হল, দুঃখও হল। শোভান তাব সামনে কাজ কর্‌তে থাকে আর সে ঠায় চেয়ে তার কাজ দেখে। সুবীরের ম্লান বিষণ্ণ মুখের নিষ্প্রভ পাংশু চাউনি দেখে শোভানের বুকেব শুষ্ক হাড়েব মধ্যে যেন করুণার উৎস দেখা দেয়, বুকেব ভিতর পর্য্যন্ত তাব আনন্দের বেদনায় গভীর হ'য়ে ওঠে।

ক্ষীণ কণ্ঠে সুবীব বলে—"শোভান, কবে দ্বীপে ঘুর্‌তে বেরুবে, বল?"

শোভান বলে—"এখন আকাশ যেমন পবিষ্কাব, এখনই বেরুনো উচিত। কিন্তু আব কিছুদিন না গেলে বেরুতে পারবো না, তোমার শবীরে একটু বল হোক্‌, তারপর বেরুবো। এখন তোমায় একলা তোমার বাপমাব কাছে ফেলে যেতে পারি না।"

সুবীর আকুল হ'য়ে বলে—"ফেলে যাবে কি, শোভান! আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

শোভান মিষ্টি হাসি হেসে বলে—"তা হ'তে পাবে না সুবীরবাবু। তুমি এত বড় অসুখ থেকে উঠলে, এখন তোমায় নিয়ে যাই কি করে'? মনে কর পথে ঝড় জল উঠলো, আমরা ভিজে একশা হয়ে গেলুম, তখন কি হবে? তখন ফের যে তোমার জ্বর হবে। রোজ সকাল বিকাল এই পাথরের উপর এসে বসবে, তবে বেশীক্ষণ থেকো না। সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় তোমার শরীর শীঘ্র ভালো হবে।"

সুবীর তবুও জেদ ধরে—"না শোভান, আমি যাবো, আমি আর দু'দিনেই ভালো হ'য়ে যাবো।"

সুবীর এখন যেন ছেলেমানুষের মত বড় আদুরে, বড় অভিমানী হ'য়ে উঠেছে।

তারপর, দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। দ্বীপবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন অভাবনীয় অতর্কিত ঘটনার সংঘটন নেই। মুরগীর ঝোল ও সমুদ্রের তাজা হাওয়ার গুণে সুবীর দিনে দিনে বলশালী হ'তে লাগল। তার বিবর্ণ মুখ নূতন রক্ত-সঞ্চারে রঙীন হ'য়ে উঠল, মুখের শ্রী ও কান্তি আগের চেয়েও উজ্জ্বল ও শোভন হ'য়ে উঠল। শোভান ও সুশীলবাবু সকাল-বিকাল সমুদ্র-ধারে মাছ ধরতে যায়, সঙ্গে সুবীরও থাকে, কিন্তু এখন তার মাছ ধর্‌বার ক্ষমতা হলেও সে মাছ ধরে না। চুপ করে বসে' মাছ ধরা দেখে, না হয় দু'জনকার সঙ্গে গল্প করে। কখনো বা দূর সমুদ্রের সীমাহীন দিগন্তলীন বুকের উপর তার দুই কিশোর স্বপ্নালস চক্ষু মেলে দেয়,

দূরস্থিত অজানা দ্বীপের রহস্য বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের কথা চিন্তা করে'। সে সব দ্বীপে কেমন লোক বাস করে, তা সে জানে না। হয়ত তা'রা হিংস্র নিষ্ঠুর নরখাদকের দল, তবুও তাদের কথা ভাবতে তার ভাল লাগে। যদি সত্যিই একদিন তারা নৌকা করে' তাদের দ্বীপে এসে সকলকে হত্যা করে, তা হ'লে কি হবে ?

এখন সুবীরের আর বাঁধাধরা খাওয়া নেই, প্রচুর পরিমাণে মুরগীর ডিম, মুরগীর ঝোল, কচ্ছপের মাংস সে খায়। ক্রমে তার শরীর আগের চেয়েও বলশালী হ'য়ে উঠ্‌ল।

বাড়ীর কাছে একটা গাছের উপর বিদ্যুৎ চালাবার জন্য যেমন একটা শিক বসানো হয়েছিল, তেমনি গুদামঘরের নিকটেও একটা গাছের উপর শিক বসানো হ'ল। এবার বাজ পড়লেও আর কিছু নষ্ট হবার ভয় নেই।

সুবীর এখন ক্রমাগতই শোভানকে তাগাদা দেয় দ্বীপে বেরুবার জন্য, আর শোভানের সঙ্গে সেও যে থাকবে সেকথা এক'শ বার বলে' রাখ্‌ছে। শেষে সুশীলবাবুর অনুমতি নিয়ে এই স্থির হ'ল যে, সুবীর ও শোভান প্রথমে দ্বীপের দক্ষিণদিকটা ঘুরে দেখে এসে বাড়ী ফির্‌বে, তারপর অন্য দিকে যাবার ব্যবস্থা হ'বে। শনিবার রাত্রিতে কথা ঠিক হ'ল যে সোমবার দিন সকালেই তা'রা বেরিয়ে পড়্‌বে। রবিবার সমস্ত দিন আয়োজন চলতে লাগ্‌ল। থলি দুটো সিদ্ধ ও নোনা মাংস, শুকনো রুটি ও খাবারজলের শিশিতে ভর্ত্তি করা হল। দু'জনে দু'টো বন্দুক, ও কাঁধের উপর পাট করে' দু'টো কম্বল নেবে—কারণ রাত্রির শোবার ব্যবস্থাও চাই। গাছে কোপ মারবার জন্য কুড়ুল ও কম্পাস প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিতেও শোভান ভুল্‌লো না।

# একুশ

সোমবার দিন খুব ভোরে উঠে তা'বা যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। বেরুবার আগে তা'বা দু'জনে পেট ভরে খেয়ে নিল। পাহাড়ী রাত থাকতেই মাছের পুকুরে গিয়ে দুটো বড মাছ মেরে এনে রান্না করেছিল। পেট ভরে' মাছ ভাজা ও মাছের ঝোল খেয়ে তা'রা উঠে পড়ল। মাণিকের গলায় একটা বড কাঁটা ফুটে গিয়ে তাদের দেরী করে' দিল। শোভান তাড়াতাড়ি তার গলার ভিতর আঙ্গুল দিয়ে কাঁটা টেনে বার করে। তারপর তা'রা ভগবানের নাম স্মরণ করে' বেরিয়ে পড়ল। সূর্য্যের তরুণ আলোয় সমস্ত প্রকৃতি ঝলমল করছে, সমুদ্রজল সেই উজ্জ্বল আলোর সংস্পর্শে ঝিক্‌মিক্ করে' উঠছে, সুদীর্ঘ ঋজু নারিকেল গাছগুলো হাওয়ায় দুলে দুলে আনন্দে তাদের শাখাগুলি নাড়াচ্ছে।

সঙ্গে বাঘা ও জ্যাক্‌কে নিয়ে শোভান ও সুবীর পরিপূর্ণ আনন্দভরে দক্ষিণ দিক চেপে চলতে লাগ্‌ল। গুদামঘর পার হ'য়ে ক্রমে সেই পাহাড়টা অতিক্রম করে' তা'রা সেই নিবিড় নারিকেল-জঙ্গলে এসে পড়ল। এখান হ'তে তা'রা কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে চলতে লাগল— যাতে ফেরবার মুখে পথ হারিয়ে না যায়। দক্ষিণ দিকে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে তা'রা দেখ্‌লে সেদিকটার বন আরো নিবিড়, আরো ঘন-নিবদ্ধ। আধ ঘণ্টাকাল তা'রা সেই নিবিড় আধ-অন্ধকারময় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে লাগ্‌ল। গাছ কাটতে কাটতে তাদের ললাটপ্রদেশ ঘামে ভিজে উঠ্‌ল।

সুবীর বল্‌লে—"এই জঙ্গল শেষ করে' আমরা কোথায় গিয়ে পড়ব শোভান ?"

শোভান বল্‌লে—"আমার ত মনে হয়, জঙ্গলের পর আমরা বেশ উর্ব্বর জমি পাব, তারপর হ'তে সমুদ্র আরম্ভ হবে।"

শোভানের কথাই ঠিক। আরো আধঘণ্টা সেই জঙ্গলের মধ্যে চলে' তা'রা নিবিড় কাঁটাগাছপূর্ণ এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর এসে পড়ল। সেই সব আগাছা তাদের মাথার চেয়েও উঁচু। কুড়ুল দিয়ে সেই সব কাঁটাগাছ কেটে অতি কষ্টে পথ করে' তা'রা এগুতে লাগল। সেখান হ'তে তা'রা সমুদ্র দেখতে পেল না। আরো খানিকটা এগিয়ে কাঁটা বন শেষ করে' তারা ফাঁকা জায়গায় এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল সতেজ সবুজ ঘাস লক্‌লক্ করে' উঠেছে। প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল।

বেলা তখন বেশী হয়েছে, সেইখানে একটা গাছের ছায়ায় বসে' তা'রা

তাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নিল। খেতে খেতে শোভান বল্‌লে—"কুড়ুল আর সঙ্গে নিয়ে কাজ নেই, এইখানে রেখে, শুধু বন্দুক হাতে করে' আমরা আরো একটু এগিয়ে দেখে আসি চলো, তারপর সন্ধ্যার সময় আবার ফিরে আস্‌ব।"

সেই সুবিস্তৃত শ্যামল তৃণভূমি দেখে সুধীর বল্‌লে—"এখানে ছাগল ভেড়ার আড্ডা করে' দিলে তাদের কখনো খাবারের অভাব হবে না।"

সেখান হ'তে উঠে তা'রা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হ'ল। ঘাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল নানা জাতের ছোট ছোট চারা গাছ। কিছুদূরে তা'রা একটা গাছের সুবিস্তৃত ঝাড় দেখতে পেল যা দেখে সুধীরের দুই চোখ আনন্দে নেচে উঠল। এক জায়গায় হাজার হাজার কলাগাছের ঝাড, কি সুন্দর তাদের সুগোল ক্রমক্ষীণায়মান দেহ-কাণ্ড, কি সুন্দর তাদের সবুজবর্ণ বড় বড় পাতা, তার উপর শত শত গাছে সুদর্শন কলার কাঁদি হ'য়ে রয়েছে। কোনটায় সবে মোচা পড়েছে, কোনটায় একটা প্রকাণ্ড কাঁচা কাঁদি, কাঁদির তলায় শুক্‌নো ছোট মোচাটুকু, কোনটায় বা পরিপক্ক কাঁদি। সেই পাকা কলার কাঁদি পেড়ে তা'রা আশ মিটিয়ে কলা খেয়ে নিল। মাণিক ও লীনার জন্যও কিছু নিতে ভুল্‌লনা।

এক জায়গায় তা'রা দেখতে পেল এক রকম ছোট গাছ। শোভান তা' পরীক্ষা করে' বল্‌লে—"লঙ্কা গাছ।"

তরকারীতে লঙ্কা খেতে সুধীর যেমন ভালবাসে, চাটগাঁয়ের শোভানও তেমনি ভালবাসে। এতদিন লঙ্কার অভাবে তা'রা তরকারিতে শুধু মরিচ-গুঁড়ো দিয়ে এসেছে। আরো কিছু দূর গিয়ে তা'রা পেয়ারা গাছ দেখতে পেল, গাছে কাঁচা, পাকা, নানারকম পেয়ারা হ'য়ে আছে।

এইরূপে তা'রা ক্রমশঃ যত এগুতে লাগল, ততই নানা জাতের গাছ দেখতে পেল—কোথাও ফণীমনসার ঝোপ হ'য়ে আছে—তা দিয়ে' বেশ সুন্দর বেড়ার কাজ চলবে, কোথাও ডুমুর গাছ, কোথাও বুনো পীয়ার গাছ। যে-সব গাছ তা'রা চিনতে পার্‌ল না, তা'রা তা সঙ্গে করে' নিল, যদি সুশীলবাবু চিন্‌তে পারেন।

সেই অতি স্তব্ধ, অতি নিস্পন্দ তৃণভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তা'রা কিসের কিচির মিচির শব্দ শুন্‌তে পেল। প্রথমে শোভান ভেবেছিল বানরের দল কিচির মিচির করছে, কিন্তু খানিকটা এগিয়ে দেখে একটা ঝোপের মধ্যে শত শত টিয়াপাখী মনের আনন্দে ছুটোপুটি করে' উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের গলার তীক্ষ্ম আওয়াজে সে-স্থান এমন মুখরিত হ'য়ে উঠেছে যে, কোন কথা বল্‌লে এক বর্ণও শোনা যায় না। টিয়াপাখীগুলোর কোনটা সবুজ, কোনটা ম্যাজেণ্টা রঙের, কোনটা সেট-ব্লু, কোনটা প্রসিয়ান্‌-ব্লু, কোনটা টার্‌কুইজ-ব্লু, কোনটা মভ্‌রঙের, কোনটা, আলিভ-সিপিয়া, কোনটা বা ঘোর নীল রঙের। সুবীর ও শোভান সেই ঝোপের কাছে যেতেই প্রায় পাঁচশ টিয়াপাখী এক সঙ্গে চেঁচাতে চেঁচাতে সরু ডানা ও লম্বা লেজ মেলে দ্বীপের অন্য দিকে উড়ে চলে' গেল।

তারপর আরো খানিকটা এগুতে তা'রা একটা বিস্তৃত জলাভূমির উপর এসে উপস্থিত হ'ল, সেখানে হাঁটুখানেক জল ও কেবল কাদা। জলার ধারে-ধারে হ'য়ে আছে অসংখ্য বুনো চুপড়ি আলু—সেটা যেন আলুর ক্ষেত। চারিধারেই শুধু চুপ্‌ড়ি আলুর গাছ। দেখে শোভানের খুব আনন্দ হ'ল। চুপ্‌ড়ি আলু বেশ আনাজের কাজ কর্‌বে, খেতেও নিতান্ত মন্দ নয়।

এমন সময় বাঘা ও জ্যাক্ চেঁচাতে চেঁচাতে সেই আলুগাছের মধ্যে ছুটে গেল, ও সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শ'খানেক ছোট বড় শূয়র ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে' সেই জলাভূমির দিকে ছুটে পালাল। তারা দ্বীপে ছেড়েছিল ছ'টা শূয়র, এখন সেখানে হয়েছে প্রায় এক'শ।

শোভান বল্‌লে—"আর একটা নূতন কাজ আমাদের বাড়্‌ল, এই আলুর ক্ষেতটা বেশ করে' বেড়া দিয়ে ঘিরতে হবে—ফণি-মনসার গাছে বেশ সুন্দর বেড়া হবে—তা না হ'লে শূয়রের গ্রাস হ'তে তা রক্ষা করা যাবে না। বেটারা রাক্ষসের জাত।"

তারপর তা'রা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হ'ল। সমুদ্রের কিনারা ঘেঁসে জলের উপর সুবিস্তৃত পাহাড়ের চাতাল হ'য়ে রয়েছে—আর তার উপর যেন সাদা মেঘ জমে' রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখে লক্ষ লক্ষ শ্বেতবর্ণ সামুদ্রিক পাখী সেই সব চাতালের উপর জড়ো হয়েছে।

শোভান বল্‌লে—"এসব পাখীর ডিম খেতে অতি মিষ্টি—যখনি আমাদের দরকার হবে, তখনি আমরা ডিম নিয়ে রান্না করে' খাব।"

সুবীর বল্‌লে—"দ্বীপে যত দিন যাচ্ছে ততই যেন নূতন নূতন খাবার জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যদি আমরা সারা জীবন থাকি, তা হ'লেও কখনো খাবারের অভাব হবে না। আমাদের বাড়ীটা এখানে তৈরী করলেই বেশ হ'ত, কি বল—কত কলা, পেয়ারা, আলু, পাখী!"

শোভান ঈষৎ হেসে বল্‌লে—"সব আছে, কিন্তু সব চেয়ে প্রধান যে খাবার জল তা এখানে নেই, তারপর এদিকে অমন সুন্দর খাল

নেই, আমরা মাছ ও কচ্ছপের অমন সুন্দর পুকুরও তৈরী কর্‌তে পারতুম না। বাড়ী যেখানে আছে সেখানে বেশ ভালোই আছে, আমরা শুধু মধ্যে মধ্যে এখানে এসে কলা, পেয়ারা, চুপড়ী আলু ও পাখীর ডিম নিয়ে যাব।"

সুবীর বল্‌লে—"এতখানি-পথ যাওয়া-আসা কি সুবিধা হবে?"

শোভান বল্‌লে—"রোজ তো আর নয়, আর তা ছাড়া চেষ্টা করলে হয়তো সমুদ্রপথে নৌকাও এদিকে আনতে পারি, তা হ'লে নৌকো বোঝাই করে' আলু-কলা নিয়ে যেতে আর কোন কষ্ট হবে না।"

আরো খানিকটা অগ্রসর হ'তে তা'রা একটা সুন্দর খাঁড়ি দেখতে পেল—সেটায় বেশ নৌকো বাধ্‌বার জায়গা হবে। সেই খাঁড়ির অগভীর স্বচ্ছ জলের তলদেশ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। জলে কি দেখিয়ে সুবীর বল্‌লে—"দেখ, দেখ, শোভান, জলের ভিতর পাথরের উপর ওটা কি বসে' রয়েছে? একটা মোচা চিংড়ি না?"

বাস্তবিকই সেটা একটা প্রকাণ্ড মোচা-চিংড়ি—কি সুন্দর তার খোলার রং! কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল তার ভীষণ দুটো দাড়া।

বিকালের রোদ তখন বেশ পড়ে' এসেছিল। আর দেরী করা ঠিক নয় দেখে তা'রা সেখান হ'তে ফিরে গেল যেখানে থলে ও কুড়ুল রেখে এসেছিল। থলে ও কুড়ুল নিয়ে সেই পথেই আবার তা'রা সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরে এল।

তাদের সেদিনই ফির্‌তে দেখে সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবীর খুব আনন্দ হ'ল। যে-সব গাছ তা'রা চিন্‌তে পারে নি, তা সুবীর বাবার কাছে দিতে, তিনি এক-একটা করে' বল্‌তে লাগলেন—"এ গাছটা

দেখ্ছ, বড উপকারী গাছ—এ হচ্ছে শণ গাছ, এ হ'তে খুব মসৃণ ও মজবুত দড়ি তৈরি হয়। আর এটা হচ্ছে বেগুন গাছ, বেগুন গাছ তোমরা কখনো দেখনি? সে কি, যাক্ আমাদের বেশ তরকারী রান্না হবে। এ গাছটা আঙ্গুরগাছ—বুনো আঙ্গুরের গাছ, একটু খেতে কষা হয়। আর এটা হচ্ছে সরিষা গাছ। যাক্, আজকে তোমরা অনেক নূতন জিনিষ আবিষ্কার করেছ।"

খেতে বসে' সুশীলবাবু বল্লেন—"চল, একদিন সুবিধামত নৌকো করে' আমরা তিনজনে চুপড়ি আলুর খেতটা দেখে আসি। সঙ্গে একটা তাঁবুও নিতে হবে, কারণ আলুর ক্ষেতের চারদিকে বেড়া দিতে সময় লাগবে বেশ। অবশ্য প্রথম দিন আমরা তাঁবু খাটিয়ে ফিরে আসবো, তারপর আমি এখানে এদের নিয়ে থাক্বো, আর শোভান নৌকো করে' যাবে, সুবীর ও পাহাড়ী ভেড়া-ছাগলগুলোকে নূতন ঘাস খাওয়াবার জন্য হাঁটাপথে ওদিকে নিয়ে যাবে। তারপর ধীরে সুস্থে চুপড়ি আলুর ক্ষেতে বেড়া দিলেই চল্বে। আমিও মাঝে মাঝে যাবো। সুবীরের মা ও পাহাড়ী এখানে বেশ একলা থাকতে পারবে। ওদিককার কাজ সেরে, আমরা যাবো আমাদের পুরানো ফাঁড়ীতে—জাহাজ-ডুবি জিনিষগুলো যা বালির মধ্যে পুঁতে রেখে এসেছি, তা এবার আন্তে হবে।"

এই সুন্দর বন্দোবস্তে সকলেই সানন্দে রাজী হ'ল, কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর; সব বন্দোবস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল।

## বাইশ

পরদিন সকালে শোভান ঘুম থেকে উঠে তার প্রাত্যহিক অভ্যাস মত একবার আশপাশ দেখবার জন্ত ঘুরতে বেরুল। ক'দি আগে সে শশার বিচি পুঁতেছিল, তা কত বড় হ'ল দেখবার জন্ত প্রথমে সে গেল বাগানে, সেখানে হ'তে সে সমুদ্রের দিকে চল্‌ল। সমুদ্রতীরের একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নিত্যকার অভ্যাসমত দূরবীন দিয়ে সে একবার সমুদ্রের চারদিক দেখে নিল। এটা সে দ্বীপের আসবার পর হ'তে রোজ করে' এসেছে, প্রথম প্রথম'কবৃত এই আশায়, সমুদ্রে যদি কোন জাহাজ দেখতে পায়, এখন আব সে আশা সে করে না, তবুও অভ্যাস মত চোখে দূরবীন লাগিয়ে সে একবার চারদিক দেখে নেয়। কিন্তু আজ দূরবীন দিয়ে সে যা দেখতে পেল, তাতে তার বুক আশা-সন্দেহ

ভরে ভীষণ কাঁপতে লাগল, হাত থেকে দূরবীন বালিব উপর পড়ে' গেল।

সে যা দেখা পাচ্ছে তা কি সত্যি? এতদিন বাদে ভগবান কি সত্যি মুখ তুলে চাইলেন? ঐ ত বেশ স্পষ্ট একটা জাহাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! জাহাজটা যেন দ্বীপের দিকেই আস্‌ছে। এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে তা'ব বুক সশব্দে ধুক্‌ধুক্ কবতে লাগল। সে নিজেকে স্থিব রাখবার জন্য খুব জোবে জোরে নিশ্বাস টানতে লাগল—এত বেশী চঞ্চল সে হ'য়ে উঠল, যে কি কববে তা তাব মাথায় এল না। জাহাজটা কি তাদের খুঁজতে বেরিয়েছে, না এমনি দ্বীপে জল নিতে আস্‌ছে? যাই হোক্, এমন সুযোগ সহজে ছাড়া হ'বে না। সুশীলবাবুকে কি সে একবার ডেকে আন্‌বে? না, তা হ'লে তাঁব স্ত্রী বড বেশী চঞ্চল হ'য়ে উঠবেন। তাব চয়ে সুবীরকে ডেকে আনা যাক্। তা'বা দু'জনে প্রাণপণে জানাবার চেষ্টা করবে যে তা'রা এই দ্বীপে আছে।

শোভান ছুটে গিয়ে সুবীরকে ডেকে নিয়ে এসে বল্‌লে—"সুবীর, একটা কথা শুধু তোমায় বল্‌ছি, কাউকে এখন বলো না, তোমার বাবাকেও নয়।"

সুবীর উদ্বিগ্নমুখে শোভানের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকে সমুদ্রতীরে টেনে এনে তার হাতে দুরবীন দিয়ে শোভান বল্‌লে—"চেয়ে দেখ, কি আস্‌ছে?"

সুবীব দূরবীন দিয়ে দেখ্‌ল। সেই অকল্পনীয় অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সে প্রথমে নিস্পলক নয়নে পরিপূর্ণ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। অকস্মাতের প্রাবল্যে তার সমস্ত মন অভিভূত হ'য়ে গেল। তারপর সে দীপ্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে' উঠল—"শোভান, সত্যি জাহাজটা যদি দ্বীপে আসে তো

ভাল হয়। তুমি জানো না, বাবা মা নীরবে কি দুঃখটাই করে। শোভান, সত্যি সত্যি কি আবার আমরা বাড়ী ফিরে যাব? আবার কল্‌কাতা সহর দেখতে পাব? হে ভগবান, আমাদের রক্ষা কর, জাহাজটাকে এদিকে নিয়ে এস, প্রভু।"

শোভান সুবীরের হাত ধরে বল্‌লে—"সুবীর, অত বেশী চঞ্চল হয়ো না; যাতে সত্যিই জাহাজটা দ্বীপে আসে তার ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। চল, কুড়ুল নিয়ে একটা সরু লম্বা নারিকেল গাছ কেটে এইখানে পুঁতে তার উপর জাহাজের ফ্ল্যাগটা টাঙিয়ে দি। তা হ'লে ওরা সহজেই বুঝতে পারবে যে আমরা এই দ্বীপে আছি।"

তখন দু'জনে বন হ'তে একটা সরু নারিকেল গাছ কেটে সমুদ্রের ধারে তা পুঁতে, এস্‌ম্যারেল্ডা জাহাজের ফ্ল্যাগটা, জলে যা ভেসে এসেছিল, তার উপর টাঙিয়ে দিল। মহাসাগরের প্রবল হাওয়ায় প্রকাণ্ড ফ্ল্যাগটা পত্‌পত্‌ করে' উড়তে লাগ্‌ল—ফ্ল্যাগের উপর লিখিত **ESMERALDA**, বড় বড় অক্ষরগুলি উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে ঝল্‌মল্‌ করে' উঠল। তাতেও শোভান নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ল না। গুদাম হ'তে প্রচুর শুক্‌নো নারিকেলপাতা এনে সমুদ্রধারে জড়ো করে' তাতে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুন যখন লেলিহ শিখা মেলে দাউ দাউ করে' জ্বলে' উঠল, তখন দু'জনে বালতি বালতি জল ঢেলে সে আগুন নিবিয়ে দিল। ফলে, প্রচুর ধূমরাশি আকাশে উঠতে লাগল। সেই ঘনীভূত নিবিড় ধূমরাশি ও প্রকাণ্ড পতাকা বোধকরি জাহাজের লোকদের চোখে পড়ল, তা'রাও তৎক্ষণাৎ তা'দের জাহাজের পতাকা মাস্তলের উপর টাঙিয়ে দিল। শোভান ও সুবীর সশঙ্কিতচিত্তে, বিহ্বল দৃষ্টিতে,

জাহাজের গতি নিরীক্ষণ করতে লাগল। জাহাজ সত্যিই দ্বীপের দিকে আসছে, কিন্তু জাহাজ তখনো দ্বীপ হ'তে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। সমুদ্রের উপর যে-রকম প্রবালের চর, দ্বীপ পর্য্যন্ত জাহাজ আসে কি না সন্দেহ।

এমন সময় সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবী সেখানে ছুটে এসে উপস্থিত হলেন। পিছনে তাদের পাহাড়ী, মাণিক ও খোকাকে কোলে ক'রে লীনা। মাণিক ফ্ল্যাগ-ওড়ানো ও ধোঁয়া দেখে বাপমাকে গিয়ে বলে, তাই ছুটে তাঁরা দেখতে এসেছেন। তখন খালি চোখেই জাহাজটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সমুদ্রে জাহাজ দেখে সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবী দুজনেই খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। সকলেরই মনের ভিতর একসঙ্গে আশা, সন্দেহ, আনন্দ, দোল খেতে লাগল। মাণিক ও লীনা আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো।

ভগবানের কি মার! সকলকে অত আশা দিয়ে, শেষে নিরাশার সাগরে ডোবালেন। দেখতে দেখতে বেশ একটা প্রখর ঝড় উঠল, জাহাজও সেই ঝড়ের মুখে তর্‌তর্ ক'রে দ্বীপের দিকে আসতে আসতে শেষে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলতে লাগল। জাহাজ ক্রমে পুনরায় মাঝসমুদ্রে গিয়ে পড়ল। দ্বীপবাসীদের মনের ভিতর তখন যে কি হ'তে লাগল তা শুধু তারাই জানে। সুধীর অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, পার্ব্বতী দেবী কেঁদে উঠলেন, আর সকলে ম্লানমুখে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঠায় জাহাজের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বেশ জোরে বৃষ্টি নেমে এসে জাহাজটাকে একেবারে অদৃশ্য ক'রে দিল। আকাশেও যেমন ঘনঘটা, প্রখর বৃষ্টি, দ্বীপবাসীদের মনেও তেমনি নিরাশার নিবিড় মেঘ, চোখে

আকুল অশ্রু। সকলেই বিষণ্ণ-বদনে বাড়ীতে ফিরে এল।

সেদিন সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, একটানা ঝড ও বৃষ্টি হ'তে লাগল। সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবীর দুঃখটাই সবচেয়ে বেশী। তাঁ'রা সমস্ত দিন অভুক্ত অবস্থায় নিঃঝুমের মতো পড়ে' রইলেন।

তাঁদের কষ্ট দেখে শোভান বল্লে—"এত দুঃখ করছেন কেন? আমি যদি জাহাজের ক্যাপটেন হতুম, তা হ'লে অমন ঝড়জলের মুখে কখনই সেই প্রবালচরের উপর জাহাজ নিয়ে যাবার হুকুম দিতুম না। প্রবালচরের উপর জাহাজ পড়লে আর রক্ষা নেই, তাই আমার মনে হয় জাহাজের ক্যাপটেন নিকটেই কোথাও অপেক্ষা করছেন। ঝড়জল থামলেই আবার আসবেন।"

পরদিন ভোর না হতেই শোভান ও সুবীর দুরবীন হাতে সমুদ্রের ধারে গেল। ঝড় বৃষ্টি একটু কমলেও সমুদ্রের দৃশ্য বড ভয়ঙ্কর! বড় বড় ঢেউ প্রবালচরের উপর সশব্দে আছড়ে পড়ে' চারদিক ফেনায় ফেনময় করে' দিচ্ছে। সমুদ্রের সে কি ভয়াবহ হুঙ্কার, ফেনশীর্ষ ঢেউগুলির সে কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন! চারদিক তা'রা ভালো করে' দেখলে, কিন্তু কোথাও জাহাজের চিহ্ন দেখতে পেল না। জাহাজ নিশ্চয় তাদের ফেলে চলে' গেছে।

এমন সময় দূর সমুদ্রবক্ষে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন দেখিয়ে সুবীর তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল,—"শোভান, দেখ দেখ ওটা কি? প্রবাল চরের ঢেউএর মাঝে একটা নৌকো ডুবু ডুবু হচ্ছে।"

শোভান চোখে দূরবীণ দিয়ে দেখতে পেল, দূরে প্রবাল-চরের উপর সমুদ্রজলের ঢেউএর ধাকায় একটা নৌকো আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে।

সেটা কাফ্রীদের ক্যানো-জাতীয় নৌকো। নৌকোর মধ্যে দু'টো লোক ভয়ে অর্দ্ধমৃতপ্রায় হ'য়ে পড়ে' রয়েছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই নৌকোটা প্রবালচরে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে। দু'জনে সমুদ্রতীর ধরে' নৌকার কাছে ছুটে গেল। তা'রা দেখতে পেল নৌকোটা ক্রমশঃ প্রবালচর ছেড়ে তীরের দিকে আসছে।

শোভান বল্লে,—"নিকটের কোন দ্বীপ হ'তে ঝড়ের মুখে নৌকাটা বেরিয়ে এসেছে। লোক দুটো ভীষণ কালো, নিশ্চয় জঙ্গলী লোক। কি রকম প্রাণপণে ওরা দাঁড় টানছে দেখ।"

বাস্তবিক সে করুণ দৃশ্য দেখলে মায়া হয়। প্রবল ঢেউএর মুখে লোকদুটো প্রাণপণে দাঁড় টেনে তীরের দিকে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর প্রবালচর পেরিয়ে, সেই ভীষণ ঢেউ কেটে আসা কি সোজা কথা! অনেকক্ষণ ধরে' যুঝে শেষে নৌকাটা তীরের নিকটেই এসে উপস্থিত হ'ল। লোক দুটোও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে নৌকোর মধ্যে পড়ে' গেল।

শোভান ও সুবীর দু'জনে ছুটে গেল নৌকাটাকে বালুচরের উপর টেনে আনবার জন্য। গিয়ে দেখে দু'টো কৃষ্ণবর্ণ উল্কি পরা স্ত্রীলোক; দুজনেরই অল্পবয়স্ক, কালো হ'লেও দেখতে সুন্দর, অজ্ঞান হ'য়ে দু'জনে নৌকোর ভিতর পড়ে' রয়েছে। সুবীর বাড়ীতে ছুটে গিয়ে কিছু গরম দুধ নিয়ে এল। সেই গরম দুধ দুজনকে খাইয়ে ও মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়ে তা'রা অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তাদের জ্ঞান হ'ল। ওদিকে খবর পেয়ে সুশীলবাবু ও পাহাড়ী ছুটে এল। সমুদ্রে যা ঢেউ, নৌকাটাকে টেনে তুলে বেশ নিরাপদ জায়গায় রাখা হল।

নৌকার মধ্যে একমাত্র মানুষ আর দুটো দাঁড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দাঁড়ের উপর কিন্তু কিম্ভুতকিমাকার কি সব ছবি আঁকা।

মেয়ে দুটির সেই মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে শোভান বললে—"আজ দুদিন ধরে' ঝড় জল হচ্ছে, আর এরা এই দুদিন শুধু ঝড় জলের সঙ্গে যুঝেছে, খুব সম্ভব পেটেও কিছু পড়েনি। কোন দ্বীপ হ'তে ঝড়ে এদের নৌকো বেরিয়ে আসে, সামলাতে পারে নি।"

সুশীলবাবু বললেন—"এ আপদ দুটো এসে জুটলো, আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না।"

শোভান বললে—"শুধু এদের হ'তে আর কি বিপদ হ'তে পারে, বরং কাজে-কর্ম্মে উপকারই হবে।"

সুশীলবাবু বললেন—"এদের খোঁজ করতে যদি আর সব জঙ্গলী লোক আসে তখন কি উপায় হবে?"

শোভান বললে—"তার জন্ত আমরা তো সদাই প্রস্তুত হ'য়ে আছি। যদি সত্যি তেমন বিপদের দিন আসে তো আমাদের প্রাণপণে লড়তে হবে।"

সেই সম্বন্ধে আর কোন কথাবার্ত্তা না কয়ে' স্ত্রীলোক দুটিকে তা'রা হাত ধরে' বাড়ীতে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। দু'তিন দিন তা'রা কিছুই খায় নি, তার উপর মাথার উপর দিয়ে অত ঝড়জল হ'য়ে গেছে, হেঁটে যেতে তাদের বেশ কষ্ট হ'তে লাগল। পার্ব্বতী দেবী তাদের বেশ হাসিমুখেই বাড়ীতে অভ্যর্থনা করলেন। সেই অভ্যর্থনা তা'রা বুঝলে কি না তারাই জানে।

পাহাড়ী তাদের কচ্ছপের গরম ঝোল খেতে দিল ; খুব আগ্রহের সহিত তা'রা তা খেতে লাগ্‌ল, মাংসও খেল প্রচুর। খেয়ে উঠে তা'রা ঘুমুতে গেল—সমস্ত দুপুর বিকাল ও রাত্রি তা'রা একটানা ঘুমুল।

তারপর আবার আগের মত, দিনের পর দিন চল্‌তে লাগল।

## তেইশ

জঙ্গলী মেয়েদুটির জন্য শোভান তাদের বাড়ীর কাছেই একটা চালাঘর বেঁধে দিয়েছিল। রাত্রিতে তা'রা তার মধ্যেই গিয়ে শু'ত। মেয়েদুটি যেমন স্বাস্থ্যবতী, কাজকর্ম্ম করতেও তেমনি চটপটে। একজনকার বয়স উনিশ-কুড়ি, আর একজনের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাদের যখন যা বলা হ'ত তখনই তা'রা হাসিমুখে তা করত। জঙ্গলী লোক যে এত বাধ্য হবে তা তা'রা আশা করেনি।

তারপর আবার দিনের পর দিন যায়। সুবীর ও শোভান রাজ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে যায় সমুদ্রতীরে। চারদিক দূরবীন দিয়ে ভালো করে' লক্ষ্য করে' দেখে, কিন্তু কোথাও কোন জাহাজ দেখতে পায় না। যত দিন যায় ততই তাদের আশা ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে

ওঠে। তবুও একেবারে আশা ত্যাগ করতে পারে না। দ্বীপের নবাবিষ্কৃত অংশের কোন কাজই হচ্ছে না; শুয়রের পাল বোধকরি এতদিনে চুপড়ি আলু অর্দ্ধেক ধ্বংস করেছে। বেড়া বাঁধবার আগ্রহও আর তাদের হয় না। শুধু মনে করে, কাল যদি জাহাজ আসে, তবে আর মিছে পরিশ্রম কেন? এইরূপে এক সপ্তাহ কেটে গেল, তার পর আরো পনেরো দিন কাটল, তবুও জাহাজের দেখা নেই। আশা সন্দেহে তা'রা যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। ক্রমে পঁচিশ দিনও কাটল, তবুও কোন জাহাজ আসে না।

বিপদের উপর নূতন বিপদ। একদিন সকাল বেলায় নিত্যকার মত শোভান, ও সুবীর সমুদ্রধারে গেছে, জাহাজ এসেছে কিনা দেখবার জন্য। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল জঙ্গলী মেয়েদের নৌকোটা নেই। সেটা ছিল জল থেকে বেশ দূরে একটা পাথরের কোলে। জোয়ারের সময়ও অতদূর জল পৌঁছায় না। তবে নৌকো গেল কোথায়? হঠাৎ ..সের সম্ভাবনায় শোভানের বুক কেঁপে উঠল। দূর সমুদ্রবক্ষেও কালো-মতন কি যেন দেখা যাচ্ছে। সুবীরকে সে বললে—"সুবীর, শীগ্‌গির গিয়ে দেখো চালাঘরে জঙ্গলী মেয়ে দুটো আছে কি না?"

ছুটে গিয়ে নিমেষের মধ্যেই সুবীর ফিরে এল, মুখ তার আঁশের মত বিবর্ণ! "নেই শোভান নেই, জঙ্গলী মেয়ে দুটো পালিয়েছে, সঙ্গে যত বড় বড় পেরেক, হুক্ আর সব লোহার জিনিষও নিয়ে গেছে।"

শুনে শোভান বললে—"ভালো কথা নয়, সুবীর, আজ হ'তে আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে, কারণ যে-কোনো মুহূর্ত্তে জঙ্গলী লোকেরা আবো লোহার লোভে আমাদের দ্বীপে আসতে পারে। এই সব জঙ্গলী লোকদের

কাছে সোনার চেয়েও লোহা মূল্যবান। লোহাই তাদের প্রাণ, জীবন-যাত্রার পথে লোহাই তাদের সম্বল। নৌকোটাকে পুড়িয়ে ফেল্লেই ভালো হ'ত, তা হ'লে এ-বিপদ আজ হ'ত না। চল, তোমার বাবার কাছে গিয়ে পরামর্শ করা যাক্, এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত।"

ব্যাপার শুনে সুশীলবাবু রীতিমত চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। পার্ব্বতী দেবী নিজের জন্য যত না হোক্, ছেলেমেয়েদের জন্য ভেবে আকুল হ'য়ে উঠলেন। তিনি যেন স্পষ্টই দেখতে পেলেন, অসভ্য নরখাদক জঙ্গলী লোকেরা তাঁর সামনেই ছেলেদের কেটে ফেল্‌ছে। সে সব দুঃস্বপ্নে তাঁর বুক কেঁপে উঠল।

তারপর আবার আগের মত, দিনের পর দিন চল্‌তে লাগল। দ্বীপবাসীদের মনে আর স্ফূর্ত্তি নেই, কাজ-কর্ম্মে আনন্দ নেই, কথা-বার্ত্তায় উৎসাহ নেই। দ্বীপটাকে যে একবার ঘুরে দেখবার কথা হয়েছিল, তা যেন তা'রা ভুলে গেল। এখন তাদের মনে সদাই আশঙ্কা, কখন কি হয়? দিনের বেলা তা'রা আর কোন কাজ-কর্ম্ম করে না, কেবল দূরবীন হাতে দূর-সমুদ্রবক্ষে অগুণতি নৌকোর আসার প্রতীক্ষা করে। রাতে কারুর ভালো ঘুম হয় না, সদাই ভয়, ঐ জঙ্গলী লোকেরা এল বুঝি। এখন তাদের এক-একটা রাত কাটে, যেন এক-একটা যুগ!

তাদের বাসবাড়ী আগেই তা'রা ঘিরে রেখেছিল, এখন পুনরায় নূতন নারিকেল গাছ কেটে বেড়ার পাশে খোঁটা পুঁতে নূতন বেড়া দিল। মানুষের ক্ষমতা নেই যে সেই বেড়া সহজে ভাঙ্গে বা ডিঙ্গিয়ে এপারে আসে। সেই মজবুত কাঠগড়ার পিছনে দাঁড়িয়ে

বন্দুক-হস্তে তা'রা বেশ সহজেই জঙ্গলী লোকদের সঙ্গে লড়্তে পারবে, অথচ নিজেরা অক্ষত দেহে থাক্‌বে। জঙ্গলীদের হাতে এক বর্শা ও তীরধনুক ছাড়া আর কোন আগ্নেয়-অস্ত্র থাকে না—এই যা ভরসা, তবুও বলা যায় না যুদ্ধের ফলাফল কেমন দাঁড়ায়। হয়তো তা'রা হাজার দু'হাজার বা তার বেশী লোক আস্‌বে। তখন তারা শুধু বন্দুক ছুঁড়ে আর ক'টা লোক মার্‌বে? এই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। জাহাজেরও দেখা নেই, জঙ্গলী লোকেদেরও দেখা নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় একমাস কেটে গেল। তবে কি মেয়ে দুটো তাদের দ্বীপে পৌঁছতে পারে নি? জলে নৌকাডুবি হ'য়ে মরেছে?

একদিন শোভান ও সুবীর নৌকো ক'রে, তা'রা দ্বীপে যেখানে প্রথম নেমেছিল সেখানে গেল বাকি জিনিষপত্রগুলো আন্‌বার জন্য। তখনো সেখানে অসংখ্য জিনিষ পড়েছিল, কত পিপে ও কাঠের বাক্স যে-মাটিতে পোঁতা ছিল তার ঠিক নেই। অত জিনিষ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে' দু'জনে প্রত্যেক বাক্স খুলে খুলে দেখতে লাগল কিসে কি আছে। তারপর বেছে বেছে নৌকোয় জিনিষ তুল্‌তে লাগল। এইরূপে তা'রা বার্লি, চা, কফি, ফিতা, মোমবাতি, সুতোর কাটিম, থালা, হাতা, চামচ, ড্রইং বাক্স, কপি-বুক, তেলের জার, পেরেক, হুক, প্রভৃতি নানা জিনিষ নিল। একটা বাক্স ভেঙ্গে দেখে ছ'টা দু'নলা বন্দুক আর সঙ্গে প্রচুর বারুদ। ভগবান যেন সময় বুঝে তাদের এগুলো পাঠিয়ে দিলেন, এতগুলো বন্দুকের কোন দরকার ছিল না, কারণ যুদ্ধ কর্‌বার মত লোক শুধু তাদের তিনটি।

আর একটা বাক্স ভেঙে দেখে, থাক্ থাক্ বই সাজানো রয়েছে—

বেশীর ভাগ ছেলেদের প্রিয় বই। সুবীর এক-একটা খুলে দেখে আর আনন্দে চোখ তার জ্বল্‌জ্বল্ করে' ওঠে। বইএর মত প্রিয় জিনিষ তার আর কিছু নেই। কল্‌কাতায় থাক্‌তে সে কত বই কিনে ও কাঁচের গ্লাস-কেসে সাজিয়ে রাখ্‌ত। নূতন বইএর পাতার গন্ধ তার কাছে এসেন্‌সের গন্ধের চেয়েও মিষ্টি! রাত্রিতে শোবার সময় রোজ সে পাশে একখানা বই নিয়ে শু'ত! এ সব বই বোধকরি সিড্‌নে সহরের কোন পুস্তকের দোকানে যাচ্ছিল। আজ ভাগ্যক্রমে সে-সব সুবীরের হ'ল। Naturalist on the Amazon, বেট্‌সের, কি সুন্দর বইখানা, আগেই একবার সে বইখানা পড়েছে—পড়্‌তে পড়্‌তে তার কল্পনাপ্রবণ মন ছুটে যেত সুদূরবিস্তৃত আমাজনের নীল জলরাশির উপর, চারদিকে কি ভীষণ জঙ্গল, সে-সব জঙ্গলে মানুষে এখনো পদার্পণ করে নি। East Africa, বর্টনের, কি চমৎকার বইখানা, কি সুন্দর ছবি তা'তে! Across Iceland, আইস্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে সে ভূগোলে কিছুই পায় নি, অথচ দেশটার সম্বন্ধে জান্‌বার তার ভয়ানক আগ্রহ, কি সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী, তার উপর কত রঙ্গীন রঙ্গীন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি! Depths of the Ocean, মরের,—অদ্ভুত বই! Bush Life in Australia Interior, কুক্ সাহেব কবে অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই মহাদেশের ভিতরকার সঠিক খবরটি কেউ দিতে পারলে না। Adventures of a Gold Seeker in California, এইসব দুঃসাহসিক কাহিনী পড়তে যে তার কি ভালো লাগে! সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনাও নেচে চলে। Travels of Mungo Park, বড্ড বেশী পুরানো। Adventures in North Borneo, বোর্ণিওর মত দ্বীপ আর ক'টা আছে, এমন

গভীর জঙ্গল, এমন হিংস্র জন্তু, আর কোন্ দ্বীপে আছে? তারপর রয়েছে Extinct Animans, সত্যি, এত বড় বড় জন্তু এককালে আমাদের এই পৃথিবীতে ছিল, আর আমরা আজ হাতী-গণ্ডার দেখে অবাক হ'য়ে যাই। তারপর, Mystery of Minings, Boy's Book of the Sea, Boy's Book of Ships, Railways,—কি সব চমৎকার বই! কত নূতন কথাই না শেখা যায়। খুঁজতে খুঁজতে তা'রা তাদের নিজেদেব বইএব বাক্স দেখতে পেল, তা'তে তার বাবাব ও তার নিজের যত প্রিয় বাংলা বই বয়েছে।

বেশী দেখবার এখন সময় নেই। সমস্ত নিয়ে বেলা দু'টোর সময় তা'রা নৌকোয় করে' বাড়ীতে ফিরে এল। তবুও প্রচুর জিনিষ সেখানে পড়ে' বইল। যেতে যেতে সমুদ্রের একটা পাথবেব ফাটলের মাঝে দেখে, একটা প্রকাণ্ড মোচা চিংড়ি দু'টো ভীষণ দাড়া মেলে বসে' রয়েছে। শোভান একটা বর্শার খোঁচা মেবে চিংড়িটাকে নৌকোয় টেনে তুল্লে, বর্শাব খোঁচা খেয়ে বেচারীর একটা দাড়া গেল ভেঙে, কিন্তু তবুও চিংড়িটার কি লম্ফঝম্ফ! এটা রাক্ষুসে বল্লেও চলে। কি অপূর্ব্ব তার গায়ের রং, নীলের পর সবুজ, সবুজের পব লাল, তার পর বেগুনী, তারপর চকলেট—এমনি তার খোলার রং।

বাড়ীতে ফিরে এসে সেই সব জিনিষপত্তব নৌকো হ'তে নামিয়ে সুবীর একটা গাছতলায় বসল বইগুলো নিয়ে। যতক্ষণ না বইগুলো প্রস্ফ' শেষ করছে ততক্ষণ বুঝি সে ঘুমুতে পাববে না। তার মনটা এত বেশী বইগুলোর উপর পড়েছিল যে তখন যদি যম এসে তার কাছে দাঁড়াত, তা হ'লে হয়তো সে বলত, "যম, একটু দাঁড়াও ভাই,

বইগুলো পড়ে' শেষ করি, তার পরেই তোমার সঙ্গে যাব।"

ওদিকে মাণিক, গুণধর মাণিক, এক কাণ্ড করে' বসেছে। তখন বেলা চারটে। শোভান চিংড়ি মাছটাকে একটা গামলার মধ্যে জল দিয়ে রেখেছিল, অবশ্য সেদিন বিকালেই সেটা মারা হবে। পাহাড়ীও উনোনে জল চড়িয়ে দিয়েছে মাছটাকে সিদ্ধ করবার জন্য। মাণিক লীনাকে নিয়ে মাছ দেখছিল—কি সুন্দর মাছ, কি সুন্দর তার খোলার রং! কিন্তু শুধু রূপের তারিফ করে' সে থাকতে পারলে না। কাঠি নিয়ে সে সেটাকে খোঁচাতে আরম্ভ করল; তবুও সেটা কিছু বলে না; তখন সে তার বড় ও উজ্জ্বল চোখটার উপর খোঁচা মারতে লাগল। মাছটা দু'একবার লাফ মেরে উঠ্ল, কিন্তু তবুও মাণিক তাকে ছাড়ে না। শেষে মাছটা তা'র একটা দাড়া দিয়ে তার আঙ্গুল কামড়ে ধরলে। মাণিক তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিল, কিন্তু তখন চিংড়িটা তার হাত ধরে' কামড়ে ঝুলতে লাগল। ভয়ে-যন্ত্রণায় সে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠ্তেই শোভান এল ছুটে। অনেক কষ্টে সে তার হাতটাকে চিংড়ির দাড়া হ'তে মুক্ত করে। বর্শার খোঁচা খেয়ে মাছটা আগে হ'তেই আধমরা হয়েছিল, তাই রক্ষা, নচেৎ যা রাক্ষুসে সমুদ্রের চিংড়ি, তার আঙ্গুল নিশ্চয় দু'খানা করে' দিত।

# চব্বিশ

পরদিন সকালে উঠে শোভান একাই সমুদ্রধারে বেড়াতে গেল। সুবীর আর সেদিন কোথাও গেল না, আগের দিনকার বইগুলো সে উল্টেপাল্টে দেখছিল। কত দিন সে বই স্পর্শ করে নি, তাই তার নিরম্বু উপোসী আত্মা বইএর পাতার মধ্যে একেবারে ডুবে রইল, পড়তে পড়তে বাহ্য জগতের কথা সে যেন সম্পূর্ণ ভুলে গেল। একমনে সে বই পড়ছে, আর মন তার ছুটে চলেছে কলোরাডোর সঙ্কীর্ণ গিরিপথে, আইসল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের উষ্ণ জল-প্রস্রবণের মুখে, সুমাত্রা ও জাভার মধ্যবর্ত্তী প্রণালী-স্থিত ক্রাকাটোয়া দ্বীপের ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির উপর, আফ্রিকার ভয়াবহ কঙ্গো নদীর দিগন্তবিস্তৃত সুবিশাল জল-রাশির উপর, আর্জ্জেন্টিনার অসীম দিগন্তবিলীন দিক্‌চিহ্নহীন তরুহীন

পাম্পাস্-প্রান্তরে, মহাকায় এ্যাণ্ডিজ পর্ব্বতের কোলস্থিত সুদীর্ঘ রেল-লাইনের সঙ্গে, ম্যাডাগ্যাস্কারের বহুদূর-বিস্তীর্ণ বাঁশ ও তেঁতুল গাছের গভীর অরণ্যমধ্যে। আমাজন নদীর পর কঙ্গোনদীর মত নদী আর পৃথিবীতে নেই। এই অজ্ঞাত নদীটি কি গভীর, কত সুপরিসর, নদীতে কি সুপ্রচুর জলরাশি। বড় বড় তিনটে হ্রদের জল এই নদীতে এসে পড়েছে। কত শাখা উপশাখা যে এই নদীতে জল ঢাল্‌ছে তার ঠিক নেই। সেই শাখা উপশাখা নদীগুলোর এক-একটা আমাদের গঙ্গা, সিন্ধু, নর্ম্মদার চেয়েও বড়। সমুদ্র হ'তে নদীর হাজার মাইল পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে যেতে পারে—এমনি গভীর, সুবিশাল,সুবিস্তৃত এই কঙ্গোনদী। তারপর ক্রাকাটোয়া! পড়লেও গা কেঁপে ওঠে! স্কুলের পাঠ্য ভূগোল গ্রন্থে সে কত আগ্নেয়-গিরির নাম পড়েছে—এট্‌না, বিসুবিয়স, পেলে, কোটাপাক্সি, ষ্ট্রম্বোলি। কিন্তু ক্রাকাটোয়ার নাম ত সে শোনে নি। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপে এমন এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে যে একদিনেই সমুদ্রের একটা আস্ত গোটা দ্বীপই গেল উড়ে। দ্বীপটা ছিল সুমাত্রা ও জাভার মধ্যে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যেখানে জনকোলাহল-পূর্ণ বিশাল দ্বীপ ছিল, আজ সেখানে হাজার হাজার হাত গভীর মহাসাগর। সমুদ্রের উপর এমন ভয়ঙ্কর ঢেউ ওঠে, যে সেই ঢেউএর ধাক্কা গিয়ে পৌঁছে কেপ হর্ণ পর্য্যন্ত। অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ শব্দ দু'হাজার মাইল দূরস্থিত নিউ-জিল্যাণ্ডের লোকেরাও শুনতে পায়। সুমাত্রা ও জাভা তো সমুদ্রের ঢেউএ ভেসে যায়, ফলে, ৫০০ গ্রামে ৫০,০০০ হাজার লোক জলে ডুবে মরে।

সুবীর একাগ্রচিত্তে সেই সব চিত্তচমৎকারী বই পড়ছে। চল্ চল্

মুখের ডৌলটির উপর যেন সমস্ত অনুসন্ধিৎসু অন্তরটি প্রতিফলিত হ'য়ে পড়েছে। তার সেই স্থির, সমাহিত, শুভ্র সুঠাম দেহখানি দেখলে মনে পড়ে' যায় Andrea del Sartoর অঙ্কিত কিশোর সেন্ট্ জনের ছবিখানি।

বেলা দশটার সময় শোভান এসে তার সেই গভীর ধ্যানলীন তন্দ্রা ব্যাহত করলে। শোভান জিগ্‌গেস করলে "কি বই পড়ছ ?"

সুবীর বললে—"সাগরিকা, রমেশ দাসের লেখা, চমৎকার বই। সমুদ্রের এত কথা জানতে পারা যায়, কি বলবো! পড়তে পড়তে মন যেন কোথায় কোন্ রহস্যের অতল সাগরে ডুবে যায়।"

শোভান—বেরসিক শোভান বললে,—"আর পড়ে না, চল, একবার বনের মধ্যে ঘুরে আসি।"

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাভবে সুবীর বই বন্ধ করে' শোভানের সঙ্গে নারিকেল বনের মধ্যে প্রবেশ করলে। দুজনকার হাতেই গুলিভরা বন্দুক! বনের মধ্যে প্রায় মাইলখানেক গিয়ে হঠাৎ তা'রা সেই শূয়রের পালের উপর এসে পড়ল। সবাই মাথা ও লেজ উঁচু করে' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে' ছুটে পালাতে লাগল—এক দল! যেন আমেরিকায় বাইসন দলের একটা ছোটখাট সংস্করণ। শোভান বন্দুক তুলে সেই দল লক্ষ্য করে' বন্দুক ছুঁড়ল, বন্দুকের শব্দে সবাই চোঁ চোঁ করে' ছুটে পালাল, কেবল দলের একটা পড়ে' গিয়ে চার পা ছুঁড়তে লাগল।

শোভান বললে—"রোজ রোজ কচ্ছপ আর মাছ খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, আজ বেশ টাট্‌কা শূয়রের মাংস খাওয়া যাবে।"

সুবীর বললে—"বাড়ীতে আমরা তো নিত্য শূয়রের মাংস খেতুম।"

এই রকম গল্প করতে করতে শূয়রটাকে বন্দুকে ঝুলিয়ে, বেলা এগারটার সময় তা'রা বাড়ী ফিরে এল। নধর শূয়রটি দেখে সকলেই আনন্দ, মাণিকের যেন সব চেয়ে বেশী। একটা গাছের ডালে শূয়রটাকে ঝুলিয়ে রেখে শোভান ও সুবীর তাঁবুতে গেল ছুরি আনতে—ছাল ছাড়াবার জন্য।

ইতিমধ্যে শূয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাণিক ও লীনা। আজ শূয়রের মাংস খাবে বলে' মাণিকের খুসি যেন আর ধরে না। হঠাৎ তার নজর পড়ল গাছের গায়ে কাত করানো বন্দুক দুটোর উপর। অমনি তার যে কি খেয়াল চাপল, সুবীরের অব্যবহৃত বন্দুকটি হাতে তুলে নিয়ে মাণিক বল্লে—"দিদি, দেখ্, আমি শূয়রকে গুলি করে' মারবো।"

লীনা সভয়ে চীৎকার করে' উঠল—"মাণিক বন্দুক রেখে দে, বাবা দেখলে বড্ড বকবে, মনে নেই বন্দুকে হাত দিয়ে একবার গুলি ছুঁড়ে ছিলি, আর একটু হ'লেই নারিকেলে তোর মাথা ফাটত।

মাণিকের গোঁ চেপে গেল, বন্দুকটা দু'হাতে বেশ করে' বাগিয়ে নিয়ে সে বল্লে—"দেখ্ না, শূয়রকে কেমন করে' গুলি করি, তুই ত জানিস্ না কেমন করে' শিকার করতে হয়, তোকে শিখিয়ে দি।"

বন্দুক দেখলে লীনার চিরকালই ভয় হয়, তারউপর গোঁয়াড় মাণিক যে কি করে' বসবে তার ঠিক নেই, তার হাত হ'তে বন্দুকটা কেড়ে নেয়, সে সাহসও হচ্ছে না, তাই সে নিতান্ত অসহায়ের মত অনুনয়ের সুরে চেঁচাতে লাগল—"মাণিক, বন্দুকটা রেখে দে, লক্ষ্মী ভাই আমার।"

মাণিক বল্লে—"তোর এত ভয়, দিদি, নে তবে তোকেই গুলি করি।" এই বলে' সে লীনার দিকে বন্দুক তুলে ধরল। লীনা তো প্রাণের

ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে দড়াম করে' বন্দুক গর্জ্জন করে' উঠ্‌ল। সৌভাগ্যবশতঃ অশিক্ষিত হাতের বন্দুকের গুলি লীনার গায়ে লাগল না।

বন্দুকের শব্দ শুনে শোভান, সুবীর ও তার পিতামাতা সকলেই ছুটে গেলেন—দেখে মাণিক রক্তাক্ত মুখে ভুঁয়ে' পড়ে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। নাক-মুখ দিয়ে গলগল্‌ করে' রক্ত বেরুচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তকণ্ঠের কি করুণ কান্না।

মাণিক বন্দুক ছোঁড়বার সময় বন্দুক চেপে ধরে নি, তাই সেটা পিছনে হটে এসে মুখের উপর প্রচণ্ড ঘা মারে—ফলে দু'টা দাঁত ভেঙে ও নাক, মাড়ি থেঁৎলে যায়। নাক ও মাড়ি দিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছিল, তার পিতামাতা তো রীতিমত ভয় খেয়ে গেলেন। শোভানের কথামত পাহাড়ী গরম জল নিয়ে এল। নাক-মুখ গরম জলে ধুইয়ে দেখে মারাত্মক কিছু হয় নি, কেবল সামনের দাঁত দুটো ভেঙেছে ও নাক, গাল ও মাড়ি থেঁৎলে গেছে। শুনে সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবী অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাণিকের কান্না থাম্‌ল। ভাঙ্গা দাঁত নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূয়র ছাড়ানো দেখলো। সুশীলবাবু যখন শুন্‌লেন মাণিক লীনাকে গুলি কর্‌তে গিয়েছিল, তখন তিনি মাণিককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর্‌লেন। সে-দিন শূয়রের মাংস যেন এক খণ্ডও মাণিকের পাতে না পড়ে। অত সাধের মাংস খেতে পাবে না শুনে মাণিকের দুঃখ হল খুব, সেদিন সে রাগ করে' কিছুই খেল না। একবার কেউ তাকে ডাকতেও গেল না।

## পঁচিশ

পরদিন সকালে মাণিক যখন ঘুম থেকে উঠ্‌ল, তখন তার নাক, চোখ, মুখ ফুলে পাঁউরুটি হ'য়ে উঠেছে, থুৎনী ও নাকের পাশে বেশ কালশিরা পড়েছে। সামনের দাঁত দুটো ভাঙার দরুণ মুখখানা বিশ্রী দেখাচ্ছিল, তবে প্রথম দাঁত এই যা।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'মাস চলে' গেল। তবু জঙ্গলীদের দেখা নেই।

সুশীলবাবু বললেন—"হয় তো ওরা আস্‌বে না, আমরা মিছিমিছি শুধু ভেবে মর্‌ছি।"

শোভান বললে—"মেয়ে দুটো যদি ডুবে মরে' গিয়ে থাকে, তা-হ'লে নাও আস্‌তে পারে, কিন্তু যদি দেশে পৌঁছে, আমাদের ও আমাদের সঙ্গে লোহালক্কড়ের সন্ধান দেয় তা হ'লে নিশ্চিত আস্‌বে জান্‌বেন। তবে আমার

মনে হয় এখন আস্‌বে না, এখন এলে বাতাসের বিরুদ্ধে আস্‌তে হবে. চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল বাতাসের বিরুদ্ধে দাঁড় টেনে আসা সোজা কথা নয়। তা'রা যদি আসে তো সেই বর্ষার ঠিক আগে, তখন বাতাস এদিকে বইবে, নৌকায় পাল তুলে দিলে আর দাঁড় টান্‌তে হবে না। কিন্তু এ শুধু অনুমানের কথা, আমাদের এখন হ'তেই ওদের প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে। রাত্রিতে দ্বীপে নৌকো লাগাতে সাহস কর্‌বে না, যে রকম প্রবালের চর, যদি আসে তো হয় সকালে, নয় দুপুরে, নয় সন্ধ্যার আগে। রাত্রিতেও আমাদের মাঝে মাঝে উঠে দেখ্‌তে হবে, বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে।"

সেই হ'তে তা'রা পালা ক'রে রাত্রিতে উঠে দেখ্‌তো কোথাও কোন আলো দেখা যায় কি না। কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। শেষে তাদের প্রতীক্ষা এমন উগ্রভাব ধারণ করলে, যেন জঙ্গলীদের আসাটাই একান্ত কাম্য।

বর্ষা নামতে আর এক মাস বড় জোর। মধ্যে কয়েক দিন খুব ঝড় জল হ'য়ে গেল, এবার আগের বছরের মতো তাদের কোন কষ্ট পেতে হয় নি। পুকুরে যত কচ্ছপ ছিল সারা বছরে তা শেষ হ'য়ে গেছে, আবার নূতন করে' কচ্ছপ ধর্‌তে হবে, কারণ এই সময়েই শুধু তা'রা দ্বীপে ওঠে ডিম পাড়বার জন্য। কয়েক দিনে সুবীর ও শোভান অনেকগুলি কচ্ছপ ধর্‌ল। কিন্তু এই সময়ে দ্বীপবাসীদের জীবনে এমন একটি কাণ্ড ঘট্‌ল, যার জন্য সকলেই ভয়ানক ভীত হ'য়ে উঠেছিল। কাণ্ডটি অবশ্যই মাণিকের।

একদিন সকালে পুরুষেরা গেছে বাইরে বেরিয়ে, পার্ব্বতী দেবীর মনে হ'ল মাণিকও যেন ওদের সঙ্গে গেছে, তাই যখন ঘণ্টাতিনেকের পর সবাই ফিরে এল, তখন সঙ্গে মাণিককে না দেখে পার্ব্বতী দেবী খুব সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন, বল্‌লেন—"মাণিক কোথায় গেল?"

সুশীলবাবু বল্‌লেন—"কই, আমার সঙ্গে যায় নি তো।"

শোভান ও সুবীরও সেই কথা বল্‌লে। তখন চারদিকে খোঁজ্ খোঁজ্ হুলুস্থূল পড়ে' গেল। কোথায় ছেলে গেল, হয়ত হাঙ্গরের মুখে পড়েছে, কি বনের ভিতর কোথায় হারিয়ে গেছে।

সুবীর বল্‌লে—"হয়ত সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়ুতে গেছে।"

কিন্তু সমুদ্রচর ধূ ধূ কর্‌ছে, কোথাও মাণিক নেই। হঠাৎ সুবীরের চোখে পড়ল, দূর সমুদ্রে প্রবালচরের উপর নৌকো আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, আর তার মধ্যে মাণিক দাঁড়িয়ে। সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে সকলেই হতভম্ব হ'য়ে গেল, সুশীলবাবু ও পার্ব্বতী দেবীর বুকের রক্ত হিম হ'য়ে গেল। হায় হায়, কি হবে, সমুদ্রের ঢেউ ও বাতাসের টানে নৌকো যে এখনই মাঝ-দরিয়ায় গিয়ে পড়্‌বে। চোখের উপর ছেলের সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-দৃশ্য দেখতে না পেরে পার্ব্বতী দেবী দুই হাত চোখে চেপে সেইখানে বালুভূমির উপর লুটিয়ে পড়্‌লেন। জলের ভিতর যে হাঙ্গরের উৎপাত, কেউ সাঁতার কেটে যে নৌকো আন্‌বে তারও উপায় নেই।

কিন্তু ভাববার আর সময় নেই। এখনি হয় ঢেউএ নৌকা উল্‌টে যাবে, না হয় দূরে ভেসে চলে' যাবে। সুবীর তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো চোখের পলকে জামা-জুতো খুলে নির্ভীক নিষ্কম্প চিত্তে সমুদ্রজলে

ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। একটা ছেলে তো গেছে, তার উপর আর একটা মৃত্যুমুখে চলল। পিতামাতা ডাক্‌তেও পারেন না, আবার না বলতেও পারেন না। সে এক ভয়ঙ্কর উভয়-সঙ্কট মুহূর্ত্ত!

শোভান তখন সকলকে বাঁচিয়ে দিল। ত্বরিতপদে জলে নেমে সুবীরের বাহু ধরে' তাকে ফিরে যেতে বলে' শোভান সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল। সুশীলবাবুও তখন ভরসা পেয়ে সুবীরকে ডাঙ্গায় ডেকে তুললেন। শোভান জলে নাম্‌তে না নাম্‌তে রক্তের গন্ধ পেয়ে দশ বারোটা হাঙ্গর তেড়ে গেল তার দিকে। সুবীর ভয়ে কেঁপে উঠল, সুশীলবাবু পাথরের মূর্ত্তির মত চেয়ে রইলেন।

শোভান তখন সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে চেঁচিয়ে বলে' উঠল—"সুশীলবাবু, সুবীর, জলে বড় বড় পাথর ছুঁড়ুন, যাতে হাঙ্গরটা আমাকে ধর্‌তে না পারে।"

তৎক্ষণাৎ সমুদ্রজল হ'তে পাথর নুড়ি কুড়িয়ে জলে নিক্ষেপ কর্‌তে লাগল, সেই অজস্র পাথরের ভয়ে হাঙ্গরগুলোও যেন ভয়ে হকচকিয়ে গেল, অথচ সামনেই একটা মানুষ চলেছে, সে লোভও সামলানো যায় না। তাই শিকারের পিছনে তা'রা পাঁই পাঁই করে' ঘুর্‌তে লাগল, কিন্তু শিকার ও তাদের মাঝে দমাদম পাথর পড়ছে, তাই সাহসে বেশী এগুতেও পার্‌ছে না।

তিন মিনিটের মধ্যেই শোভান নিকটস্থ প্রবাল-চরের উপর গিয়ে উঠল। নৌকোটা যে চরের উপর ছিল, সেটা তখনো দূরে, মধ্যে আরো খানিকটা হাঁটু জল পেরুতে হবে। শোভান চরের উপর দিয়ে ছুটে হাঁটুজলে নেমে জল কেটে সেই চরে গিয়ে উঠল। ঝুঁকে পড়ে'

নৌকোর মুখটা টেনে তাতে লাফিয়ে উঠল ও দাঁড় দিয়ে ধাক্কা মেরে নৌকোটাকে গভীর জলে নিয়ে গেল।

তীর হ'তে সুবীর চেঁচিয়ে উঠল—"শোভান নৌকায় গিয়ে উঠেছে।"

সুশীলবাবু বললেন—"যাক্, আমাদেব বরাত জোব, তাই মাণিক বেঁচে গেল।"

কিন্তু বিপদ তখনো সম্পূর্ণ কাটে নি। নৌকো চব হ'তে জলে পড়তেই শোভান দেখতে পেল চরের উপর ধাক্কা খেয়ে নৌকোব তলায় বেশ একটা বড ছেঁদা হয়েছে ও তা দিয়ে হুড়হুড় করে' জল উঠছে। গায়েব গেঞ্জিটা তাড়াতাড়ি খুলে সেই গর্ত্তের ভিতব গুঁজে দিয়ে কোন রকমে জল ওঠা বন্ধ কব্‌লে, ও দাঁড় টেনে নৌকোটাকে তীবের কাছে নিয়ে এল।

তাবপব মাণিকের সে-দিন যে দুর্গতি হ'ল তা আব না বলাই ভালো। জীবনে বোধকবি বাপমাব কাছে অত মাব সে কোনদিন খায় নি, কিন্তু অত মাব খেয়েও সে কাঁদে নি একটুও। শুধু শোভানকে সে বলেছিল নৌকো করে' সে দ্বীপের ওদিকে যাচ্ছিল পাকা কলা ও ডাঁসা পেয়াবা খেতে।

## ছাব্বিশ

বর্ষা আসতে আর দেরী নেই। এ-দিকে বাড়ীটাকে তা'রা এমন ভাবে ঘিরেছিল যে সেটা এক রকম অজেয় কেল্লা বল্লেও চলে। বেড়ার মাঝখানে একটা বড় দরজাও ছিল, সেটার মধ্য দিয়ে তা'রা গুদাম ঘর হ'তে যা যা প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জিনিষ ছিল সব তা'রা কেল্লার ভিতর এনে ফেল্ল—পেরেক, হুক, লোহা-লক্কড়, চট্-কাপড় কিছুই বাকি রইল না। কেল্লার মধ্যে জায়গাও যথেষ্ট, এক দিকে একটা রান্নাঘর হ'ল, আর এক দিকে সামান্য খুড়ে পুকুরের মত করে' গোটা ত্রিশেক কচ্ছপ এনে রাখা হ'ল। বাগান হ'তে আলু, কলা, মোচা ও অন্যান্য শাক-সবজীও যথেষ্ট পরিমাণে আনা হ'ল। বাড়ীর পিছনে একটা বড় পিপে করে' জল ভর্ত্তি করে' চাপা দিয়ে রাখা হ'ল, পিপের

নীচে আবার একটা কল লাগানো, জল নিতে কোন কষ্টও হবে না। ছেলেদের বলে' দেওয়া হ'ল কেউ যেন জল না ছোঁয়। যদি সত্যিই জঙলী লোকেরা আসে, তা হ'লে কতদিন তা'রা দ্বীপে থাকবে তার কোন ঠিক নেই। তাই যথাসাধ্য তা'রা সব আয়োজন করে' রাখলো যেন কেল্লার ভিতর থেকে কোন রকমে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। ছটা বন্দুক ও যথেষ্ট পরিমাণ টোটা ও বারুদ যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদাই তৈরী হ'য়ে আছে। পার্ব্বতী দেবী ও পাহাড়ীকে শিখিয়ে দেওয়া হ'ল কেমন করে' বন্দুকে টোটা ভরতে হয়।

শোভান ও সুবীর—এ দু'জনকার যেন এতটুকু স্বস্তি নেই, তা'রা দিনে-রাত্রে পঞ্চাশবার সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখে আসে, কোন নৌকো আসছে কি না।

ছেলেমেয়েদের ও পুরুষদের জামা-কাপড় বড় ময়লা হয়েছিল, তাই সেদিন সকালে পার্ব্বতীদেবী ও লীনা জামা-কাপড়ে সাবান দিতে বসলো। পাহাড়ী ওদিকে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। পুরুষেরা বাইরে কাজে গেছে।

পার্ব্বতীদেবী মাণিককে ডেকে বল্লেন—"মাণিক, ঝর্ণা থেকে ক' বালতি জল নিয়ে আয় না, জামাকাপড়গুলো কেচে ফেলি।"

মাণিক কাজ করতে কখনো না বলে না। সে বালতি নিয়ে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসতে লাগল, আর তার মা জামাকাপড় কাচতে লাগলেন। কাজে মাণিকের অত উৎসাহ দেখে তার মা পর্য্যন্ত তাকে বাহবা দিতে লাগলেন। মাণিক বোধকরি পঞ্চাশ বালতি জল নিয়ে এল তবুও তার ক্লান্তি নেই। মার প্রশংসা পেয়ে আনন্দে সে ডগমগ হ'য়ে উঠল।

তারপর একদিন সত্যিই সেই ভয়ঙ্কর দিন এসে উপস্থিত হ'ল। রোজের মত সেদিন সকালেও শোভান ও সুবীর সমুদ্রধারে গিয়ে দূরবীন দিয়ে দেখছিল। অন্যান্য দিন সে একবার দেখেই দূরবীন নামিয়ে নেয়। কিন্তু সেদিন চোখে দূরবীন লাগিয়ে শোভান আর দূরবীন নামায় না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার ভ্রূ হ'ল কুঞ্চিত, কপাল হ'ল উন্নত, চোখের দৃষ্টি হ'ল তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল।

শোভানের রকম-সকম দেখে সুবীর জিগগেস কর্‌ল—"কিছু দেখতে পাচ্ছ না কি?"

শোভান শুধু বলে—"দাঁড়াও," তারপর আবার বলে,—"আমি ভেবেছিলুম মেঘ, কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—সাদা সাদা নৌকোর পাল।"

সুবীর আর থাক্‌তে পার্‌লে না। শোভানের হাত হ'তে দূরবীন কেড়ে নিয়ে চোখে লাগিয়ে সে দেখতে পেল, দূরে বহুদূরে, সমুদ্রের সুনীল বুকের উপর দিয়ে ভেসে আসছে, এক সারি রাজহাঁসের মত, জঙলী লোকেদের সুদীর্ঘ নৌকোগুলি। বায়ু-বিস্ফারিত পালগুলিকে মনে হচ্ছিল যেন শুভ্র সুডৌল রাজহাঁস। নৌকো গুণতিতে প্রায় চল্লিশ, প্রত্যেক নৌকোয় ত্রিশ জন লোক, অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ হাজারেরও বেশী।

সুবীরের মুখ পাঁশের মত সাদা হয়ে গেল; শূন্য দৃষ্টি মেলে আর্ত্ত-স্বরে সে জিগগেস কর্‌লে—"কি হবে শোভান? এত লোকের সঙ্গে আমরা কেমন করে' পেরে উঠব? এক হাজার দু'শ লোক!"

শোভান নির্ব্বিকার নিষ্কম্প কণ্ঠে বল্‌লে—"ভয় করো না সুবীর, ভগবান্‌কে ডাকো, যা'তে আমরা এ বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে পারি।

ওরা সংখ্যায় হাজারের বেশী হ'লেও আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। আমরা যুদ্ধ করব বেড়ার পিছনে দাঁড়িয়ে, সে বেড়া ডিঙোবার ক্ষমতা মানুষের নেই। আমাদের যথেষ্ট গুলি ও বারুদ আছে।"

সুবীর বললে—"নৌকোগুলো কি রকম জোরে আসছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা দ্বীপে এসে পৌঁছবে।"

শোভান বললে "না, আসতে অন্ততঃ দু'ঘণ্টা লাগবে। আর আমাদের দেরী করলে চলবে না, শীগগীর তোমার বাবাকে ডেকে আনো।"

সুশীলবাবু এলেন, অত নৌকো দেখে প্রথমে বড় ভীতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়লেন। বললেন—"অত লোকের সঙ্গে আমরা কি ক'রে লড়ব' আমি তো ভেবে পাচ্ছিনা, শোভান।"

শোভান বললে—"আমরা তিন জনে বেড়ার আড়ালে থেকে বেশ লড়তে পারবো, আপনি কোন ভয় পাবেন না। আমাদের এখন তাড়াতাড়ি বাকি কাজ যা আছে তা ক'রে নিতে হবে। বেড়ার ভিতরে উঁচু ক'রে খানকতক তক্তা আঁটতে হবে, যাতে তার উপর উঠে আমরা বাইরে দেখতে পারি জঙলীরা কি করছে। আমাদের ভিতরে নিয়ে যেতে কিছুই বাকী নেই, একটা বড় পিপেয় জল ধ'রে রেখেছি, তাতে পনরো-কুড়ি দিন স্বচ্ছন্দ চ'লে যাবে। যথেষ্ট কচ্ছপ, আলু, শাক-সবজীও আছে, শুকনো কাঠও আছে। টোটা বারুদও যথেষ্ট পরিমাণে নিয়েছি।"

তিনজনে বাড়ীতে ফিরে বেড়ার গায়ে তক্তা এঁটে একটা উঁচু মাচার মতন করলে। ছেলেরা তখনও ঘুমুচ্ছে; তাদের না তুলে পার্ব্বতী দেবী ও পাহাড়ী বাকি কাজ-কর্ম্ম সেরে নিল। সুশীল

বাবু ভয় করেছিলেন হয়ত তাঁর স্ত্রী বড় বেশী উতলা হবেন, কিন্তু তিনি বেশ স্থির ভাবেই সেই দুঃসংবাদ শুনলেন। পাহাড়ী গেল তাড়াতাড়ি কিছু খাবার তৈরী করতে, কারণ যুদ্ধের সময় তাকে ও পার্ব্বতী দেবীকে বন্দুকে টোটা বারুদ পুরে পুরুষদের তাড়াতাড়ি যোগান দিতে হবে।

দু'ঘণ্টার মধ্যে সবই প্রস্তুত হ'ল, কিন্তু নৌকোগুলো তখনো দু' তিন-মাইল দূরে। প্রবালচরের মধ্য দিয়ে তাদের নৌকো সাম্‌লে আন্‌তেও বেশ সময় লাগবে। ওদিকে ছেলেরা সব উঠে পড়তেই সবাই মিলে পেট ভরে' খেয়ে নিল। আজ তাদের বড় ভয়ঙ্কর জীবন-মরণের যুদ্ধ করতে হবে।

বেলা দশটার সময় নৌকোগুলো তীরে এসে লাগল। সে এক ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দৃশ্য! নৌকোর পর নৌকো এসে তীরে লাগছে, আর ভিতর হ'তে কালি রং মাখা কিম্ভূতকিমাকার যত জঙলী, দলে দলে ডাঙ্গার উপর লাফিয়ে পড়ছে। সকলেরই হাতে তীর, ধনুক ও বর্শা, অঙ্গে যুদ্ধ-সাজ, মাথায় পালকের টুপি। প্রত্যেকটার দুষমনের মত চেহারা, গায়ে অসুরের মত শক্তি, তার উপর তাদের সেই বিকট চীৎকার-ধ্বনি। সে চীৎকার শুন্‌লে বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়। প্রথমে তা'রা নৌকোগুলো জল হ'তে বালুচরের উপর টেনে তুলতে লাগল, যাতে ঢেউএ নৌকোর গতি না হয়।

সুবীর মাচার উপর চড়ে' তাদের কার্য্যকলাপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বললে,—"বেটাদের কি ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখতে! আমরা যদি হারি তো তা হ'লে তখনি আমাদের মেরে ফেলবে।

শোভান বললে,—"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ও সেই বুঝে আমাদের লড়্‌তে হবে, সুবীর; দেখবো আজ তুমি মা, ভাই, বোনের জন্য কি রকমে বীরত্ব দেখাও।"

সুবীর আজ নির্ভীক প্রশান্ত বদনে দাঁড়িয়ে, মনে তার এতটুকু ভয়, সন্দেহ বা দ্বিধা নেই, বইএ সে কত বীরত্বের কাহিনী পড়েছে, আজ তাকে হাতে-কলমে তাই দেখাতে হবে। তার মনের ভিতর খেলে গেল গর্ডন, গ্যারিব্যাল্ডি, ম্যাটসিনি, লেনিন, হিণ্ডেনবার্গ, কিচনার, নেপোলিয়ঁ, লিঙ্কন, কলম্বাস, স্যাকল্‌টন, ন্যান্‌সেন, লিণ্ডেনবার্গ, পিকার্ড, এ্যামি জন্‌সনের কথা। কুড়ি বছরের মেয়ে এ্যামি জন্‌সন এইত সে দিন একা একটা এরোপ্লেন নিয়ে কি সুদূর দেশেই না পাড়ি দিল। কই, সে মেয়ে তো মরণের ভয় করে নি। পিকার্ড বেলুনে ক'রে কি উঁচুতেই না উঠলো সেদিন, তার নামে বেলজিয়মের ডাক্‌-টিকিটও বেরুল। কিন্তু সে যে নিতান্ত ছেলেমানুষ। তার আর কত শক্তি? কিন্তু ছেলেমানুষেরাও জগতে কত বড় বড় কাজ ক'রে গেছে। তার মনে পড়্‌ল ক্যাসাবিয়াঙ্কার কথা। মনে পড়্‌ল তার ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী পীট (Pitt) এর কথা। বাইশ বছরের ছেলে পীট্—ইংলণ্ডের তখন সে লর্ড চান্‌স্‌লার অব্ এক্‌সচেকার; তেইশ বছরে হ'ল সে প্রধান রাজমন্ত্রী। তখন তাকে কত বাধা বিঘ্নের সঙ্গে লড়্‌তে হয়েছিল—হাউস্ অব্ কমন্‌সের মাইনরিটির দলভুক্ত সে তখন। অধিকতর ভোটে কতবার সে পরাস্ত হয়েছে কিন্তু কখনো সে দমে নি; পরিপূর্ণ মনের জোরে, সোৎসাহে, সগর্ব্বে সে সকলকেই পরাজিত করেছিল। এই সব ভাবতে ভাবতে তার কিশোর দেহের প্রত্যেকটি রক্তকণা যেন উদ্দাম, চঞ্চল, লেলিহ হ'য়ে উঠল।

তখন তা'রা বেড়ার দরজা ভালোভাবে বন্ধ করে' দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল।

জঙ্গলী লোকেদের সে কি ভয়ঙ্কর চীৎকার। আসন্ন যুদ্ধের আনন্দে মদমত্ত হ'য়ে তা'রা মাথার উপর বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে লম্ফঝম্ফ করতে লাগল। ছোট ছেলেটি লীনার কোলে; মাণিকও আজ ভয়ে একেবারে চুপ। শোভান তাড়াতাড়ি বেড়ার উপর গর্ত্তগুলা ঠিক করে' নিতে লাগল, যাতে বন্দুক ঢোকাতে কোন কষ্ট না হয়।

সুবীর একটা গর্ত্তের মধ্য দিয়ে দেখছিল, সে বলে' উঠল—"ঐ যে সেই মেয়েটা, যে আমাদের দ্বীপে এসেছিল!"

সত্যই সেই মেয়েটি তাদের সঙ্গে এসেছিল। জঙ্গলী লোকেরা তখন সদর্পে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে, কিন্তু সামনে সেই শক্ত বেড়া দেখে যেন একটু ঘাবড়ে গেল।

তখন তা'রা জড় হ'য়ে কি পরামর্শ করতে লাগল, একটা দৃঢ়, বলিষ্ঠ বিশাল-বক্ষ জঙ্গলী তাদের উপর হুকুম চালাচ্ছিল, সেটাই তাদের দলপতি। শোভান মাচার উপর উঠে একবার মুখ বাড়িয়ে তাদের জানিয়ে দিল যে তা'রা বেড়ার ভিতরেই আছে। সে মাথা তুলতে না তুলতেই দশ-বারোটা তীর এসে তাকে আর একটু হ'লেই মারত, কিন্তু সে চট্ করে' মাথা নামিয়ে নিল তাই রক্ষা নচেৎ কি যে হ'ত, তার ঠিক নেই! তীরগুলোর কতক বেড়ার কাঠে গেঁথে গেল, কতক ভিতরে এসে পড়ল।

বেড়ার ভিতরে শিকার আছে জেনে তা'রা তখন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল।

শোভান বল্লে—"সুশীলবাবু, সুবীর, এইবার চালাও।"

শত শত জঙলী তখন বেড়ার সামনে এসে পড়েছে—মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান, সবার আগে আছে সেই দীর্ঘতনু দলপতি। প্রথমে গুলি ছুঁড়্লেন সুশীলবাবু, সঙ্গে সঙ্গে দলপতিটা একটা বিকট চীৎকার করে' মাটিতে পড়ে' গেল। শোভান ও সুবীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছুঁড়্ল, সামনের আরো দুটো লোক মাটিতে লুটাল। পার্ব্বতী ও পাহাড়ী তাদের পায়ের কাছে বসে' বন্দুক জোগান দিচ্ছিল। একদিন শোভান বলেছিল দু'টো বন্দুকের কোন দরকার ছিল না, আজ সে বুঝতে পার্‌ল তিনটে বন্দুক না হ'লে কি অসুবিধাই না হ'ত। তিনটে করে বন্দুক খালি হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই আর তিনটে তৈরী বন্দুক পাচ্ছে, একটুও দেরী হচ্ছে না।

তিনটে লোক মর্‌ল দেখে জঙলীরা ভীষণ চীৎকার করে' উঠল, তাদের উৎসাহ তখন আরো বেড়ে গেছে, বেড়ার কাঠের উপর সাঁই সাঁই করে' তীর এসে গেঁথে যেতে লাগল। আবার তিনজনের বন্দুক হ'তে আগুন জ্বলে' গুলি ছুটল, আরো তিনটে লোক মাটির উপর লুণ্ঠিত হ'ল। কি দুর্জ্জয় সাহস, কি অকুতোভয় বিক্রম এই জঙলীদের! বিপক্ষদের কোন সাক্ষাৎ নেই, অথচ চোখ মেল্‌তে না মেল্‌তে কোথা হ'তে গুলি এসে তাদের মার্‌ছে, তবুও তা'রা চীৎকার করে' ছুটে আস্‌তে লাগল। আবার তিনটে বন্দুক গর্জ্জন করে' উঠে তিনটে জঙলীকে ধরাশায়ী কর্‌লে। আবার তা'রা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে কি বিকট চীৎকার তাদের! একবার যদি দ্বীপবাসীদের হাতের মুঠোয় পায় তা হ'লে বোধকরি তাদের দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খায়।

সুবীর, শোভান ও সুশীলবাবুর বুকের ভিতর গুর্‌গুর্‌ করতে থাকে, তবুও মরিয়া হয়ে গুলির উপর তা'রা গুলি চালাতে লাগল। সে সব কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তগুলি। নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই, কোন দিকে চাইবার অবসর নেই, শুধু পুতুলের মত তা'রা গুলি ছুঁড়ে চলেছে।

এই রকম এক ঘণ্টায় প্রায় গোটা পঞ্চাশেক জঙলী মারা পড়ল। তখন তাদের মধ্যে যেন একটু ভয়ের সঞ্চার দেখা গেল। তা'রা চেঁচাতে চেঁচাতে হটে' গেল নারিকেল-বনের মধ্যে। দ্বীপবাসীরাও যেন তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সুশীলবাবু জিগ্‌গেস কর্‌লেন—"ওরা কি চল্‌ল না কি?"

শোভান বল্‌লে—"এরই মধ্যে যাবে! ওরা প্রাণপণ এখন লড়্‌বে, এদের সাহস দুর্জ্জয়, মনের বল অসীম, প্রাণের মায়া সামান্য! এদের রকম দেখে মনে হচ্ছে আগে বন্দুকের সঙ্গে লড়েছে, তা না হ'লে বন্দুকের আওয়াজ শুন্‌লেই পালাত। ওই দেখুন কেমন ওরা গোল হ'য়ে বসেছে, আর এক এক জন করে' উঠে কি-সব বক্তৃতা দিচ্ছে, যুদ্ধ করবার সময় এরা এই রকম পরামর্শ করে।"

সকলেই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, পিপাসায় সকলকার গলা শুকিয়ে গেছে। কপালের ঘাম মুছে সুবীর বললে—"পাহাড়ী, একটু খাবার জল আনো।"

আজ আর অন্য দিনের মত বাইরে গিয়ে ঝর্ণা থেকে জল আন্‌বার উপায় নেই। এখন পিপের সঞ্চিত জলই তাদের ভরসা, তা পিপেয় যা জল আছে, তা'তে এখন তাদের স্বচ্ছন্দে পনের-কুড়ি দিন চলে' যাবে, কোন ভাবনা নেই, তত দিনে জঙলীরা দ্বীপ ছেড়ে চলে' যাবে নিশ্চয়।

পাহাড়ী জল আনতে গেল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পাংশু ভয়ার্তমুখে ছুটে এল—"দাদাবাবু পিপেতে একটুও জল নেই।"

এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনে শোভান চমকে উঠল—"সে কি, এক পিপে জল ধরা ছিল ?"

পাহাড়ী ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপতে লাগল—"না গো না, এক ফোঁটাও জল নেই, কি হবে ! ঘরের ভিতরও কিছু জল ধরা নেই।"

দারুণ ভয়ে সকলেরই মুখ গেল শুকিয়ে। জল না হ'লে তাদের চলবে কি করে' ? না খেয়ে বরং দু'দিন চলবে, কিন্তু এই প্রাণান্তকর যুদ্ধ করে' জল না হ'লে তাদের যে এক দণ্ডও চলবে না।

শোভান বললে—"আমি বেশ করে' দেখেছিলুম পিপেতে কোন রকম ছেঁদা বা ফাটা ছিল না, তবে অত জল কি হ'ল ?"

তখন পাহাড়ী বললে—"আচ্ছা, সেদিন যে মাণিক অত তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসতে লাগল সে কোথা থেকে, পিপে থেকে নয় ত ?"

তখন মাণিককে জিগগেস করতেই সে ঘাড় হেঁট করে', ঠোঁট কুঞ্চিত করে' বললে যে "হাঁ, পিপে থেকে সে সব জল নিয়েছে।"

হায় হায় ! সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়ল। জল না হ'লে তা'রা কেমন করে' বাঁচবে ? বাড়ীর ভিতর কোথাও এতটুকু জল নেই। এখন একমাত্র পরিত্রাণের উপায়, জঙলী লোকগুলি যদি শীঘ্র দ্বীপ ছেড়ে চলে' যায়। পিপাসায় সুধীরের গলা টা-টা করছে, বুকের ভিতর আগুন জ্বলছে। সে ক্ষিপ্তের মত বলে' উঠল—"এখন এরা যত শীঘ্র আবার লড়তে আসে ততই ভালো, যা হোক্ একটা এদিক ওদিক হয়ে যাক্, এমন চুপচাপ আর থাকা যায় না।"

শোভান বললে—"দিনের বেলায় খুব সম্ভব ওরা আর আসবে না, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখবে। তা হ'লে আমাদেরও ভিতরে একটা আগুন ক'রে রাখতে হ'বে, যাতে ঘোর অন্ধকারে আমাদের অসুবিধা না হয়—এক পিপে আলকাতরা ও এক পিপে পিচ্ আমাদের সঙ্গে আছে, তাতেই বেশ আগুন হবে, সেই আগুনের সাহায্যে আমরা শত্রুদের চলাচল ভাবভঙ্গী সবই দেখতে পাব।"

শোভানের অনুমানই ঠিক, সেদিন আর দিনের বেলায় ওগুলীরা এল না। দ্বীপবাসীরা ভিতরকার যুদ্ধের জন্য আয়োজন করতে লাগল, এক একবার গর্ত্তের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখে ওগুলীরা কি করছে। শুক্‌নো নারিকেল পাতায় আলকাতরা ও পিচ ঢেলে আগুনের ব্যবস্থা করা হ'ল।

জলের জন্য সকলের বড় কষ্ট হ'তে লাগল। ছেলেদের মুখের পানে তাকানো যায় না, খোকা ত কেবলই জল জল ক'রে কাঁদছে, মাণিক ও লীনা পিপাসায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। মাণিক—যিনি এই অনর্থের মূল, তিনি তো জল জল ক'রে বিকট চীৎকার করতে লাগলেন। শেষে সুবীর আর থাকতে পারল না; রাগে দুঃখে সে তার কানের উপর বেশ একটা চড় লাগিয়ে দিল, মাণিকের কান্না তখন একটু কোমল খাদে নেমে আসে।

পার্ব্বতী দেবী মুখ বুজে ছেলেদের কষ্ট দেখতে লাগলেন, কেমন ক'রে যে তাদের শান্ত করবেন তা আর তিনি ভেবে পান না। এক একবার আকুল ভাবে বলে' উঠেন—"এই সময় যদি খুব বেগে বৃষ্টি আসে, তা হ'লে ছেলেগুলো বেঁচে যায়।"

কোন্ বন্ধুর বাড়ী সে স্নিগ্ধ বেলের সরবত খেয়েছে, বাড়ীতে কত কত লেমনেড, কত আইসক্রীম সে খেয়েছে। এই সব মনে পড়ে আর জলের জন্য তার বুকের ভিতর টা-টা করতে থাকে।

ক্রমে রাত্রি শেষ হ'য়ে এল। আবার ধীরে ধীরে ভোরের আলো দেখা গেল, কিন্তু সেই তরুণ আলোর সঙ্গে এতটুকু আনন্দ, এতটুকু দীপ্তি কারো মনে দেখা দিল না। রাত্রিতে এতক্ষণ তা'রা বুঝতে পারেনি, এখন দিনের আলোয় তা'রা দেখতে পেল, তাদের ঠোঁট জ্বলে' জ্বলে' ফুলে উঠেছে, মুখের ভাব বীভৎস হয়েছে, চোখের জ্যোতি স্তিমিত হ'য়ে পড়েছে। গর্ত্তের ভিতর চেয়ে চেয়ে দেখল, জঙলীদের কেহই দ্বীপ ছেড়ে যায় নি, সকলেই যুদ্ধ-সাজে মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে, কেবল পাঁচ ছ'জন উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বীপ ছেড়ে চলে' যাবার তাদের কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

## সাতাশ

ক্রমে ক্রমে জঙলীরা ঘুম হ'তে উঠে যুদ্ধের জন্য সাজগোছ করতে লাগলো। সুবীর গুণে দেখল তখনো প্রায় আটশ' জন জঙলী, দ্বীপে রয়েছে। তা হলে কাল তা'রা চারশো লোক মেরেছে। অতগুলি নরহত্যা করেছে ভেবে তাদের বুকের ভিতর একবার কেঁপে উঠল। নৌকোগুলির পানে চেয়ে দেখে, লম্বা লম্বা লাশ তার ভিতর পড়ে রয়েছে। ফেরবার সময় সবগুলিকে নিয়ে যাবে।

সমস্ত সকাল কেটে গেল, তবুও তা'রা কেল্লা আক্রমণ করবার কোন রকম চেষ্টা করল না। কি যে তাদের মতলব তা-ও বোঝা গেল না। দুপুর বেলা দেখা গেল তা'রা বেশ একটা জমকালো সভা করেছে; আর একজন মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব তম্বি টম্বি করে'

তারস্বরে বক্তৃতা দিতে দিতে দর্পভরে বর্শা ঘোরাচ্ছে। তারপর সভা ভঙ্গ হ'লে পর সবাই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে লেগে গেল বনের নারিকেল গাছ কাটতে ও তলার শুকনো পাতা কুড়োতে। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সমানে এই কাজ চল্'তে লাগল।

তাদের এই সব কার্য্যকলাপ দেখে শোভান ও সুশীলবাবুর রীতিমত ভয় হ'য়ে গেল।

সুশীলবাবু জিগগেস করলেন,—"কি মতলব বল দেখিনি ওদের শোভান।"

শোভান রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—"অত নারিকেল কাঠ কাটছে শুধু বেড়ার বাইরে গাদা করে' তার উপরে উঠে ভিতরে আসবে, নয়তো জ্বালানি কাঠ দিয়ে আমাদের চারদিকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারবে।"

শুনে সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। মরণ যে নিশ্চিত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। আজ দু'দিন তাদের ভাল করে' খাওয়া নেই, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তার উপর শেষে আগুনে পুড়ে মরতে হবে।

শোভান বললে..."নারিকেল কাঠ ভালো জ্বলে না, এমন আগুন হবে না যে আমরা পুড়ে মরবো।"

সুশীলবাবু বললেন—"কিন্তু বড্ড ধুঁয়ে জ্বলে, এই প্রাণান্তকর পিপাসার উপর সে ধোঁয়া আমরা কেমন করে' সহ্য করব?"

সমস্ত রাত তারা রুদ্ধনিঃশ্বাসে কাটাল। সে সব কি আশঙ্কা-নিবিড় বিভীষিকাময় মুহূর্ত্তগুলি। মাঝরাতে তাদের পিপাসা এমন

তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল যে এবার বুঝি তা'রা পাগল হয়ে যায়। শেষে একটা কচ্ছপ মেরে তার গরম কাঁচা রক্ত খেয়ে তা'রা তৃষ্ণা মিটাল।

তারপর আবার ভোর হ'ল। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় নৈরাশ্যে সকলে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ল। ছেলেদের দিকে আর সত্যিই তাকানো যায় না, সকলে জল জল করে' ক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। মুখে কেবল তাদের জল জল শব্দ, তাদের যেন আর কোন চেতনা নেই। আজ তিন দিন তা'রা নিরম্বু উপোষী হ'য়ে আছে।

তখন শোভান সুবীরকে আড়ালে ডেকে বল্‌লে—"সুবীর, আর সত্যি এমন করে' থাকা যাচ্ছে না, জঙলীরা যে শীগ্‌গির দ্বীপ ছেড়ে যাবে তাও মনে হয় না। আজ জল না পেলে ছেলেরা নিশ্চয়ই মারা পড়বে, তাই যেমন ক'রে হোক্ আজ জল এনে ওদের মুখে দিতে হ'বে। আমি দরজা খুলে একটা বালতি নিয়ে চট্ করে' ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে আসি, ওরা এখন ওদিকে আছে, খুব সম্ভব আমাকে দেখতে পাবে না।"

সুবীর ভয়ার্ত্ত মুখে বল্‌লে—"তুমি যাবে কেন শোভান? আমিই যাবো। তুমি মারা পড়লে আমাদের কে দেখবে বল? তোমার প্রাণ আমার চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান।"

শোভান বল্‌লে—"তা হয় না সুবীর, আমি যত শীঘ্র জল নিয়ে আসব তুমি তা পারবে না। দরজার পাশেই একটা জঙলী মরে' পড়ে' আছে, তার যুদ্ধের পোষাক ও পালকের টুপি পরে' আমি যাব, তা হ'লে ওরা আমাকে সহজে চিন্‌তে পারবে না। সঙ্গে আমি বন্দুকও নেব না, মড়াটার হাতে যে বর্শা আছে সেটাই নেব। আমি বেরিয়ে গেলেই

তুমি দরজা দিয়ে দেবে, তারপর যেমন দেখবে যে জল নিয়ে দরজার কাছে এসেছি, তখনি দরজা খুলে দেবে, দেরী করবে না।"

সুবীর একেবারে আকুল উদ্বেল হ'য়ে বললে—"কিন্তু যদি তোমাকে ওরা মেরে ফেলে কি হ'বে?"

শোভান অনুদ্বিগ্ন নির্লিপ্ত কণ্ঠে হেসে বল্‌লে—"সে ভয় যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু একটু সাহস করে' না বেরুলে হ'বে না।"

শোভান তখন সেই মৃত জঙলীটার যুদ্ধের পোষাক ও পালকের টুপি পরে', এক হাতে তার বর্শা নিয়ে ও অপর হাতে জলের বালতি নিয়ে ঝর্ণার দিকে চলে' গেল। সুবীর দরজার খিল দিয়ে সন্দেহ-দোদুল মনে দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে তার বুকের ভিতর এমন শব্দ হ'তে লাগল যে সে নিজের কানে সে শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট, তবুও শোভানের দেখা নেই। একটু শব্দ হ'লেই সে চম্‌কে ওঠে। বাড়ী হ'তে ঝর্ণা, বড় জোর দু'শো হাত তফাতে। এইটুকু পথ আসতে এত দেরী হচ্ছে! ক্রমে সাত মিনিট, আট মিনিট হ'য়ে গেল, তবুও শোভান ফেরে না। এইবার সে দেখতে পেল, শোভান জল নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসছে। শোভান তখনো দূরে। সুবীর খিলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, শোভান একবার ডাকলেই হয়, সে তখনি দরজা খুলে দেবে।

এক-একটি মুহূর্ত্ত তখন, সুবীরের কাছে এক-একটি সুদীর্ঘ যুগ।

এমন সময় তার কানে গেল একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। একটা সুস্পষ্ট সচকিত অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তস্বর! সুবীর তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখে, একটা ভীষণ-দর্শন জঙলীর সঙ্গে শোভানের

মারামারি লেগে গেছে। শোভান, বৃদ্ধ, শিথিল-তনু শোভান, মাটিতে পড়ে,' আর তার বুকের উপর হাটু দিয়ে বর্শা উঁচিয়ে একটা জঙলী দাঁড়িয়ে। সুবীরের বন্দুক নিমিষের মধ্যে গর্জ্জন করে' উঠল, জঙলীটাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

শোভান শুয়ে শুয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—"সুবীর, জলের বালতি সাবধানে ভিতরে নিয়ে যাও, আমি আস্তে আস্তে উঠছি।"

সুবীর প্রথমে বালতি ভিতরে রেখে এসে শোভানের কাছে ছুটে গেল! শোভান তখন উঠে বসেছে, কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না। দুই হাতে শোভানকে জড়িয়ে তুলে ধরে' সুবীর তাকে ভিতরে নিয়ে এল।

সুবীরের সবল দুই বাহুর বেষ্টনীর মধ্যে শোভানের সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করে' কাঁপছে। সস্নেহে সন্তর্পণে শোভানকে মাটির উপর শুইয়ে দিয়ে, তার বুকের উপর আলগোছে শুয়ে, তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুবীর ককিয়ে উঠল—"শোভান, শোভান, কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছে, ভাই? অমন করছ কেন? তোমায় মেরেছে?"

সুবীরের সবল মুষ্টির উত্তপ্ত আশ্রয়ের মধ্যে নিজের একটি শীতল হাত তুলে দিয়ে শোভান ক্ষীণকণ্ঠে বললে—"মরণ-মার মেরেছে, দাদা! জঙলীর বর্শা আমার বুকে আমূল ঢুকে গেছে।"

সুবীর হাউ-হাউ করে' কেঁদে উঠল, নিতান্ত অসহায় ছোট এক শিশুর মত।

গোলমাল শুনে সুশীলবাবু ছুটে এলেন। তাড়াতাড়ি শোভানের বুকের কাপড় খুলে দেখেন, রক্তে বুক ভেসে যাচ্ছে, দক্ষিণ পাঁজরে

ভীষণ গর্ত্ত। সুবীর বাল্‌তি হ'তে তাড়াতাড়ি এক গ্লাশ জল শোভানের মুখের কাছে ধর্‌লে, শোভান তা' এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেল্‌লে।

তারপর? তারপর আর কি, সকলেই জল পান করে' সুস্থ হ'ল। কিন্তু সে ত জল নয়, বৃদ্ধ শোভানের বুকের তাজা গরম রক্ত। দুঃখে ক্ষোভে সুবীর মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। সুনীলবাবু বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন। শোভানের যা কিছু শুশ্রূষা সব করা হ'ল, কিন্তু শোভান বুঝি আর বাঁচে না! ক্রমেই সে নিঃঝুম নিস্পন্দ হ'য়ে আস্‌তে লাগল, হাত পা তার ক্রমশঃ শিথিল-শীতল হ'য়ে উঠল।

দুপুর বেলা জঙলী লোকগুলো বেড়ার পাশে খুব বড় বড় কাঠ এনে জড় কর্‌তে লাগল। সুবীর ও সুনীলবাবু প্রাণপণে বন্দুক চালাতে লাগল, কত জঙ্‌লী যে মরল তার ঠিক নেই। তখন জঙ্‌লীরা কাঠের বাণ্ডিল সামনে ধরে' এগুতে লাগল। যাতে বন্দুকের গুলি তদের গায়ে না লাগে। এদিকে পিতা-পুত্রে দুইজনে মরিয়া হ'য়ে একটানা বন্দুক ছুঁড়ছে, কিন্তু সবগুলি তাদের গায়ে বিঁধছিল না। জঙলীরা ক্রমশঃ নিকটে এগিয়ে আসতে লাগল।

আর বুঝি তা'রা পেরে ওঠে না। পাশেই মৃত্যুপথযাত্রী শোভান শুয়ে, বাষ্পাকুল ম্লান নয়নে সে তাকিয়ে আছে, চোখের দৃষ্টি যেন তার ঘোলাটে হয়ে উঠছে। ওদিকে জঙ্‌লীরা ভীষণ গর্জ্জন করে' একেবারে বেড়ার তলায় এসে হাজির আর বন্দুক ছুঁড়ে তাদের মারা যাচ্ছে না। জঙ্‌লীরা বেড়ার পাশে কাঠ ফেলে তার উপর চড়ে' ভিতরে পড়বার উপক্রম করছে। এমন সময়—এমন সময় এক ভয়ঙ্কর আকাশ-ফাটানো শব্দে সকলেই চমকে উঠল। জঙ্‌লীরা ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করে পালাতে লাগল।

সুবীর চেয়ে দেখে—এ যে তার বিশ্বাস হয় না—সমুদ্রের উপর একখানা ইংরাজদের জাহাজ, জাহাজের ডেক হ'তে কামানের মুখে আগুন ঝলক দিয়ে উঠছে, আর সেই সঙ্গে ভীম-গর্জ্জনে সমস্ত বনস্থল থর্ থর্ করে' কেঁপে উঠছে।

সুবীর চেঁচিয়ে উঠল,—"বাবা, বাবা, একটা প্রকাণ্ড জাহাজ এসেছে, এ শব্দ জাহাজের কামানের। ঐ দেখ, জঙ্গলীগুলো নৌকোয় উঠে পালাবার চেষ্টা করছে, ঐ দেখ, কামান হ'তে আবার একটা গোলা বেরিয়ে তিনখানা নৌকো ডুবিয়ে দিল।"

জঙ্গলীরা কেউ নৌকো করে' পালাল, কামানের গোলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল, কেউ বা নৌকো-ডুবে মারা পড়ল। সুবীর দেখলে জাহাজ হ'তে কয়েক জন ইংরাজ-নাবিক তীরে নেমে তাদের বাড়ীর দিকে আসছে।

ও কি,—এ যে স্বয়ং ক্যাপটেন রথউড্! সুবীর তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। অভিনন্দনের সুরে সে বললে—আসুন! আসুন!"

তোমাদের হয় তো মনে আছে কয়েক মাস আগে একখানা জাহাজ দ্বীপের কাছাকাছি এসেও ঝড় ও প্রবালচরের ভয়ে দ্বীপে নোঙর ফেলতে পারেনি। জাহাজের লোকেরা শুধু যে ফ্ল্যাগ ও ধোঁয়া দেখেছিল তা নয়; তা'রা ফ্ল্যাগের উপর এসম্যারেল্ডা লেখা নামটাও বেশ স্পষ্ট পড়তে পেরেছিল। তখন জাহাজখানা সে দ্বীপে অগ্রসর না হ'য়ে সোজা সিড্‌নে বন্দরে উপস্থিত হয়। সেখানে তখন ক্যাপটেন রথউড্ ছিলেন। তাঁদের নৌকোকে সমুদ্রের এক জাপানী জাহাজ উদ্ধার করে। ক্যাপটেন বহুক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন, অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষার দরুণ তাঁর জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসে।

এসম্যারেল্ডা জাহাজ-ডুবির কথা তখন সিড্‌নে সহরের সব লোকের মুখে মুখে ঘুরছে, তাই যখন কিছুদিন পরে তা'রা শুনতে পেল যে কতকগুলো লোক মহাসাগরের মাঝে এক জনহীন দ্বীপের উপর এসম্যারেল্ডা নাম লেখা পতাকা উড়িয়েছে, তখন তাঁদের আর জানতে বাকি রইল না, যে তা'রাই জাহাজের পরিত্যক্ত হতভাগ্য লোকগুলি। ক্যাপটেন রথউড্‌ সব কথা শুনে, সেই জাহাজের কর্ত্তার কাছে গিয়ে সেই দ্বীপের যথাযথ বিবরণ নিলেন। তারপর গভর্ণমেণ্টের কাছ হ'তে একখানা জাহাজ নিয়ে কয়েক জন নাবিকের সঙ্গে এই চম্পা-দ্বীপে আসেন। আর একটু দেরী করে' এলেই আর দ্বীপবাসীদের তিনি জীবিত দেখতে পেতেন না।

ক্যাপটেন্‌ রথউডকে দেখে দ্বীপবাসীদের যে কি আনন্দ হ'ল তা তোমরা বুঝতেই পারছ। শোভান তখনও মরে নি। ক্যাপটেন্‌ যখন তাঁর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তখন সে শুধু স্থির সজল নয়নে চেয়ে রইল। বাক্‌-শক্তি তখন তার সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। কিছু-ক্ষণ পরেই শোভান শেষ নিঃশ্বাস ফেলে ইহলোক ত্যাগ করলে। সুবীরের তখন সে কি করুণ কান্না। শোভানের শীতল নিঃসাড় দেহের উপর শুয়ে পড়ে' সে পাগলের মত, উদ্ভ্রান্তের মত, চেঁচাতে লাগল—"শোভান, ভাই, ভাই আমার, কোথায় গেলে তুমি? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। কই, কখনো তো তুমি আমাকে ফেলে কোথাও একলা যাও নি। আজ তবে আমাকে ফেলে যাচ্ছ কেন?"

সুবীর একবার চেঁচায়, একবার কাঁদে, আবার কখনো-বা শোভানের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কান্নার

আলোড়নে তার কিশোর দেহ থর্ থর্ করে' কাঁপতে থাকে। কেউ তাকে থামাতে পারে না। সকলেরই চোখে জল, যেন তাদের পরম প্রিয় স্বজন কেউ মারা গেছে।

তারপর? শোভানকে সেই চম্পাদ্বীপে কবর দিয়ে সেন-পরিবার জাহাজে করে' সিডনে সহরে ফিরে গেলেন। জাহাজ হ'তে যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ তা'রা নির্ব্বিকার নিষ্কম্প নয়নে চম্পাদ্বীপের পানে তাকিয়ে ছিল। দ্বীপের গাছপালা ক্রমে দিগন্তকোলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সকলেরই চোখে অশ্রুর বান বইতে লাগ্‌ল। বর্ষাকালের আকাশের মত গম্ভীর, থমথমে সকলের মু'খের ভাব। বর্ষাকালের আকাশের মত মেঘলা সকলের মন—ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ, স্তিমিতাভ, বিষাদ-নমনীয়।

-শেষ-